বন্ধু

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

এক টাকা বারো আনা

প্রথম অভিনয় রজনী

২ ভাদ্র ১৩৪৪—১৮ আগষ্ট ১৯৩৭

চতুর্থ সংস্করণ

বন্ধু

শ্রীপরিমল গোস্বামী

করকমলেষু

এই নাটিকার কোনও চরিত্রই সাধারণ বা common tyne নয়, তাহা বোধ করি অত্যন্ত অসাবধান পাঠকও লক্ষ্য করিবেন। সংসার-পথে চলিতে সাধারণ অপেক্ষা অসাধারণ চরিত্রই যে বেশী চোখে পড়ে, এই সত্যটি বিনীতভাবে স্বীকার করিবার জন্যই সমাজের বিভিন্ন স্তরের এই চরিত্রগুলি একত্র সমবেত করিয়াছি।

দু'একটি চরিত্র হয় তো সম্ভাব্যতাকেও স্থানে স্থানে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। আর্টের ক্ষেত্রে সত্যকে ধরিতে হইলে সম্ভবকে কতদূর অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহার সীমা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষেত্রে চার্লস্ ডিকেন্স ও চার্লি চ্যাপলিন আমার নজির।

রঙ্মহল নাট্যমঞ্চে অভিনয় কালে মঞ্চের সুবিধার জন্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু নাটকে ঐ সকল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বোধ না করায় উহা পূর্ব্ববৎ রাখা হইল।

নাটকটি প্রথমে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগঠনকারিগণ

পরিচালনা	দি ষ্টেজ প্রডিউসারস্	
প্রযোজনা	শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র	
নাট্যপরিচালনা	”	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুর ও আবহ সঙ্গীত	”	কৃষ্ণচন্দ্র দে
নৃত্য পরিকল্পনা	”	সমর ঘোষ
হারমোনিয়ম	”	কালিদাস ভট্টাচার্য্য, ঘণ্টেশ্বর পরামাণিক
পিয়ানো	”	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেহালা	”	কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশী	”	শৈলেশ্বর চ্যাটার্জ্জী ও মথুর শেঠ
সঙ্গতি	”	বসন্ত মুখোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী রায়
মঞ্চ ব্যবস্থা	”	পূর্ণচন্দ্র দে
ঐ সহকারী	”	বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত
স্মারক	”	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	”	অধীরকুমার ঘোষ
কোষাধ্যক্ষ	”	হরিচরণ শেঠ

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

জ্ঞানাঞ্জন	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হেমন্ত	,, জহর গাঙ্গুলী
অশনি	,, সন্তোষ সিংহ
অক্ষয়	,, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কেবলরাম	,, তুলসী চক্রবর্ত্তী
গজানন	,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কেনারাম	,, সুধাংশু মিত্র
বনমালী	,, শান্তি দাশগুপ্ত
বিজন মিত্র	,, বেচু সিংহ
প্রেমকুমার	,, চৈতন রায়
কানাই	,, দেবীতোষ রায়চৌধুরী
শেঠ্‌জী	,, বিজয় মজুমদার
নিধিরাম	,, নবদ্বীপ হালদার
বাউল	,, বলাই ভট্টাচার্য্য
ভৃত্য	,, শান্তি ভট্টাচার্য্য
পিল্লু	,, বিজয়কার্ত্তিক দাস
জুয়াড়িগণ	,, কমল দাস, সত্য সরকার, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, অরুণ মজুমদার ইত্যাদি
ঊর্ম্মিলা	শ্রীমতি শেফালিকা (পুতুল)
মন্দা	,, ঊষা দেবী
নীলিমা	,, বিদ্যুৎ
ললি	,, বেলারাণী

প্রথম দৃশ্য

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট যেখানে সার্কুলার রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহারই কাছাকাছি একটি বড় বাড়ি। বাড়ির বহিঃকক্ষ—চেয়ার, সোফা, ফুলদান-শীর্ষ টিপাই প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত। পাশে একটি টেবিলের উপর টেলিফোনের সরঞ্জাম

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা। বাড়ির কর্ত্তা হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় একটি টেবিলের এক পাশে বসিয়া আছে, তাহার বয়ঃক্রম ২৫।২৬, পাৎলা সুন্দর চেহারা; অধর ও চিবুকের গড়ন কিছু দুর্ব্বল। তাহার সম্মুখে টেবিলের অন্য পাশে গজাননবাবু বসিয়া আছেন। বয়স ৪০।৪৫, ঘুঘুর মত চেহারা; বেশভূষার একটা অনভ্যস্ত পারিপাট্য দিবার চেষ্টা আছে। উভয়ের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা। ব্যবসায়ের কথা হইতেছে

গজানন। যে দিক দিয়েই দেখুন ঘোড়ার ব্যবসার মত এমন ব্যবসা আর নেই।

হেমন্ত। (এক চুমুক চা খাইয়া) কিন্তু ঘোড়া তো আজকাল উঠে যাচ্ছে। আমার ঠাকুরদা হাঁকাতেন চৌঘুড়ি, আস্তাবলে তেইশটা ঘোড়া ছিল। বাবার আমলে চৌঘুড়ির যায়গায় জুড়ি হল। তার পর আজকাল ঘোড়ার গাড়ির পাটই একেবারে উঠে গেছে, আমার তিনখানা মোটর আছে, কিন্তু ঘোড়া একটাও নেই। সর্ব্বত্রই তাই, মোটর আর ট্যাক্সিতে দেশ ছেয়ে গেছে। এ সময় ঘোড়ার ব্যবসা করলে কি লাভ হবে?

গজানন। হেমন্তবাবু, এবার আপনি হাসালেন। আমি কি ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার কথা বলেছি মশায়? রেসের ঘোড়া—রেসের ঘোড়া। যদি ফলাও করে ব্যবসা ফাঁদতে পারেন তিন মাসের মধ্যে ক্রোড়পতি—বুঝেছেন। ইহুদি সায়েব সোলমন গেল্ডিংএর নাম শুনেছেন তো? টাকার অদিগদি নেই। দেশালায়ের বদলে একশো টাকার নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়। কোত্থেকে এল? স্রেফ ঘোড়া।

হেমন্ত। তাই নাকি? কিন্তু গেল্ডিং সায়েব তো দেউলে নিয়েছে। —সেদিন কাগজে পড়ছিলাম।

গজানন। নেবে না দেউলে? কথায় বলে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো। ঘোড়া ছেড়ে করতে গেল হোটেলের ব্যবসা। দুর্ব্বুদ্ধি আর কাকে বলে! ব্যস! দুদিন যেতে না যেতেই গণেশ ডিগবাজী খেতে লাগল!

হেমন্ত। ও—তা হলে ঘোড়ার ব্যবসায় গেল্ডিং সায়েবের লোকসান হয় নি?

গজানন। রামঃ, ঘোড়ার ব্যবসায় আজ পর্য্যন্ত কারুর লোকসান হয়েছে? এই দেখুন না—আগা খাঁ। দি আগা খাঁ। বিলেতজোড়া নাম; সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলেই কোলাকুলি করেন। শুধু কি তাই? টাকা! এক একটা ঘোড়া বাজি মারে আর পাউণ্ড শিলিং পেন্সের গাঁদি লেগে যায়।

হেমন্ত। তা হলে আপনি ঘোড়ার ব্যবসা করবার পরামর্শ দেন।

গজানন। সে কথা বলতে। আজকালকার এই মন্দার বাজারে একমাত্র ব্যবসা হচ্ছে ঘোড়ার ব্যবসা—কত লোক লাল হয়ে গেল। একটি ষ্টেবল খুলে বসুন; তারপর একটি করে ঘোড়া বাজি মারতে থাকবে আর আপনিও এক পোঁচ লাল হতে থাকবেন।

হেমন্ত। বাস্তবিক আপনার কথা শুনে আমার খুবই উৎসাহ হচ্ছে গজাননবাবু কিন্তু ঘোড়া সম্বন্ধে আমি যে কিছুই জানি না; কিছু না জেনে শুনে

ব্যবসায় নামা ঠিক হবে কি? অবশ্য ঘোড়ার চারটে পা আছে, টগবগ করে দৌড়োয় এসব জানি—কিন্তু—

গজানন। তার বেশি জানবার দরকার নেই—ওই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমি রয়েছি কি করতে? একবার কারবার খুলে বসুন তো, তারপর প্রত্যেকটি ঘোড়ার নামধাম থেকে আরম্ভ করে সাতান্ন পুরুষের কুলুজি পর্য্যন্ত মুখস্ত করিয়ে ছেড়ে দেব—একেবারে নামতার মত। বুঝেছেন?

হেমন্ত। তা হলে তো কোনও কথাই নেই—আমি রাজি আছি। দেখুন গজাননবাবু, আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের বড়লোকেরা ব্যবসা করতে চায় না—এতটুকু এণ্টারপ্রাইজ নেই; কেবল ঘরে বসে বসে ফুর্ত্তি করে টাকা ওড়াবে। অথচ আমাদের শাস্ত্রেই আছে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। আচ্ছা গোড়ায় কত টাকা ফেলতে হবে তার একটা আন্দাজ দিতে পারেন?

গজাননের চোখের দৃষ্টি লোভে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল

গজানন। (যেন চিন্তা করিতে করিতে) বেশি নয়, আমি বলি আপাততঃ লাখখানেক টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন। তারপর যেমন যেমন কাজ ফলাও হতে থাকবে, আবার টাকা ঢালতে থাকবেন।

হেমন্ত। (একটু ইতস্তত করিয়া) তা—তা বেশ—

গজানন। আপনি ভয় পাচ্চেন নাকি? আরে মশায়, আপনার মত লোক যদি লাখ টাকা বের করতে ভয় পায় তা হলে বড় ব্যবসা হবে কোত্থেকে? দেখছেন না, এই জন্যেই আমাদের দেশের যত ভাল ভাল ব্যবসা মাড়োয়ারী আর ভাটিয়া এসে একচেটে করে নিয়েছে! সামান্য এক লক্ষ টাকা ফেলতে যদি আপনার সাহস না হয়—

হেমন্ত। না না, সে কথা নয়—

গজানন। হিসেবনিকেশের কথা ভাবছেন? কোনও ভয় নেই, যতক্ষণ গজানন সিংগি বেঁচে আছে আপনার একটি পয়সা গরমিল হতে পারে না। একেবারে পাকা হিসেব তাদের দেখিয়ে দেব—বিশ্বাস না হয় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবেন।

অশনি প্রবেশ করিল। লম্বা দোহারা চেহারা; বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। চোয়াল ভারি, নাক উঁচু, গৌরবর্ণ—গোঁফদাড়ি কামানো, দেহে অতি সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি; পাঞ্জাবির ভিতর হইতে পেশী-পুষ্ট মজবুত দেহের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমন্ত হঠাৎ অশনিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

হেমন্ত। এই যে অশনি! গজাননবাবু, আমাদের কথাটা এখন থাক, আর এক সময় হবে।

অশনি। (উপবেশনপূর্ব্বক গজাননকে নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি কে?

হেমন্ত। উনি গজাননবাবু, একজন—ইয়ে ভদ্রলোক। তা গজানন-বাবু, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল কোন সময়ে আমাদের কাজের কথাটা হবে। কি বলেন?

গজানন। (সন্দিগ্ধভাবে অশনিকে নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি আপনার কে হন?

হেমন্ত। উনি আমার বন্ধু—অশনিবাবু।

গজানন। ও—বন্ধু! (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) মশায়ের কি কলকাতাতেই থাকা হয়?

অশনি। আপাতত তাই বটে।

গজানন। কি করা হয়?

অশনি। এমন কিছু নয়। স্কুলে মাষ্টারি করি, আর সময় অসময়ে বড়লোক বন্ধুর মনোরঞ্জন করি।

গজানন। ও—বুঝেছি। (অধর টিপিয়া একটু হাসিলেন)

হেমন্ত। আজ তা হলে—গজাননবাবু—

অশনি। তোমাদের কাজের কথা হোক না। আমি চুপটি করে বসে থাকব, দরকার না হলে একটি কথাও কইব না।

হেমন্ত। অশনি, চা খাবে? যাও না—ভেতরে যাও না—

অশনি। তুমি তো জান আমি চা খাই না।

হেমন্ত। ও—তাও তো বটে। আচ্ছা, একটা সিগারেট খাও।

অশনি। সিগারেটও খাই না। বিড়ি থাকে তো দিতে পার।

হেমন্ত। বিড়ি? বিড়ি তো নেই—

গজানন। এই নিন—আসুন—(বিড়ি প্রদান)

অশনি। ধন্যবাদ—এবার আপনাদের কাজের কথা আরম্ভ হোক।

গজানন। হ্যাঁ কথা হচ্ছিল—প্রথম অন্তত এক ডজন ঘোড়া কিনে ষ্টেবল আরম্ভ করে দিন। আমার জানত গুটিকয়েক ঘোড়া আছে; ঘোড়া নয় মশায়, একেবারে পক্ষীরাজ। সেই কটাকে যদি কোন রকমে জোগাড় করতে পারি—ব্যস্, কাজ ফতে!

অশনি। হেমন্ত, তুমি ঘোড়া কিনবে নাকি?

হেমন্ত। হ্যাঁ এই—ভাবছিলুম—

অশনি। এবার কি ছ্যাকড়া গাড়ির ব্যবসা আরম্ভ হবে?

গজানন। মশাই, আপনিও দেখছি একেবারে গোলা লোক। ছ্যাকড়া গাড়ি নয়—রেসের ঘোড়া! বুঝলেন?

অশনি। ও—রেসের ঘোড়া! তাই বলুন। তা হলে এখন রেসের ব্যবসার পরামর্শ চলছে। আপনি বুঝি হেমন্তকে এক ডজন ঘোড়া বিক্রি করতে চান?

গজানন। না, আমার নিজের ঘোড়া নেই, তবে আমি কিনিয়ে দিতে পারি। আমি ঘোড়া চিনি।

অশনি। হুঁ! শুধু ঘোড়া নয়, গাধাও যে চেনেন তার পরিচয় পাচ্ছি। কিন্তু আপনার অত জ্ঞান অপব্যয় করবার দরকার নেই। হেমন্ত যদি ঘোড়া কিনতেই চায় আমি কিনে দিতে পারব।

গজানন। আপনি? আপনি তো মাষ্টারি করেন—ঘোড়ার আপনি জানেন কি মশায়?

অশনি। জানি না বিশেষ কিছু। তবে মাঝে মাঝে চাবুকের ব্যবসা করে থাকি, এইটুকুই যা ভরসা।

গজানন। চাবুকের ব্যবসা! (উচ্চ হাস্য) যান যান মশাই, আপনি হাসালেন। ঘোড়া কেনা আপনার কর্ম্ম নয়! চাবুকের ব্যবসা! আপনাকে ওয়েলার ঘোড়া কিনতে দিলে আপনি বেবাক্ ফক্রে ঘোড়া কিনে বসে থাক্‌বেন। হাঃ হাঃ হাঃ! ঘোড়া কেনা যার তার কাজ নয় মশাই, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। রীতিমত অভিজ্ঞতা চাই।

অশনি। তা চাই বৈ কি!

গজানন। আপনার কি অভিজ্ঞতা আছে যে ঘোড়া কিনবেন বলছেন?

অশনি। কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সত্য কথা বলতে আজ পর্য্যন্ত আমি একটাও ঘোড়া কিনি নি।

গজানন। তবে? ঘোড়া অমনি কিনলেই হল? আপনার মতলব আমি বুঝেছি; আপনি ভাবছেন ভালমানুষ বন্ধুকে যা হোক একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে—হেঁ হেঁ—

ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপিলেন

অশনি। গজাননবাবু, আমার ভালমানুষ বন্ধুকে যা বোঝাবার তা আমি বোঝাবোই, আপনি আটকাতে পারবেন না! কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আমি ঘোড়া চিনি নে বটে, কিন্তু ঘোড়েল চিনি।

গজানন। তার মানে ?

অশনি। তার মানে আপনাকে আমি চিনেছি (উঠিয়া আসিয়া গজাননের কর্ণধারণপূর্ব্বক) এইবার আপনাকে উঠতে হবে।

গজানন। (চীৎকার করিয়া) ছাড়ুন ছাড়ুন—আরে মশায়, জ্বলন্ত বিড়িটা কানের মধ্যে পূরে দিয়েছেন যে—

হেমন্ত। অশনি, কি করছ ? ভদ্রলোক—

অশনি। তুমি থাম। গজাননবাবু, ঐ দরজা খোলা রয়েছে, সোজা বেরিয়ে যান। আর যদি কখনও এ বাড়িতে মাথা গলান তা হলে জ্বলন্ত বিড়ির চেয়েও সাংঘাতিক জিনিস আপনার কানে প্রবেশ করবে।

কান ছাড়িয়া দিল

গজানন। আচ্ছা, আমিও গজানন সিংগি—দেখে নেব—

অশনি। (সহসা গর্জ্জন করিয়া) চোপ রও—

গজানন লাফাইয়া প্রস্থান করিল

(ফিরিয়া বসিয়া) এ মহাপুরুষটিকে কবে জোগাড় করলে ? আগে তো দেখি নি।

হেমন্ত। এ তোমার ভারি অন্যায় অশনি !

অশনি। অন্যায়টা কোন্‌খানে দেখলে ?

হেমন্ত। ভদ্রলোককে অপমান করার কি দরকার ছিল ?

অশনি। অপমানের একটা কথাও তো আমি বলি নি, শুধু ভদ্রলোকের কানটি ধরে তাড়িয়ে দিয়েছি মাত্র। এমন কি যে বিড়িটি তিনি আমায় দিয়েছিলেন সেটি পর্য্যন্ত তাঁকে ফেরত দিয়েছি।

হেমন্ত। তোমার গায়ে যে জোর আছে, তুমি যে দু' বেলা ডাম্বেল ভাঁজ সেটা সদাসর্ব্বদা লোককে দেখাতে চাও ?

অশনি। তাতে দোষটা কি? আমাদের দেশের লোক নিজের রুগ্ন দুর্ব্বলতা দেখিয়ে পরের কৃপা ভিক্ষা করতে ভালবাসে—সেইটেই কি ভাল? ও কথা থাক। কিন্তু তোমাকে নিয়ে তো আমার ভারি মুস্কিল হল দেখছি। তুমি যদি একটু সুবিধে পেলেই লাখ টাকা ভেঙে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করে দাও, তা হলে তো মহা বিপদ!

হেমন্ত। (অস্থিরভাবে) দেখ অশনি, তুমি এমনভাবে কথা বল—যেন আমি একটা পাঁচ বছরের শিশু আর তুমি আমার অভিভাবক। আমি যদি ব্যবসাই করি তাতে তোমার বিপদটা কি শুনি?

অশনি। আমার বিপদ এই যে, ভগবান আমাকে কর্ত্তব্যজ্ঞান দিয়েছেন আর তুমি আমার বন্ধু। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা তোমার জন্যে অনেক বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব রক্ষা করবার উপযুক্ত বিষয়বুদ্ধি তোমাকে দেন নি। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সে ভার নিতে হয়েছে।

হেমন্ত। ওঃ—আমার বিষয়বুদ্ধি নেই, আর তুমি বিষয়বুদ্ধির জাহাজ। সেইজন্যেই বুঝি বিলেত থেকে আই. সি. এস. পাশ করে এসে একশো টাকা মাইনের মাষ্টারি করছ?

অশনি। সেটা বিষয়বুদ্ধির অভাবে নয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়। বিষয়বুদ্ধির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে, সেটা দেশাত্মবোধ। আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হত—তাই এ কাজ নিয়েছি।

হেমন্ত। অর্থাৎ তুমি একজন মস্ত দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ!

অশনি। মহাপুরুষ কি না বলতে পারি না, কিন্তু দেশপ্রেমিক তো বটেই। দেশের প্রতি প্রেম আমার এত বেশি যে গরীব দুঃখী তো

দূরের কথা, বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলোর জন্যেও আমার প্রাণ কাঁদে। আচ্ছা হেমন্ত, ঐ লোকটা যে নির্জ্জলা জোচ্চোর, তোমার মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাবার মতলব করেছিল—এ সন্দেহও তোমার হয় নি ?

হেমন্ত। না। এবং তোমারই বা সে সন্দেহ হল কি করে তাও বুঝতে পারছি না।

অশনি। কি আশ্চর্য্য হেমন্ত! ও লোকটা যে জোচ্চোর তা ওর সর্ব্বাঙ্গে নামাবলির মত ছাপমারা রয়েছে যে! তোমার কি চোখও নেই ?

হেমন্ত। চোখ আমার আছে। তবে তোমার মত দিব্যচক্ষু নেই, তা স্বীকার করছি।

অশনি। ঘোড়ার ব্যবসা শুনেও তোমার সন্দেহ হল না ?

হেমন্ত। ঘোড়ার ব্যবসায় সন্দেহের কি আছে ? অনেক বড় বড় লোক ঘোড়ার ব্যবসা করে থাকেন! দি আগা খাঁ—

অশনি। দি আগা খাঁর কথা ছেড়ে দাও—তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ; তাঁর মত বিষয়বুদ্ধি যদি দেশের শতকরা একজনের থাকতো তা হলে দেশের বরাত ফিরে যেত। কিন্তু তুমি ঘোড়ার ব্যবসা, হাতীর ব্যবসা যা করবে তাতেই যে লোকসান হবে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন ?

হেমন্ত। বুঝতে পারছি না যেহেতু বোঝবার মত একটিও কারণ তুমি দেখাতে পার নি। (হঠাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) আমি ঘোড়ার ব্যবসাই করব। ব্যস, এই বলে দিলুম।

অশনি। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ঘোড়ার ব্যবসাই করবে ? ছাড়বে না ?

হেমন্ত। না।

অশনি। বেশ, আমিও তা হলে বলে দিলুম, তুমি যেদিন ঘোড়া কিনবে সেইদিনই আমি গুলি করে তোমার সব ঘোড়া সাবাড় করে দেব।

হেমন্ত। সব তাতেই তোমার জবরদস্তি! আমি কি তা হলে কিছুই করব না? কেবল চুপটি করে ঘরের মধ্যে বসে থাকব?

অশনি। কেন, বিয়ে কর না! বাঙালীর ছেলের তার চেয়ে বড় বাণিজ্য আর কি আছে? বছর বছর একটি করে মুনাফা পাবে।

হেমন্ত। ছি অশনি, তুমি যে ক্রমে অশ্লীল হয়ে উঠছ!

অশনি। কি করব বল? আমি দেখেছি, মনের কথাটি স্পষ্ট করে বলতে গেলেই অশ্লীল হয়ে পড়ে।

হেমন্ত। সে যা হোক, তুমি তা হলে আমাকে ঘোড়ার ব্যবসা করতে দেবে না?

অশনি। শুধু ঘোড়া কেন, কোনও ব্যবসাই করতে দেব না। তোমার ধাতে ব্যবসা সইবে না।

হেমন্ত। (হতাশভাবে সোফায় শুইয়া পড়িয়া) বেশ, আমার যখন স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করবার অধিকার নেই, তখন কি কাজ করব তুমিই বল।

অশনি। বলছি তো বিয়ে কর। বিয়ে করবার উপযুক্ত বুদ্ধি তোমার হয়েছে এমন কথা বলছি না, কিন্তু বয়স হয়েছে। আজ এই কথাটা বলবার জন্যেই এতরাত্রে এসেছিলুম। তোমার জন্যে পাত্রী দেখছি। বাঙালীর মেয়েরা শুনেছি বুদ্ধিমতী, তোমার ভাগ্যে যিনি পড়বেন, তিনি হয় তো তোমাকে এবং তোমার বিষয়সম্পত্তিকে কোনমতে বজায় রেখে চলতে পারবেন। আমি তো আর চিরকাল তোমাকে আগলে নিয়ে বেড়াতে পারব না।

হেমন্ত। আমি এখন বিয়ে করব না।

অশনি। কেন? বাঙালীর ছেলে, বিবাহে অরুচি কেন?

হেমন্ত। আমি যদি বিয়ে করি, কোনও শিক্ষিতা মেয়েকে ভালবেসে, তার ভালবাসা পেয়ে তবে বিয়ে করব—তার আগে নয়!

অশনি। কোন শিক্ষিতা মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে এই ভরসায় যদি থাক, তা হলে তোমার বিয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখছি না।

হেমন্ত। তুমি মনে কর—কোন শিক্ষিতা মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারে না?

অশনি। তোমার টাকাকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হেমন্ত। তারা বুঝি কেবল তোমার মত একটি পালোয়ানকে ভালবাসতে পারে?

অশনি। (হাসিয়া) আরে না—আমি একেবারেই ভালবাসার অযোগ্য। তোমার তবু টাকা আছে, আমার যে তাও নেই।

হেমন্ত। তার মানে শিক্ষিতা মেয়েরা টাকাই ভালবাসে! তাদের সম্বন্ধে তোমার এত বিশ্রী ধারণা কেন?

অশনি। আমার ধারণা বিশ্রী কি সুশ্রী জানি না, কিন্তু অনেক দিন বিলেতে থেকে আমার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

হেমন্ত। বিলেতের সব শিক্ষিতা মেয়েই টাকা চায়?

অশনি। শতকরা নিরেনব্বই জন।

হেমন্ত। তোমার বিশ্বাস আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরাও সেইরকম?

অশনি। তা বলতে পারি না। তাদের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করবার আমার সুযোগ হয় নি, তবে দূর থেকে যতদূর দেখেছি, তাদের চালচলন আমার ভাল লাগে না।

হেমন্ত। তাদের চালচলনে নিন্দনীয় কি আছে?

অশনি। মেয়েদের অতটা স্বাধীনতা আর বেপরোয়া ভাব আমার পছন্দ হয় না।

হেমন্ত। তুমি তাদের বোরকা ঢাকা দিয়ে রাখতে চাও? বিলেত গিয়ে তোমার মনের বিশেষ উন্নতি হয় নি দেখছি—বরং গোঁড়ামি আরও বেড়েছে।

অশনি। তা স্বীকার করি। নানা দেশ ঘুরে, নানা আচার-ব্যবহার দেখে গোঁড়ামির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরেছি।

হেমন্ত। তা হলে এবার টিকি রেখে হরিনামের মালা জপতে সুরু করে দাও—আর কি?

অশনি। আদর্শ রক্ষা করবার জন্যে টিকি অথবা হরিনামের মালা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি না। ও দুটো আদর্শের প্রতীক মাত্র—আদর্শ নয়। দুর্গের মাথায় যেমন পতাকা ওড়ে টিকিও তেমনই—দুর্গটা কার দখলে আছে এই খবরটা সে জানিয়ে দেয়। টিকি না থাকলে মানুষটার কোনও ক্ষতি হয় না। বেদান্ত বলেছেন—শিখা নষ্টে শিখী নষ্টঃ পুরুষো অনষ্টঃ। যাক, বাজে কথায় অনেক রাত হয়ে গেল, আজ আমি উঠলুম। তোমার জন্যে একটি ভাল দেখে পাত্রী শিগগির খুঁজে বার করব। অবশ্য একেবারে ক-অক্ষর গো-মাংস হবে না, কিছু কিছু লেখাপড়া জানবে—

বাহিরে রাস্তায় হঠাৎ গণ্ডগোল শোনা গেল ও রমণীকণ্ঠের চীৎকার উঠিল

কিসের গণ্ডগোল—

প্রস্থান

হেমন্ত। (সোফায় উঠিয়া বসিয়া) তাই তো। এতরাত্রে আবার চেঁচামেচি কিসের? মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ মনে হল! দেখি, আবার অশনি হয় তো এখনই মারামারি আরম্ভ করবে! নিধিরাম!

মন্দা ও ঊর্ম্মিলাকে লইয়া অশনি প্রবেশ করিল। মন্দার বয়স আঠারো-উনিশ; ছোটখাট মোলায়েম গড়ন; সুন্দরী না হইলেও মুখে চোখে বেশ একটি শ্রী আছে। বর্ত্তমানে তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত—হাঁটু কাঁপিতেছে; সে যেন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। ঊর্ম্মিলা মন্দার চেয়ে দু-এক বছরের বড়। দীর্ঘাঙ্গী, গৌরী ও সুন্দরী—চুল স্বভাবতই ছোট কিম্বা বিলাতি ফ্যাশান অনুযায়ী কাঁধ পর্য্যন্ত ছাঁটা—তাহা বুঝা যায় না। সে মন্দার মত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পড়ে নাই, তবু তাহার ঠোঁট দুটিও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহাদের দুইজনেরই পরিধানে মূল্যবান বারাণসী শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি

হেমন্ত। একি! এ যে দুটি মহিলা!

অশনি। আপনারা বসুন।

উভয়ে উপবেশন করিল

কি হয়েছিল?

ঊর্ম্মিলা। আমরা একটা পার্টি থেকে ফিরছিলুম। এখানে এসে হঠাৎ ট্যাক্সির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়—

মন্দা। না দিদি, ড্রাইভারটা ইচ্ছে করে ট্যাক্সি থামিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

অশনি। অসম্ভব নয়। ট্যাক্সি ড্রাইভারটার সঙ্গে বোধহয় গুণ্ডাদের ষড় ছিল।

ঊর্ম্মিলা। কি জানি! তা সে যাই হোক্, ড্রাইভারটা বনেট খুলে ইঞ্জিন দেখতে লাগল, আর কোথা থেকে একদল লোক এসে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগল; তারপর আমাদের গাড়ি থেকে নামতে বললে।—মন্দা, তোর খুব ভয় হয়েছিল—না?

মন্দা। উঃ—কি ভয় হয়েছিল! এই দেখ, এখনও আমার হাত কাঁপছে—

হেমন্ত। আপনাদের দু পেয়ালা চা তৈরী করিয়ে দিই। অন্য ষ্টিমুল্যাণ্ট তো কিছু বাড়িতে নেই। দশ মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে। নিধিরাম!

উর্ম্মিলা। না না—এতরাত্রে তার দরকার নাই। মন্দা, তুই কি বড্ড ফেন্ট ফীল করছিস? তা হলে যদি এক শিশি স্মেলিংসল্ট পাওয়া যেত—

হেমন্ত। আছে বৈকি—এই যে—

হেমন্ত শিশি আনিয়া দিল—মন্দা তাহা শুঁকিতে লাগিল

অশনি। তারপর?

উর্ম্মিলা। তারপর হঠাৎ একটা লোক মন্দার হাত ধরে টান দিলে—মন্দা চীৎকার করে উঠল—

মন্দা। মা গো! (চক্ষু মুদিয়া শিহরিয়া উঠিল)

উর্ম্মিলা। ঠিক সেই সময় আপনি গিয়ে পড়লেন। আপনি সে সময় না গেলে আমাদের যে কি হত তা জানি না!

অশনি। (ভ্রূবদ্ধ ললাটে) গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছনা হত, আর কি? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনাদের সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিল না কেন?

উর্ম্মিলা। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) পুরুষ অভিভাবক? আমাদের সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক কোন দিনই থাকে না—আজও ছিল না।

অশনি। ও—আপনারা তা হলে খাঁটি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু গুণ্ডার হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করবার শক্তি যখন নেই, তখন একজন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নেওয়া নিরাপদ নয় কি?

উর্ম্মিলা। এরকম ঘটনা যে কলকাতা শহরে ঘটতে পারে তা আমরা কল্পনা করি নি।

অশনি। রাত দুপুরে যদি ট্যাক্সিতে চড়ে শহরে ঘুরে বেড়ান, তা হলে—এর চেয়ে বেশি আর কি প্রত্যাশা করেন? সহরটা তো স্রেফ সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়।

উর্ম্মিলা ক্ষণকাল সবিস্ময়ে অশনির দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল

উর্ম্মিলা। মাফ করবেন, আপনিই কি এ বাড়ির গৃহস্বামী?

অশনি। না, ইনি—(অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল)

উর্ম্মিলা। (হেমন্তকে) বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এবার অনুগ্রহ করে যদি একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দেন তা হলে আমরা বাড়ি ফিরতে পারি। রাত অনেক হয়েছে।

মন্দা। দিদি, আবার ভাড়াটে গাড়িতে চড়বে?

হেমন্ত। না না, তার দরকার নেই, আমি নিজের গাড়িতে আপনাদের বাড়ি পৌছে দিচ্ছি। নিধিরাম, কেষ্টকে ক্রাইস্লারখানা বার করতে বল্।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

উর্ম্মিলা। ওঠ মন্দা! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া অশনিকে) আপনাকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অশনি। কর্ত্তব্য করার জন্যে ধন্যবাদ আমি গ্রহণ করি না।

উর্ম্মিলা অধর দংশন করিল

কিন্তু আপনাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হবেন। আপনাদের ফোন নম্বরটা পেলে বাড়িতে ফোন করে দিতে পারি।

উর্ম্মিলা। (নীরস স্বরে) তার দরকার নেই। বাড়িতে কেবল বাবা আছেন; তিনি আমাদের জন্যে অকারণে উদ্বিগ্ন হন না।

অশনি। সেটা সহজেই কল্পনা করতে পারি।

উর্ম্মিলা ক্রুদ্ধ চোখে ফিরিয়া দাঁড়াইল

হেমন্ত। (তাড়াতাড়ি) আসুন—আসুন, গাড়ি এসে গেছে—

সকলে প্রস্থান করিল। অশনি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জোড়াসাঁকোর একটি সঙ্কীর্ণ কাণা গলির শেষ প্রান্তে একটি দ্বিতল বাড়ি। দ্বিতলের একটি কক্ষে বহির্দ্বারের দিকে মুখ করিয়া গজানন ও আড্ডাধারী কেবলরাম দুইটি টুলের উপর বসিয়া আছে। কেবলরাম মোটা, লম্বা চেহারা, হাঁটু পর্য্যন্ত রঙীন পাঞ্জাবি, চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ। সে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কানে পায়রার পালক দিতেছে। গজানন খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছে

ইহাদের পশ্চাতে খোলা দরজা দিয়া আর একটি ঘরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; সেখানে নানা প্রকার জুয়া চলিতেছে। তাসের জুয়াই বেশি; প্রায় নিঃশব্দে খেলা চলিতেছে। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি

কেবলরাম। (কানে কাঠি দিতে দিতে) তাই তো খুড়ো, অমন শিকারটা ফস্কে গেল!

গজানন। (হুঁকা টানিতে টানিতে) হুঁঃ—

কেবলরাম। তুমি ঝানু লোক বলে তোমাকে কাজটা দিলুম, আর তুমিই ভেস্তে দিলে?

গজানন। আরে বাবা, আমি ভেস্তে দিলাম, না সেই শালার ব্যাটা শালা বন্ধু এসে সব মাটি করে দিলে! আমি তো বাগিয়ে এনেছিলাম, কোত্থেকে এসে শালা কানের মধ্যে এমন বিড়ি পুরে দিলে যে কানটা একেবারে বোদা মেরে গেছে।

কেবলরাম। খুড়ো, তুমি একজন পরিপক্ক প্রবীণ খেলোয়াড় হয়ে এমন গাধামি করলে কেন, আমি শুধু তাই ভাবছি!

গজানন। গাধামিটা কোথায় দেখ্‌লে?

কেবলরাম। গাধামি নয় তো কি? এ সব কাজ কি ঢাক পিটিয়ে হয়? বন্ধু আসবামাত্র কথাটা ঢোক গিলে যেতে পারলে না? এ দিকে

বলছ, বন্ধুকে দেখে সে নিজেই কথা চাপা দেবার চেষ্টা করছিল—তুমিও গুম খেয়ে গেলে না কেন? তারপর তাক বুঝে আর এক সময় মাছ গেঁথে একেবারে ডাঙায় তুলতে!

গজানন। আরে, সে ব্যাটা যে সত্যিকারের বন্ধু তা কি জানতাম? মাষ্টারি করে, বড়লোকের বাড়িতে এসে আড্ডা মারে—ভেবেছিলাম ব্যাটা মোসায়েব।

কেনারাম প্রবেশ করিল। সে কুব্জদেহ ঝাঁকড়া-চুলবিশিষ্ট যুবক।
প্রধানত আড্ডার দ্বার রক্ষা করাই তাহার কাজ

কেনারাম। মাড়োয়ারী আসচে।

কেবলরাম। আসুক। কাল জিতে গেছে কিনা, আজ তো আসবেই। বনমালীকে বলে দাও, আজও যেন ওকে জিতিয়ে দেয়। এখন আরও দু দিন খেলুক, তারপর একেবারে সাপটে নেওয়া যাবে।

কেনারাম। যে আজ্ঞে—

ভিতরের দিকে প্রস্থান

একজন মাড়োয়ারী প্রবেশ করিলেন, গায়ে সার্টিনের কালো কোট মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ী

কেবলরাম। আসুন, আসুন শেঠজি।

মাড়োয়ারী। রাম রাম কেওলারামবাবু। আজ খেল চলছে?

কেবলরাম। চলছে বৈকি। আজও খেলবেন নাকি? কাল তো আপনি সকলকে ফরসা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মাড়োয়ারী। হাঁ হাঁ—কাল কুছু বাজি জিৎলো। আজভি কোশিস্ করবে—দেখে ক্যা হোয়।

কেবলরাম। কেয়া আর হবে—জিতবেন। আপনার টাকার বরাত শেঠজি!

মাড়োয়ারী। (হাস্য) হা হা—আপনে ঠিক বোলছেন কেওলারাম-বাবু। রূপিয়া ত হাম বহুৎ উপায় করলো—ঘিউমে—তিসিমে—কোয়লামে—যাতে হাঁথ দিলো বিশ-পঁচাশ হাজার বানিয়ে নিলো। অব দেখে জুয়ামে কুছু আমদানি হোয় কি না। আজ খেলাড়ী সব জমছে?

কেবলরাম। খেলোয়াড় জমেছে বটে কিন্তু আপনি না হলে কি খেলা জমে শেঠজি! এখন চুনোপুঁটির খেলা চলছে, আপনি গেলে তবে না আসর গরম হবে! যান যান, আপনার জন্যে সবাই পথ চেয়ে আছে।

মাড়োয়ারী। হাঁ—যাচ্ছে—

ভিতরের দিকে প্রস্থান

কেবলরাম নির্লিপ্তভাবে কানে কাঠি দিতে লাগিলেন

গজানন। তা যা কথা হচ্ছিল। সে শালা ইস্কুলমাষ্টার যে একেবারে প্রাণের বন্ধু তা কি করে জানব বল! এমন ভিজে বেরালটির মত এসে বসল—

কেবলরাম। খুড়ো, আসল বন্ধু আর মোসায়েবের তফাৎ যদি এক নজরে বুঝতে না পার, তা হলে এ কাজে নেমেছ কেন? তোমাকে দিয়ে দেখছি আর আমার কাজ চলবে না—বয়স বেড়ে তোমার আক্কেল ক্রমেই তামাদি হয়ে যাচ্ছে। আজকাল বোধ হয় কোকেনের মাত্রা চড়িয়ে দিয়েছ—না?

গজানন। (কর্কশ স্বরে) কে বলে? কোন্ শালা বলে?

কেবলরাম। খুড়ো!

কেবলরাম গজাননের দিকে তাকাইল; সেই বিষাক্ত সর্পদৃষ্টির সম্মুখে গজানন কুঁকড়াইয়া গেল

গজানন। না না, বাবা কেবলরাম—এই বল্‌ছিলুম—এই কথার কথা বলছিলুম—কোকেন তো আমি খাই না বাবা—মাঝে মাঝে এক আধ চিমটি—

কেবলরাম। হুঁসিয়ার খুড়ো! (পুনরায় কানে কাঠি দিতে দিতে) খোদন সরকার একবার আমার সামনে বেয়াদপি করেছিল, তার কি হল মনে আছে তো?

গজানন। (কম্পিত স্বরে) আমি—আমি—; কেবলরাম, আমায় মাপ কর বাবা, অপরাধ হয়ে গেছে। ঐ জমিদারের ছেলেটাকে আমি যে করে পারি পটিয়ে আনব—তুমি ভেবনা বাবা। আর ঐ শালা মাষ্টারকে—

কেনারাম প্রবেশ করিল

কেনারাম। অক্ষয়বাবু আসছে।

কেবলরাম। সেই মাতালটা?

কেনারাম। হ্যাঁ—দরজা বন্ধ করে দেব?

কেবলরাম। না, আসতে দাও, নইলে দোর ঠেলাঠেলি করে হাঙ্গাম বাধাবে।

কেনারাম প্রস্থান করিল

টলিতে টলিতে অক্ষয় প্রবেশ করিল

অক্ষয়। (কেবলরামের পদতলে একটি নোট রাখিয়া) এই রাখলুম—চলে এস আড্ডাধারি!

কেবলরাম। অক্ষয়বাবু, আপনি মদ খেয়েছেন, আজ খেলবেন না।

অক্ষয়। খেলব না? আলবৎ খেলব। আজ বাঘের খেলা খেলব; বৌয়ের তাবিজ বাঁধা দিয়ে একশো টাকা এনেছি। চলে এস—আজ এস্পার কি ওস্পার!

গজানন। (জনান্তিকে কেবলরামকে) বেটা বেহুঁস মাতাল হয়েছে; নোটটা কেড়ে নিয়ে কান ধরে তাড়িয়ে দাও—জানতেও পারবে না।

কেবলরাম। চুপ কর। অক্ষয়বাবু, আজ আমাদের খেলা হচ্ছে না, আপনি বাড়ি যান।

অক্ষয়। খেলা হচ্ছে না কি বাবা? সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি! ঐ যে পাশের ঘরে বাবুগুলি সারি সারি বসে রয়েছেন—শেঠজির গেরুয়া পাগড়িও দেখছি ওঁরা কি বাবা জপে বসেছেন? তবে আমিও জপে বসি গে।

ভিতরের দিকে প্রস্থান

কেবলরাম। জাহান্নামে যাও! যত সব ফোতো কাপ্তেনের দল! মাগের গয়না বাঁধা দিয়ে জুয়া খেলতে এসেছেন! ছুঁচো কোথাকার!

গজানন। যাক গে যাক গে, ওসব ছুঁচো প্যাঁচার কথা ছাড়ান দাও, বাবা কেবলরাম। পিঁপড়ের পালক উঠেছে—দুদিন উড়ুক—তারপর পালক খসে গেলেই আবার যে পিঁপড়ে সেই পিঁপড়ে।

কেবলরাম। তুমি বোঝ না খুড়ো। এই সব পুঁটে খেলোয়াড়েরাই আমাদের ব্যবসার বদনাম করে। যারা মালদার লোক তারা দু-চার হাজার হেরে বেবাক ঢোক গিলে যায়—কীল খেয়ে কীল চুরি করে। কিন্তু এই এরা—যারা মাগের গয়না বিক্রি করে বরাত ফেরাতে আসে—এরা দু পয়সা হারলে এমন চেঁচামেচি সুরু করে দেয় যে চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়।

গজানন। তা তো বটেই রে বাবা, কিন্তু উপায় কি? ওদের ট্যাঁকে যতক্ষণ একটি পয়সা থাকবে ততক্ষণ ওরা খেলবেই। সেই জন্যেই তো বলছিলুম—থাক্ গে। এখন কথা হচ্ছে—সেই হেমন্ত ছোঁড়াকে বাগানো যায় কি করে? আমি না হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখি—কি বল? বেশ ভিজিয়ে এনেছিলুম—এখনও চেষ্টা করলে হয় তো—

কেবলরাম। ওদিক দিয়ে আর কিছু হবে না। এখন অন্য রাস্তা ধরতে হবে। দেখি যদি কোনও ফিকিরে আড্ডায় ফাঁসাতে পারি।

ভিতর দিক হইতে অক্ষয় প্রবেশ করিল

অক্ষয়। কুছ পরোয়া নেই! আবার খেলব; এখনও বৌয়ের চুড়ি আছে।—আড্ডাধারি, দশটা টাকা ধার দেবে বাবা? কালই ফেরত দেব।

কেবলরাম। অক্ষয়বাবু, আপনি বাড়ি যান। এখানে ধার দেবার রেওয়াজ নেই।

অক্ষয়। দেবে না?

কেবলরাম। না।

অক্ষয়। কুছ পরোয়া নেই—বৌয়ের গয়না আছে—

টলিতে টলিতে প্রস্থান

গজানন। হ্যা হ্যা—কিন্তু বেশি দিন থাকছে না।

কেবলরাম। হতভাগা! চুলোয় যাক।—খুড়ো, তুমি এবার খুড়ির কাছে যাও, আমি ততক্ষণ হেমন্ত ছোঁড়াকে ফাঁসাবার একটা মতলব বার করি।

কানে কাঠি দিতে দিতে অর্দ্ধমুদিত চক্ষে ভাবিতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

হেমন্তর প্রসাধন-কক্ষ। কাল অপরাহ্ণ। বৃহৎ আয়নাযুক্ত শিঙার-দেস্কের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হেমন্ত প্রসাধন করিতেছে। কামিজ খুলিয়া ফেলিয়া সিল্কের পাঞ্জাবি পরিধান করিল। তার পর গুনগুন শব্দে গান গাহিতে গাহিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিল

হেমন্ত। কোন্ নামটি বেশি মিষ্টি? মন্দা—না উর্ম্মিলা? উর্ম্মিলাই বেশি মিষ্টি! নাঃ—মন্দা। মন্দা—মন্দাকিনী মন্দালিকা। কিন্তু নাম যাই হোক, ওদের মধ্যে বেশি সুন্দরী কে? বলা বড় শক্ত। একটি যেন আধ-ফুটন্ত গোলাপের কুঁড়ি, আর অন্যটী যেন রজনীগন্ধার শীষ। না—ঠিক হল না—একটি চাঁপা, অন্যটি করবী। (মৃদুকণ্ঠে গান) সহসা ডালপালা তোর উতলা যে—ও চাঁপা, ও করবী! নিধিরাম!

নিধিরাম। আজ্ঞে—

নিধিরাম প্রবেশ করিল

হেমন্ত। জুতো—

নিধিরাম জুতা আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল

এটা নয়, অমৃতশরী মখমলের নাগরা দাও।

নিধিরাম। আজ্ঞে—

নাগরা আনিয়া দিল

হেমন্ত। (নাগরার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) উঁহু—এটা নয়, গ্রীশিয়ান স্যাণ্ডাল জোড়া দাও।

নিধিরাম। আজ্ঞে—(তথাকরণ)

হেমন্ত। বেশ! কেষ্টকে মিনার্ভাখানা নামাতে বল!

নিধিরাম প্রস্থান করিল

এখনও সময় আছে; ক্লাবে একবার ব্রিজ খেলে যাওয়া চলবে। একটু আগে বেরিয়ে পড়াই ভাল। এখনি অশনি এসে পড়বে—ওদের বাড়ীতে যাচ্ছি শুনলে হয় তো বাগড়া দেবে। সব তাতে ঝগড়া দেওয়া অশনির একটা অভ্যাস। ভদ্রমহিলারা নেমন্তন্ন করেছেন, না যাওয়াটা কি ভাল দেখায়! আর যাব নাই বা কেন? শিক্ষিতা মেয়ে সম্বন্ধে অশনির কুসংস্কার থাকতে পারে, আমার নেই। শিক্ষিতা মেয়েদের আমি ভালবাসি—মানে—পছন্দ করি। এরা দুটি বোন্ কি চমৎকার শিক্ষিতা! আচ্ছা—এদের মধ্যে যদি একটিকে আমি ভালবেসে ফেলি। কোন্‌টিকে ভালবাসব! আর—আর ওরা কেউ যদি আমাকে ভালবাসে? তা হলে বেশ মজা হয় কিন্তু। নাঃ, মহিলাদের সম্বন্ধে এসব কথা ভাবা উচিত নয়। ওরা বোধ হয় সহোদর বোন। চেহারায় কিন্তু একটুও মিল নেই। একটি চাঁপার কলি—অন্যটি রক্তকরবী! (মৃদুগুঞ্জনে) ও চাঁপা, ও করবী!

নিধিরাম। (প্রবেশ করিয়া) গাড়ী সদরে এসেছে।

হেমন্ত। আচ্ছা—

ছড়ি লইয়া গুঞ্জন করিতে করিতে প্রস্থান

অতঃপর নিধিরাম ঘরের বিশৃঙ্খলা অপনোদনে প্রবৃত্ত হইল। জুতা সরাইয়া যথাস্থানে রাখিল; পরিত্যক্ত কামিজটা মেঝেয় পড়িয়া ছিল, তাহার পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া টয়লেট টেবিলের উপর রাখিল, কামিজটা ধোপার বাড়ির বাক্সে ফেলিল। ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র ঝাড়িল। টয়লেট টেবিলের উপর এক কৌটা সিগারেট ছিল, তাহা হইতে কয়েকটা লইয়া পকেটে পুরিল। তারপর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর চিরুনি বুরুশ দিয়া কেশ-বিন্যাস করিতে লাগিল

নেপথ্যে। হেমন্ত! হেমন্ত!

নিধিরাম চিরুনি বুরুশ রাখিয়া সবেগে চারিদিকে ঝাড়ন চালাইতে লাগিল

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। হেমন্ত কোথায়?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি এইমাত্র বেরুলেন।

অশনি। এরই মধ্যে কোথায় বেরুল?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা তো জানি না।

অশনি। কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?

নিধিরাম। আজ্ঞে না—

পিছু হটিয়া নিধিরাম নিষ্ক্রান্ত হইল

অশনি। (অনিশ্চিতভাবে ঘরে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে) কোথায় গেল? এত সকাল সকাল তো কোন দিন বেরোয় না। আমি আসব জেনে তবু বেরিয়ে গেল! আবার কোনও নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের পরামর্শ হচ্ছে না কি? বড়মানুষ হবার ঐ সুখ, পরামর্শদাতা বন্ধুর অভাব হয় না। (টেবিলের উপর চিঠিখানা চোখে পড়িল)

খাম তুলিয়া লইয়া একটু ইতস্তত করিল, তারপর খুলিয়া পড়িল

মাননীয়েষু,

সেদিন আপনারা যে-বিপদ হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আর একবার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের ঋণ জীবনে ভুলিবার নয়। আজ সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া চা-পান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আপনার বন্ধুও আপনার সঙ্গে আসিলে সুখী হইতাম। কিন্তু তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া হয় তো কৃতজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। ইতি—

বিনীতা—শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

হুঁ—হেমন্তবাবু কোথায় গেছেন এবার বুঝতে পেরেছি। পাছে আমি যেতে না দিই তাই আগে থাকতে পালিয়েছে। উর্ম্মিলা দেবী কোন্‌টি? বড়টি নিশ্চয়। চিঠিতে আমাকে বেশ একটু খোঁচা দেওয়া হয়েছে দেখছি (ঈষৎ হাস্য) সে যা হোক্‌, কিন্তু এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ উপস্থিত হল যে! না হয় বিপদ থেকে উদ্ধার করাই হয়েছে, তাই বলে এত মাখামাখি কেন? মতলবটা কি? বন্ধুকে ফাঁদে ফেলবার মহৎ উদ্দেশ্য নেই তো? বলা যায় না—দুটি মহিলাই সুন্দরী, অন্তত চেহারার বেশ চটক আছে। তার ওপর শিক্ষিতা! নাঃ—বিশ্বাস করতে পারছি না। (পত্র দেখিয়া) প্রফেসর জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী—চিঠির শিরোনামায় ছাপা রয়েছে—ঠিকানা ল্যান্সডাউন রোড। কোন্‌ জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী নয় তো? কি জানি! মহিলা দুটি কি অধ্যাপক মহাশয়ের মেয়ে? হতেও পারে। (চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িল) না—তবু বিশ্বাস নেই। হেমন্ত এত সরল যে, এর ভেতর যদি কোনও কারচুপি থাকে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। পরের চিঠি পড়া উচিত নয়, কিন্তু এ চিঠিখানা পড়ে ভালই করেছি দেখছি—

নেপথ্যে। মাষ্টারমশাই আছেন?

অশনি। কে? কানাইয়ের গলা না?

নিধিরাম। (প্রবেশ করিয়া) একটি ছেলে আপনাকে খুঁজছে।

অশনি। কে, কানাই? এদিকে এস। কি খবর?

কানাই প্রবেশ করিল—খাকি হাফ-প্যাণ্ট ও কামিজপরা—বয়স আঠারো-উনিশ। স্বাস্থ্য-পূর্ণ দেহ; মনও সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের চিন্তায় মগ্ন

কানাই। আজ সন্ধ্যের সময় আমাদের ব্যায়াম সমিতির অধিবেশনে আপনার সভাপতি হবার কথা আছে সার্‌। আপনার বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম—আপনি নেই, তাই এখানে খুঁজতে এলুম।

অশনি। ঠিক তো, কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।

কানাই। তা হলে চলুন সার্, আর তো সময় নেই।

অশনি। কানাই, আজ তোমাদের সভার অধিবেশনে আমি থাকতে পারব না। একটা ভারি জরুরি কাজ আছে, এখনি বেরুতে হবে।

কানাই। কিন্তু আপনি না গেলে সভা যে একেবারে ভেস্তে যাবে সার্!

অশনি। না না, আর সকলে থাকবেন, তোমরা কোনও রকমে চালিয়ে নিও।

কানাই। আপনি যদি একবারটি গিয়ে দাঁড়াতেন সার্ তা হলেও অনেক কাজ হত। আজ আমাদের লাঠি খেলা আর কুস্তির একজিবিশন আছে।

অশনি। আচ্ছা—চল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারব না। আমার কাজটা বড় জরুরি।

কানাই। আচ্ছা সার্, পাঁচ মিনিটই থাকবেন।

অশনি। চল।

চিঠিখানা পকেটে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনের ড্রয়িং-রুম। চেয়ার, সোফা, টিপাই ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। এক পাশে একটি অর্গ্যান। সন্ধ্যাকাল। মন্দা একাকিনী ঘরময় এটা ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

মন্দা। (নিজ মনে) হেমন্তবাবু বোধ হয় খুব বড়মানুষ। ভাগ্যিস সেদিন ওঁর বাড়ির সামনেই ঐ কাণ্ড হল। চমৎকার লোক কিন্তু; নিজে মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আচ্ছা—ওঁর কি বিয়ে হয়েছে? বোধ হয় হয় নি—হলে সে রাত্রে নিশ্চয় স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। (আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া) আমি কালো—দিদি

আমার চেয়ে ঢের সুন্দর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভগবানের একটুও ওজন-জ্ঞান নেই। জ্যাঠামশায়ের এত টাকা তবু দিদি সুন্দর; আর আমি জ্যাঠার গলগ্রহ—বাবা এক পয়সা রেখে যেতে পারেন নি—আমি কালো! একটু সামঞ্জস্য থাকলে কী দোষ হত? (কিয়ৎকাল পরিক্রমণ করিয়া) নাঃ, কিছু ভাল লাগছে না। দিদি তো চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, আমি এখন কি করি—

মিউজিক টুলের উপর গিয়া বসিল, কিছুক্ষণ অন্যমনে বাজাইল ;
তারপর গাহিল—

মম মর্ম্মলীন গোপন ভালবাসা
তুমি জাগো।
মম সুপ্ত-প্রাণ-অন্তরতম আশা
তুমি জাগো॥
দীর্ঘ রজনী শেষে
উষসী-অরুণ বেশে
তুমি কূজনহীন কণ্ঠে ফোটাও ভাষা—তুমি জাগো॥
কম্পিত বন পূর্ণ-পুলক-ছন্দে।
জাগ্রত নব-বিশ্ব-ভুবন বন্দে॥
ফুল্ল যূথী বেলি
চাহে নয়ন মেলি ;
ঐ জাগে নলিনী সিক্ত-শিশির-বাসা
তুমি জাগো॥

পিছন হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রেমকুমারের আবির্ভাব। তাহার চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল কাবুলীর মত বব করা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও লেস্-যুক্ত পাঞ্জাবি। গায়ের রং কটা, কিন্তু অত্যন্ত পাংশু। চক্ষু কালিমামণ্ডিত। গলার কণ্ঠা উঁচু, গাল বসা। বয়ক্রম উনিশ-কুড়ি। সে কোমরে এক হাত রাখিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মন্দার পিছনে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। ক্রমে মন্দার গান শেষ হইল

প্রেম। ফ্রয়েড—একেবারে নির্জ্জলা ফ্রয়েড!

মন্দা। (চমকিয়া) কে? ও প্রেমকুমারবাবু! কতক্ষণ এসেছেন?

প্রেম। তা হবে পাঁচ মিনিট। আপনার গান শুনছিলাম পিছনে দাঁড়িয়ে। জানেন, আপনার গানের আগাগোড়া শুধু ফ্রয়েড!

মন্দা। সে আবার কি?

প্রেম। নাম শোনেন নি ফ্রয়েডের?

মন্দা। শুনেছি—আপনারই মুখে। কিন্তু তার কথা শোনবার আমার আগ্রহ নেই।

প্রেম। আগ্রহ না থাকলে চলবে কেন? পৃথিবীর সার বস্তু হচ্ছে ফ্রয়েড—জানেন তো?

মন্দা। না।

প্রেম। জানেন না? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

একটি সোফায় ভঙ্গিমাসহকারে এলাইয়া পড়িল

দেখুন, জীবনের মূল হচ্ছে 'সেক্স'! এইখানেই তার আরম্ভ আর এইখানেই তার শেষ। ফ্রয়েড বলেছেন—

মন্দা। (লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া) প্রেমকুমারবাবু, আমি ওসব বুঝতে পারি না। একটু বসুন—দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

প্রস্থানোদ্যতা

প্রেম। দরকার কি দিদির? আপনাকেই দিচ্ছি সব বুঝিয়ে; বসুন না—

মন্দা। না, আমার এখন বোঝবার সময় নেই। ঐ দিদি আসছে—(আত্মগতভাবে) বাবা বাঁচলুম! প্রেমকুমারবাবুটা এমন বেহায়া, একটু লজ্জা নেই! দিদির কাছেই ও জব্দ থাকে।

উর্ম্মিলা প্রবেশ করিল ; সোফায় লম্বমান প্রেমকুমারকে লক্ষ্য করিল না

উর্ম্মিলা। বাবা ল্যাবরেটারিতে আছেন, তাঁকে বলে এসেছি, খানিকক্ষণ পরে এসে যেন হেমন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। হেমন্তবাবুর আসতে আর দেরি নেই বোধ হয়। তুই এতক্ষণ কি করছিলি ?

মন্দা। প্রেমকুমারবাবু।

মস্তকের ইঙ্গিতে দেখাইল। উর্ম্মিলার মুখ অপ্রসন্ন হইল

উর্ম্মিলা। ও—আপনি কখন এলেন ?

প্রেম। বলতে পারি না তা। ঘড়ির কাঁটায় কি সময়ের পরিমাপ হয় ? মন্দা দেবীকে এতক্ষণ ফ্রয়েডের মূলতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলাম—

উর্ম্মিলা। (উপবেশন করিয়া দৃঢ় স্বরে) প্রেমকুমারবাবু, আপনার বয়স কত হল ?

প্রেম। বয়স ! কি আসে যায় বয়সে ? ফ্রয়েড বলেছেন, সদ্যোজাত শিশু স্তন্য পান করে যে আনন্দ পায় তাও যৌনানন্দ, আর গলিতদন্ত বৃদ্ধ গড়গড়ার নল টেনে যে আনন্দ পায় তাও—

উর্ম্মিলা। (আরক্ত মুখে) থাক্। মহিলাদের সামনে কোন্ জাতীয় আলোচনা ভদ্রতাসম্মত এ কি কেউ আপনাকে বলে দেয় নি ?

প্রেম। মহিলা ! জগতে মহিলা নেই—আছে শুধু নারী আর পুরুষ, আর আছে তাদের চির-অতৃপ্ত লিপ্সা—

উর্ম্মিলা। চুপ করুন প্রেমকুমারবাবু, ও প্রসঙ্গে আমাদের রুচি নেই। অল্পবয়সে কুশিক্ষা পেয়ে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

প্রেম। কুশিক্ষা ! জানেন আমার গুরু কে ? ফ্রয়েড। তিনি বলেছেন, মনের কথা গোপন করতে শিখেই মানুষ তুলেছে তার জীবনকে জটিল করে। পশুদের লজ্জা নেই—

উর্ম্মিলা। (প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে) আপনার পরীক্ষার আর দেরি কত ? এবার আই এ দেবেন তো ?

প্রেম। মানুষের জীবনে পরীক্ষা অতি তুচ্ছ জিনিস। জীবনের সার হচ্ছে—লিবিডো।

ঊর্ম্মিলা। আপনাকে আর কি বলব, কিন্তু আমি যদি আপনার অভিভাবক হতুম, তা হলে কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখতুম।

প্রেম। স্যাডিজম্। ওকে বলে স্যাডিজম্। ফ্রয়েডবর্ণিত সব লক্ষণই আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে! যে যাকে কামনা করে তাকে দৈহিক পীড়া দেবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।—জয়দেব—এমন কি কালিদাস পর্য্যন্ত একথা জানতেন।

ঊর্ম্মিলা। (অত্যন্ত রুষ্ট স্বরে) প্রেমকুমারবাবু, এত নোংরা মন নিয়ে যে আপনি ভদ্রসমাজে ঘুরে বেড়ান তা আমি জানতুম না। আপনার বয়স অল্প, যা বলছেন তার অর্থও বোধ হয় ভাল করে বোঝেন না—তাই আপনার এই ধার-করা পাকামি আমরা সহ্য করছি—

প্রেম। আপনার কথায় আমি ব্যথা পাচ্ছি। (উঠিয়া বসিয়া) আপনি একজন আধুনিকা তরুণী হয়ে বলতে পারলেন এ কথা? নোংরা? আমাদের কাছে নোংরা কিছু নেই! জানেন, প্রগতিশীল তরুণ আমি—

হঠাৎ জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন। বেঁটে মোটা—মাথার মধ্যস্থলে টাক, তাহা ঘিরিয়া অর্দ্ধপক্ব বাবরি, অনেকটা ডেভিড হেয়ারের মত চেহারা

জ্ঞানাঞ্জন। তুমি শূয়োর—একেবারে খাঁটি শূয়োর!

প্রেম। (চমকিয়া) কি বললেন?

জ্ঞানাঞ্জন। শূয়োর—তোমার মাথার গড়ন দেখে বুঝতে পারছি—তুমি শূয়োর। ঊর্ম্মিলা, দেখতে পাচ্ছ—খুলির গড়ন ঠিক শূয়োরের মত।

ঊর্ম্মিলা। যেতে দাও, বাবা—

জ্ঞানাঞ্জন। যেতে দেব কি? কখনই না। ছোকরা, তুমি আমার সঙ্গে ল্যাবরেটারিতে এস, তোমার খুলির ছাঁচ তুলে নেব। এতদিন

খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম—পাই নি। আজ পেয়েছি। তোমার খুলি দিয়েই আমার নতুন থিওরি প্রমাণ করব। এস—

প্রেম। আমি যাই—(পিছু হটিল)

জ্ঞানাঞ্জন। যাবে কি? এস—তোমার খুলি আমার চাই।

অগ্রসর হইলেন, প্রেমকুমার দ্রুত প্রস্থান করিল

আঁ্যা, পালাল? ঠিক তো—পালাবেই, ও যে শূয়োর!

উর্ম্মিলা। (হাসি চাপিয়া) প্রেমকুমারবাবুটি লোক ভাল নয়, অকালে অতিরিক্ত কুখাদ্য খেয়ে ওঁর অজীর্ণ হয়েছে—কিন্তু হাজার হোক উনি অতিথি তো! ওঁকে গালাগাল দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?

জ্ঞানাঞ্জন। গালাগাল! কি আশ্চর্য্য! আমি তো তাকে গালাগাল দিই নি—শুধু শূয়োর বলেছি। আমি একটা নতুন থিওরি বার করেছি তার মূলসূত্র হচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ইতর-জন্তুর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; কেউ কুকুর, কেউ বেরাল, কেউ ভালুক, কেউ উট। এই শ্রেণী-বিভাগের সুবিধা এই যে, একবার একটা লোককে কোনও পর্য্যায়ে ফেলতে পারলে আর ভাবনা নেই, তার চরিত্র জলের মত স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঐ ছোকরার মাথার গড়ন দেখেই বুঝলুম—ও শূয়োর, শূয়োরের মত কাদায় পাঁকে গড়াগড়ি দিতে ভালবাসে, তাতেই আনন্দ পায়!

মন্দা। সে কথা সত্যি।

উর্ম্মিলা। কিন্তু বাবা, সে কথা কি মুখের ওপর বলা উচিত। লোকে রাগ করবে যে!

জ্ঞানাঞ্জন। রাগ করবে কেন? এতে রাগ করবার কি আছে—এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। মানুষকে বাঁদরের বংশধর বললে তো কেউ রাগ করে না।

উর্ম্মিলা। তা করে না। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) কিন্তু ধর, তুমি যদি তোমার বন্ধু প্রফেসার জনার্দ্দন ঘোষকে বল যে তিনি একটি ওরাংওটাং, তা হলে কি তিনি রাগ করবেন না?

জ্ঞানাঞ্জন। এক দিন তাঁকে ওরাংওটাং বলেছিলুম! শুনে, তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল; তিনিও উল্টে আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি শিম্পাঞ্জী।' কিন্তু কৈ, রাগ তো করেন নি।

উর্ম্মিলা ও মন্দা হাসিতে লাগিল। জ্ঞানাঞ্জনবাবু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন

যাই আমার 'অন্ন-নির্য্যাস'সম্বন্ধে পরীক্ষাটা এবার আরম্ভ করতে হবে—

উর্ম্মিলা। বাবা, আর একটু থাক না, হেমন্তবাবু এখনই আসবেন; তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্তবাবু কে?

উর্ম্মিলা। এই যে এতক্ষণ ধরে বললুম, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তিনি আর তাঁর এক বন্ধু সেদিন গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন।

জ্ঞানাঞ্জন। মনে পড়েছে। তোমরা গুণ্ডাদের সঙ্গে মোটরে করে বেড়াতে যাচ্ছিলে, এমন সময় ওঁরা এসে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।

হেমন্ত প্রবেশ করিল

উর্ম্মিলা। আসুন হেমন্তবাবু। বাবা, ইনিই হেমন্তবাবু, সেদিন আমাদের—

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ—বড় খুশি হলুম। আপনি সেদিন এদের হাত থেকে গুণ্ডাদের উদ্ধার করেছিলেন, সে জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বসুন। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঠিক খরগোশ। কোন তফাৎ নেই।

পরম বিস্ময়ের সহিত হেমন্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

মন্দা। এই সর্ব্বনাশ হল! জ্যাঠামশাই আবার আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলেন!

জ্ঞানাঞ্জন। অবিকল খরগোশের খুলি। অতএব প্রকৃতিও খরগোশের মত হতে বাধ্য। বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। সহজেই পোষ মানে অর্থাৎ বিশ্বাস করে—কাউকে সন্দেহ করবার মত কুটিলতা মনে নেই; তাই পদে পদে বিপদেও পড়ে। আবার বিপদ কেটে যেতে না যেতেই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে?

হেমন্ত। (উর্ম্মিলাকে) উনি কার কথা বলছেন?

উর্ম্মিলা। ও কিছু নয়। বাবা, তুমি এবার ল্যাবরেটরিতে যাও।

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হেমন্তবাবু, আপনার খুলিটা কিন্তু আমার দরকার। চমৎকার খুলি! একেবারে অবিকল—

উর্ম্মিলা। বাবা, তোমার অন্ন-নির্য্যাসের পরীক্ষা এখনও বাকি রয়েছে যে—

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি। (হেমন্তকে) আপনি আবার আসবেন তো? বেশ বেশ, পরেই হবে এখন। মোদ্দা আপনার খুলিটা আমার চাইই—

উর্ম্মিলা। এস বাবা—

উর্ম্মিলা তাহাকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল

মন্দা। বসুন হেমন্তবাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

হেমন্ত। (বসিয়া) উনি কি বললেন কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার খুলির কথা কি বলছিলেন?

মন্দা। কি জানি। জ্যাঠামশাই একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক কিনা, ওঁর কথা সব সময় বোঝা যায় না।

হেমন্ত। জ্যাঠামশাই! মাফ করবেন, কিন্তু আপনি কি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর মেয়ে নন?

মন্দা। (মলিন মুখে) না, আমার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই। জ্যাঠামশাই আমাকে প্রতিপালন করেছেন!

হেমন্ত। ওঃ—

কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না কিন্তু তাহার মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল

উর্ম্মিলা প্রবেশ করিল

উর্ম্মিলা। বেয়ারা!

একজন বেয়ারা প্রবেশ করিল

বেয়ারা। হুজুর!

উর্ম্মিলা। চা নিয়ে এস।

বেয়ারা। হুজুর!

প্রস্থান

উর্ম্মিলা। (মৃদু হাস্যে হেমন্তকে) আপনার বন্ধুটি বুঝি আসতে পারলেন না? কি তাঁর নাম?

হেমন্ত। অশনি। সে—তাকে খবর দিই নি, আর দিলেও বোধ হয়—

উর্ম্মিলা। তিনি আসতেন না! কিছু মনে করবেন না হেমন্তবাবু, আমি আপনার বন্ধুর নিন্দে করছি না—কিন্তু উনি যেন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! নয়?

হেমন্ত। (কুণ্ঠিত ভাবে) না—তা ঠিক নয়—

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, কি করেন বলুন তো?

হেমন্ত। স্কুলের মাষ্টারি করে।

বেয়ারা চা ও জলখাবার আনিয়া রাখিল

উর্ম্মিলা। (পরিবেশন করিতে করিতে) ও—তাই, স্কুলের ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওঁর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে পড়েছে, সকলকেই বেত্রাধীন ছাত্র মনে করেন। কিন্তু যাই হোক, তিনি সেদিন আমাদের যে ভাবে

সাহায্য করেছিলেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে কোনও রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমাদের অনুচিত। আপনি হয় তো ভাবছেন, আমরা ভারি অকৃতজ্ঞ—

হেমন্ত। না না, সে কি কথা! তবে অশনির মেজাজটাকে ঠিক রুক্ষ বলা চলে না। এমনিতে সে বেশ শান্ত শিষ্ট; কিন্তু ওর কতকগুলো বদ্ধমূল মতামত আছে—তাতে আঘাত লাগলেই ওর আচরণটা একটু কড়া হয়ে পড়ে।

উর্ম্মিলা। তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণা বোধ হয় এই যে, মেয়েদের অন্দর-মহল থেকে বেরুতে দেওয়া উচিত নয়।

হেমন্ত নীরবে চা পান করিতে লাগিল

আপনার কি মনে হয় না যে, এটা তাঁর কুসংস্কার?

হেমন্ত। কুসংস্কার! হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি বলা যায়! আমার সঙ্গে এই নিয়ে ওর প্রায়ই ঝগড়া হয়।

মন্দা। আপনি বুঝি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করেন?

হেমন্ত। হ্যাঁ—মেয়েদের ঘরে বদ্ধ করে রাখা আমি পছন্দ করি না। ভেবে দেখুন দেখি, সেদিন যদি আপনারা স্বাধীনভাবে পার্টিতে না যেতেন, তা হলে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য কি আমার হত!

মন্দা। দিদি, হেমন্তবাবুকে আরও কেক দাও—

হেমন্ত। না না, আর চাই না। যথেষ্ট খেয়েছি।

মন্দা। কৈ খেয়েছেন! আচ্ছা, কেক না নেন, আর একটা প্যাটি নিন্।

হেমন্ত। আপনি বলছেন—দিন।

পুনশ্চ চা পান করিতে লাগিল

উর্ম্মিলা। আপনার বন্ধুর আর কি কি বদ্ধমূল ধারণা আছে বলুন তো!

হেমন্ত। আরও অনেক। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভয়ানক বিরোধী। তার বিশ্বাস, ব্যবসা করলেই আমি একেবারে রসাতলে যাব।

উর্ম্মিলা। ভারি আশ্চর্য্য তো! একজন শিক্ষিত লোক—কিন্তু তিনি বোধ হয় বেশি উচ্চশিক্ষা পান নি, তাই মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয় নি।

হেমন্ত। উচ্চশিক্ষা খুবই পেয়েছে। বিলেত গিয়েছিল।

উর্ম্মিলা। বিলেত গিয়েছিল! কিন্তু ওঁকে দেখে তো কিছু মনে হয় না!

হেমন্ত। না, দেখে কিছু বোঝবার যো নেই—একেবারে নিরীহ ভাল-মানুষ লোক। ওকে বিলিতি পোষাক পরতেও কখন দেখি নি।

উর্ম্মিলা। কি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন? ব্যারিষ্টারি?

হেমন্ত। না—আই, সি, এস।

উর্ম্মিলা। ও—(একটু নীরব থাকিয়া) ফেল করে ফিরে এসে মাষ্টারি আরম্ভ করেছেন বুঝি?

হেমন্ত। না, পাস করেছে। মাষ্টারি করা ওর একটা খেয়াল। বলে, আমাদের দেশে ভাল আই, সি, এস, অনেক আছে, কিন্তু ভাল মাষ্টার একটিও নেই; তাই সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাষ্টারি করছে।

উর্ম্মিলা। (কিয়ৎকাল নির্ব্বাক থাকিয়া) আশ্চর্য্য!

মিনিটখানেক চুপচাপ

মন্দা। আপনার স্মেলিংসল্টের শিশিটা সে দিন হাতে করে নিয়ে এসেছিলুম, আর ফেরত দেওয়া হয় নি—এই নিন—

ম্যান্টল পিস্ হইতে শিশি লইয়া বাড়াইয়া দিল

হেমন্ত। স্মেলিংসল্টের শিশি আমি কি কর্‌ব?

মন্দা। বাড়ি নিয়ে যাবেন। আপনার কি দরকারে লাগে না?

হেমন্ত। আমাকে দেখে, আমি এখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব বলে মনে হচ্ছে কি? (মন্দা হাসিয়া মাথা নাড়িল)—তবে?

মন্দা। আপনার জিনিস, তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছিলুম।

হেমন্ত। ওটা এমন কি মহামূল্য জিনিস যে ফেরত না দিলে আমি একেবারে দেউলে হয়ে যাব ?

মন্দা। তবে থাক। (হেমন্তের পাশে বসিয়া) আপনার বাড়ির যতটুকু দেখলুম, আমার এত ভাল লাগল যে কি বলব! কি চমৎকার সাজান! যেন ছবির মত! সমস্ত বাড়িটি ঘরে ফিরে দেখবার লোভ হচ্ছিল—

হেমন্ত। লোভ সম্বরণ করলেন কেন ? একবার জানালেই তো কৃতার্থ হয়ে যেতুম।

মন্দা। তখন পরিচয় ছিল না।

হেমন্ত। বেশ, কিন্তু এখন তো পরিচয় হয়েছে। এবার এক দিন চলুন ; দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিন।

মন্দা। (সানন্দে) দিদি, হেমন্তবাবু তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে আমাদের নেমন্তন্ন করছেন।

ঊর্ম্মিলা। (চমক ভাঙিয়া) বেশ তো!

মন্দা। বেশ হবে। ওঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ হবে।

হেমন্ত। মেয়েদের সঙ্গে ? কিন্তু আমার বাড়িতে মেয়েরা তো কেউ নেই। মেয়ে বলুন আর পুরুষ বলুন, একমাত্র আমি আছি।

মন্দা। আর কেউ নেই ? আপনার আত্মীয়স্বজন—

হেমন্ত। আত্মীয়স্বজন, পুত্রকলত্র, নাতিপুতি কিছু নেই—আমি একা।

মন্দা। তা হলে—(ইতস্ততঃ)

হেমন্ত। তা হলে কি ? আমার বাড়িতে মেয়েরা নেই বলে আপনারা সেখানে যাবেন না ? (মন্দা কুণ্ঠিত ভাবে নীরব) দেখুন, তেলা মাথায় তেল দিয়ে কোন লাভ হয় না, তেলের অপচয় হয় মাত্র ; বরঞ্চ যে হতভাগা মহিলাদের সংসর্গ থেকে চিরবঞ্চিত তাকে দয়া করাই প্রকৃত পুণ্য।

মন্দা। আপনার মাথায় বুঝি তেল নেই ?

হেমন্ত। একদম না। তৈলাভাবে জটা পড়বার উপক্রম হয়েছে। হয় তো কিছু দিনের মধ্যেই জটার দায়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এখন আপনারাই ভরসা। বলুন—যাবেন ?

মন্দা উর্ম্মিলার দিকে তাকাইল

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, যাব বৈ কি! কেন যাব না।

হেমন্ত। যাক। তা হলে কবে যাবেন ? কালই চলুন না !

উর্ম্মিলা। কাল ? না, বরং এক কাজ করব—

একটী ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

উর্ম্মিলা। নিয়ে এস এখানে।

ভৃত্যের প্রস্থান। অশনি প্রবেশ করিল। সকলে স্তম্ভিত

হেমন্ত। এ কি—অশনি! তুমি!

অশনি। আমিই বটে। তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?

হেমন্ত। তুমি—এখানে ?

অশনি। তুমি যেখানে আসতে পার সেখানে আমার আসতে বাধা কি ? অবশ্য, তুমি নিমন্ত্রিত অতিথি, আমি অনাহূত আগন্তুক—এই যা তফাৎ। (উর্ম্মিলার দিকে ফিরিয়া) আপনারা নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারছেন না, না পারাই স্বাভাবিক—আমি—

উর্ম্মিলা। (ঈষৎ হাসিয়া) পরিচয় দিতে হবে না। আপনার মত স্পষ্টভাষী লোককে আমরা ভুলে যাব, এই কি স্বাভাবিক মনে করেন অশনিবাবু ? বসুন।

অশনি। (দূরের একটা চেয়ারে বসিয়া) আমি স্পষ্টভাষী, সে কথা ঠিক। শুধু তাই নয়, সময় সময় আমাকে এমন কাজও করতে হয় যা সকলের রুচিকর হয় না।

উর্মিলা। তাই নাকি? যথা?

অশনি। যথা—বিপন্ন বন্ধুকে উদ্ধার করা।

উর্মিলা। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) আপনার কথার ইঙ্গিতটা ঠিক বোঝা গেল না। বিপন্নকে উদ্ধার করলে লোকের অরুচিকর হবে কেন?

অশনি। আমি বিপন্নকে উদ্ধারের কথা বলি নি, বিপন্ন বন্ধুকে উদ্ধারের কথা বলেছি। আমার একটা বদ অভ্যাস, বন্ধুকে বিপদে ফেলে আমি পালাতে পারি না।

উর্মিলা। ও—(হেমন্ত ও অশনির প্রতি চাহিয়া সহসা হাস্য করিল) আপনার বন্ধু এখানে এসে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তাই আপনি তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছেন?

হেমন্ত। আঃ—অশনি, কি বলছ তার ঠিক নেই! উর্মিলা দেবী আপনি ভুল বুঝেছেন—

অশনি। উর্মিলা দেবী ঠিকই বুঝেছেন; ভুল বুঝেছেন বললে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি অসম্মান দেখান হয়।

উর্মিলা। (কৌতুকের ভঙ্গিতে) কিন্তু আপনার বন্ধু তো আমাদের কবলে পড়ে গেছেন। এখন আপনি কি ভাবে তাঁকে উদ্ধার করতে চান?

অশনি। সেটা আগে থাকতে বলে দিয়ে আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই না।

উর্মিলা। (মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিল) যাক। আপনার সঙ্গে অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করতে চাই না, আপনি আমাদের অতিথি—

অশনি। অনাহূত অতিথি। সুতরাং দরোয়ান ডেকে আমাকে বার করে দিলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হব না।

উর্মিলা। আপনি বিস্মিত না হতে পারেন, কিন্তু আমরা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বলেই অতটা পারব না।

অশনি। (ছদ্ম বিষণ্ণতায়) তা হলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার এই অক্ষমতা বড়ই শোচনীয়।

উর্মিলা। আপনি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার প্রতি এত বিরূপ কেন ?

অশনি। অভিজ্ঞতার ফল বলতে পারেন।

উর্মিলা। অর্থাৎ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলারা কেউ ভাল লোক নয়—এই আপনার অভিজ্ঞতা ?

অশনি। কেউ কেউ ভাল লোক থাকতে পারেন, সম্ভাবনা আমি একেবারে অস্বীকার করছি না! শাস্ত্রে আছে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। পাঁকেও কখনও কখনও পদ্ম ফোটে।

উর্মিলা। (ব্যঙ্গপূর্ণ তিক্তস্বরে) ধন্যবাদ! আপনার অসীম বদান্যতা।

অশনি। না না, বদান্যতা আর কি ? সত্যি কথাই বলেছি।

মন্দা। (চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে) মাফ করবেন অশনিবাবু, কিন্তু আপনার সত্য কথাগুলি শ্রুতিমধুর নয়।

অশনি। সত্য কথাকে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারেন কেবল মহাকবিরা। আমি তো মহাকবি নই!

উর্মিলা। যাক। অশনিবাবু, এক পেয়ালা চা খান! আমরা যত মন্দ লোকই হই, আমাদের হাতে চা খেলে বোধ হয় আপনার কোন বিপদ হবে না।

অশনি। আমি চা খাই না।

উর্মিলা। (অধর দংশন করিয়া) ভয় নেই, চায়ে আমি বিষ মিশিয়ে দেব না।

অশনি। সে অপবাদ তো আপনাদের আজ পর্য্যন্ত কেউ দেয় নি ; বরং আপনারা মিষ্টি বেশি দিয়ে লোলুপ পুরুষগুলোকে সহজে বশীভূত করে ফেলেন এই অভিযোগটাই চিরন্তন। কিন্তু আমার আপত্তিটা তা নয়, আমি সত্যিই চা খাই না।

উর্ম্মিলা। কেন—চা খান না কেন ?

অশনি। অনাবশ্যক বলে। চায়ের বিষে সুস্থ সহজ শরীরটাকে বিষাক্ত করে তোলা দরকার মনে করি না।

উর্ম্মিলা। ও—

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল

মন্দা। হেমন্তবাবু, তা হলে আমরা কবে আপনার বাড়ি দেখতে যাব বলুন ?

হেমন্ত। (অস্বস্তিপূর্ণ আড়চোখে অশনির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনাদের যেদিন ইচ্ছে—

মন্দা। তা হলে কাল যাওয়াই ঠিক, কি বল দিদি ?

উর্ম্মিলা। না। তার চেয়ে আমরা একদিন খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হব। তাতে আপত্তি নেই তো হেমন্তবাবু ?

হেমন্ত। আপত্তি কিছু না।

কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত নীরবতা

অশনি। হেমন্ত, এবার উঠবে নাকি ?

হেমন্ত। হ্যাঁ, না—তুমি উঠছ নাকি ?

অশনি। সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে।

উর্ম্মিলা। (তীক্ষ্ণ হাসিয়া) হেমন্তবাবু, বুঝতে পারছেন না ? আপনাকে আমাদের মত দুর্জ্জনের হাতে ফেলে আপনার বন্ধু যেতে পারছেন না। উনি তো আর সত্যিই আমাদের মত শিক্ষিতা মহিলাকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কি জানি যদি আপনি আর বাড়ি ফিরে না যান !

অশনি। আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করবার চেষ্টা বৃথা। আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া, বিঁধবে না। হেমন্ত, দেখতেই তো পাচ্ছ, মহিলারা আমার সংসর্গে এসে কষ্ট পাচ্ছেন, সুতরাং ওঁদের যদি সুখী করতে চাও, চট্‌পট উঠে পড়।

হেমন্ত। (হতাশ-ক্রোধে) অশনি, তুমি কি এক দণ্ডের জন্যেও আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না ?

অশনি। কেন মিছে রাগারাগি করছ ? আমাকে তো জান—তোমার কোনও বিপদ নেই বুঝলেই তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। কিন্তু তার আগে নয়।

হেমন্ত। বেশ—ওঠ তা হলে, আর এঁদের নির্য্যাতন করে কাজ নেই। চললুম, আমি বড় হতভাগ্য।

দ্রুত প্রস্থান

অশনি। আমার দুর্ভাগ্যও কম নয় ! নমস্কার।

প্রস্থান

মন্দা। উঃ, লোকটা কি অভদ্র ! একটা মিষ্টি কথাও কি বলতে পারে না। দিদি, তুমি ওকে জব্দ করে দিতে পারলে না ?

উর্ম্মিলা। কৈ আর পারলুম।

মন্দা। আমার এত রাগ হচ্ছে। হেমন্তবাবু অত ভাল লোক, তাই বন্ধুত্বের ছুতো করে লোকটা ওঁর ওপর অত্যাচার করে। আর কি কথার ছিরি, ঠিক যেন চোয়াড় !

উর্ম্মিলা। কিন্তু উনি আমাদের উপকার করেছিলেন, সে কথা ভুলে যেও না মন্দা !

মন্দা। তা হোক। তাই বলে আমাদের অপমান করবার কোনও অধিকার নেই ওঁর। দিদি, তুমি কেন ওঁর মুখের মত জবাব দিলে না ?

উর্ম্মিলা। (হঠাৎ হাসিয়া) এক মাঘে শীত পালায় না মন্দা। সব তোলা রইল, তুই ভাবিস নি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুয়ার আড্ডাঘর। বেলা দ্বিপ্রহর ; লোকজন কেহ নাই। কেবলরাম একটা ঈজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া কানে পায়রার পালক দিতেছে। গজানন উবু হইয়া বসিয়া নগ্নদেহে খেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছে। তাহার অর্দ্ধমলিন লংক্লথের পাঞ্জাবি দেয়ালে পেরেক হইতে ঝুলিতেছে। ঘরটি ঈষৎ অন্ধকার

কেবলরাম। খুড়ো, একটা কেঁচো যোগাড় করেছি।

গজানন। কি বললে বাবা—কেঁচো? ভাল শুনতে পেলুম না। বিড়ি গুঁজে দিয়ে অবধি শালা কানের দফা একেবারে সেরে দিয়েছে।

কেবলরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেঁচো। চেহারাটাও ঠিক কেঁচোর মত, খুড়ো —মেরুদণ্ড নেই, কেবল দুমড়ে দুমড়ে পড়ছে।

গজানন। (কাসিয়া) আর একটু খোলসা করে না বললে তো কিছু বুঝতে পারছি না বাবা!

কেবলরাম। উপমা ধরতে পারলে না খুড়ো? এই জন্যেই তো লেখাপড়া জানা লোক দরকার হয়। বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে মাছ ধরতে হয় জান না? সেই টোপ গাঁথবার কেঁচো একটি যোগাড় হয়েছে।

গজানন। কোথা থেকে যোগাড় করলে বাবা? মাটি খুঁড়ে বার করলে বুঝি?

কেবলরাম। মাটি খুঁড়তে হয় নি, হেদোর ধারে ঘুরপাক খাচ্ছিল তুলে নিয়ে এসেছি।

গজানন। কি রকম?

কেবলরাম। একটা ছোঁড়া। আশ্চর্য্য খুড়ো—যেমন তার কেঁচোর মত

লিকলিকে চেহারা, তেমনই অদ্ভুত কথাবার্ত্তা। থেকে থেকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' করে চেঁচিয়ে ওঠে; তার পরে কি যে বলে মাথামুণ্ডু, কিছুই বোঝা যায় না। একেবারে বেহেড পাগল।

গজানন। তারপর? টাকাকড়ি আছে বুঝি?

কেবলরাম। টাকাকড়ি—অষ্টরম্ভা। আমার মতলবটা এখনও বুঝতে পারলে না খুড়ো। ছোঁড়াটা ভদ্রঘরের ছেলে, কলেজে পড়ে, অনেক মালদার লোকের সঙ্গে জানাশুনো আছে—ওর লড়কানি দেখিয়ে চারে অনেক শাঁসাল শিকার আনা যাবে।

গজানন। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি বাবা—লড়কানি। বেশ বেশ! তা ছোঁড়াকে বাগালে কি করে?

কেবলরাম। বেশি বেগ পেতে হয় নি। দুচারবার তার কথায় সায় দিতেই সে বুঝে নিয়েছে যে আমি তার প্রাণের ইয়ার—একেবারে বুজুম্ ফ্রেণ্ড। আমিও তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে দুনিয়ার স্ফুর্ত্তি মারা ছাড়া আমার আর অন্য কাজ নেই। বাস্—একেবারে প্রাণে প্রাণে জোটপাট খেয়ে গেছে।

গজানন। আহা বেশ বাবা কেবলরাম, একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে। এবার এই ছোঁড়াটাকে দিয়ে হেমন্ত চাটুয্যেকে সাপটে নাও।

কেবলরাম। সে আর বলতে খুড়ো। এত তোড়জোড় তো তোরই জন্যে। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু তার আসবার সময় হল।

গজানন। এখানে আসবে নাকি সে?

কেবলরাম। আসবে বৈ কি। তুমি ভব্যিযুক্ত হয়ে বসো খুড়ো। বেশ মার্জ্জিত ভাবে কথা কইবে—যেন চোয়াড়ে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে, তা হলে বাছা আমার প্রাণে বড় ব্যথা পাবে।

গজানন। সে আর আমাকে শেখাতে হবে না বাবা কেবলরাম!

ভদ্রলোকের সামনে কি করে ভদ্রলোক সাজতে হয় তা এই গজু সিংগি খুব জানে।—বোস, এই জামাটা গলিয়ে নিই।

পাঞ্জাবি পরিধান। হুঁকা সরাইয়া রাখিল, বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া চেয়ারে উপবেশন

প্রেমকুমার প্রবেশ করিল

প্রেমকুমার। আছেন এখানে কেবলরামবাবু?

কেবলরাম। আসুন আসুন প্রেমকুমারবাবু—এই চেয়ারটাতে বসুন।

প্রেমকুমার উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইল

প্রেমকুমার। এইটেই কি আপনাদের সংঘ?

গজানন। আজ্ঞে হ্যাঁ—সঙ্গৎ বই কি! পাঁচজন ভদ্রলোক এসে খেলাধূলো করেন, গানবাজনাও হয়—সঙ্গৎ বৈ কি! আমাদের বড় ভাগ্য যে আপনার মত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের পায়ের ধূলো এখানে পড়ল।

কেবলরাম। ইনি গজাননবাবু, ক্লাবের একজন প্রবীণ সভ্য।

প্রেমকুমার। আপনি ফ্রয়েডের শিষ্য তো?

গজানন। অ্যাঁ—কি বলে—শিষ্য বই কি! ঐ যে কি নাম করলেন—ওঁকে আমি মনে মনে খুব ভক্তি করি।

প্রেমকুমার। এখানকার সকল সভ্যই অবশ্য ফ্রয়েডের শিষ্য?

কেবলরাম। তা—প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে তো বটেই।

প্রেমকুমার। কিন্তু প্রকাশ্যেও হওয়া চাই যে। লজ্জা সঙ্কোচ সমস্ত ফেলে দিতে হবে দূরে; উন্মুক্ত উলঙ্গ হয়ে বলতে হবে—আমরা পশু—আমরা জানোয়ার—

কেবলরাম। সে তো বটেই—সে তো বটেই—

গজানন। একশো বার। আমরা বাঁদর—আমরা উল্লুক—

কেবলরাম। প্রেমকুমারবাবু, আপনি যখন আমাদের দলে এসেছেন তখন আর ভাবনা নেই—ও কথাটা এবার সকলেই বুঝতে পারবে।

প্রেমকুমার। নিশ্চয়। আমি বুঝিয়ে দেব তাদের।

কেবলরাম। এক গ্লাস সরবৎ খান প্রেমকুমারবাবু।

প্রেমকুমার। আপত্তি নেই।

কেবলরাম। কেনারাম, সরবৎ। এই নিন সিগারেট—(প্রেমকুমার সিগারেট ধরাইল) ভাল কথা, আপনি তো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে চেনেন নিশ্চয়। তিনি আপনাদের দলের লোক, খুব বড়লোক !

প্রেমকুমার। চিনি তাকে।

কেবলরাম। বেশ বেশ, বড় আনন্দের কথা। আমাদের ইচ্ছে, আপনার মত আরও শিক্ষিত ভদ্রলোক ক্লাবের সভ্য হন। আপনি একটু চেষ্টা করলেই—; আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন চলুন পাশের ঘরে, আমাদের কত রকম খেলার সরঞ্জাম আছে আপনাকে দেখাই।—কেনারাম, সরবৎ পাশের ঘরে নিয়ে আয়—

সকলে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশনির বাসা। অতি সাধারণ মেসের একটি কক্ষ। এক পাশে একটি তক্তপোষের উপর বিছানা গুটান রহিয়াছে, শিয়রে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবি। ঘরে দুইটি চেয়ার ও একটি টেবিলও আছে ; দেয়াল হইতে কয়েকটি ব্যায়ামের যন্ত্র ঝুলিতেছে। অশনি চেয়ারে বসিয়া তাহার প্রিয় কুকুর গামাকে আদর করিতেছে ও তাহার সহিত কথা বলিতেছে

অশনি। মেয়েমানুষ জাতটাকে আমরা বরাবর এড়িয়ে এসেছি, কি বলিস গামা? ওরা সুবিধের লোক নয়—দূরে দূরে রাখাই ভাল। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, ওদের চিরদিন এড়িয়ে চলা অসম্ভব। ওরা

যখন আসে তখন কালবোশেখী মেঘের মত সমস্ত আকাশ ছেয়ে আসে। কোথাও একটু ফাঁক রাখে না, সারা মনটা জুড়ে বসে। তাই তো ওদের অত ভয় করি, নানা রকম সন্দেহও হয়; (গামার মাথা চাপড়াইয়া হাস্য) কিন্তু যে দুটীর সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে ওরা বোধ হয় ততটা মন্দ লোক নয়। একটি তো দিব্যি নরম-সরম, কম কথা কয়—অথচ বেশ বুদ্ধি আছে; দেখলে আমাদের গেরস্ত ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। আর অন্যটি—একেবারে আগুনের ফুলকি! (স্মিতহাস্যে) খুব চটিয়ে দিয়েছি; কিন্তু কি করব বন্ধুর স্বার্থ আগে দেখতে হবে তো। চটলে আর উপায় কি? (চিন্তা) অবশ্য ওরা বড় বেশি উচ্চশিক্ষিত আর আধুনিক, এই যা; কিন্তু যতদুর মনে হল, সত্যিই মন্দ নয়। নাঃ উচ্চশিক্ষা পেলেও মেয়েরা সব সময় বয়ে যায় না; যারা স্বভাবত ভাল, তারা ভালই থেকে যায়, একথা মানতে হবে। কি বলিস গামা? (চিন্তা) ঐ মন্দা মেয়েটির সঙ্গে হেমন্তর বিয়ে হলে মন্দ হয় না; বেশ মেয়েটি, হেমন্তকে সামলে চলতে পারবে বলে মনে হয়। যা হোক্, আরও কিছু দিন দেখি, মাত্র দুবার দেখেই মতামত ঠিক করে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু উর্ম্মিলা দেবীটি সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই। আশ্চর্য্য তেজী মেয়ে। রূপ আছে বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ওর মনের তেজস্বিতা, যেন স্ফটিকের মত জ্বল জ্বল করছে! নাঃ, সেদিন বড় বেশি খোঁচা দিয়ে কথা বলেছি—অতটা উচিত হয় নি। এবার এক দিন গিয়ে মাফ চেয়ে ভাব করে ফেলব। হেমন্ত বোধ হয় আর ওদিকে যায় নি! কিম্বা হয় তো গিয়েছে—কে জানে! খোঁজ নিতে হবে। সেদিন থেকে এই দশ-বারো দিন হেমন্তর বাড়িতে যাওয়া হয় নি। (সহসা আত্মচেতন হইয়া) কি আশ্চর্য্য, এতদিন ধরে কেবল ওদের কথাই মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ তো ভাল কথা নয়। আমার এত-কালের

মতগুলো একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে না তো? কিন্তু (চিন্তা করিয়া) তাতে দোষই বা কি? মত তো মনুসংহিতা নয় যে, বদল করা চলবে না। বরং ওরা যদি সত্যি ভাল লোক হয়, তা হলে ওদের প্রতি অবিচার করাই তো অন্যায়।—ঐ উর্ম্মিলা মেয়েটি—ওর প্রতি কি আমি—? (লজ্জিতভাবে) নাঃ, ওসব কথা ভাবব না—গামা, চল তোকে খেতে দিই গে।

'মাষ্টারমশাই' বলিয়া ডাক দিয়া খাতা হস্তে কানাই প্রবেশ করিল।
তাহার সঙ্গে তিন-চারিটি ছেলে

অশনি। কি হে, অনেক দিন তোমাদের দেখি নি! কোথায় ছিলে?

কানাই। চাঁদা আদায় করে বেড়াচ্ছি সার্।

অশনি। ও—কিসের চাঁদা?

কানাই। আজ্ঞে, এবার আমাদের সমিতির বার্ষিক উৎসব খুব ভাল করে করব ঠিক করেছি। দল বেঁধে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মার্চ করতে করতে গড়ের মাঠে যাব, সেখানে কুচ-কাওয়াজ হবে; তার পর সেখান থেকে ফিরে এসে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বক্সিং, যুযুৎসু, আরও অনেক রকম খেলা দেখান হবে। ভাল হবে না সার্?

অশনি। বেশ হবে। স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধে দেশের লোকের মনকে সচেতন করে তোলা হবে। কলেজ স্কোয়ারে সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে না কেন? তা হলে আরও ভাল হত।

কানাই। তাও করেছি সার্, জলের খেলা পরদিন দেখান হবে। দুদিন ধরে উৎসব চলবে ঠিক হয়েছে। আমাদের উৎসবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে সার্—(হাস্য করিয়া) আর এই নিয়ে একটা ভারি মজা হয়েছে।

অশনি। মজা আবার কি হল?

কানাই। আমাদের পাড়ার ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানেন

তো সার্? তাদের বার্ষিক উৎসব এই সময়। তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উৎসব করতে চায়—চিঠি লিখেছিল। (উচ্চহাস্য)

অশনি। তারপর?

কানাই। আমরা খুব কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছি—ওসব হবে-টবে না। আজকাল মেয়েগুলোর আস্পর্দ্ধা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—ওরা যেন আমাদের সমকক্ষ!

অশনি। কানাই, মেয়েরা তোমাদের সমকক্ষ নয়, কারণ ওরা তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি উদার। তোমরা তাদের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে ভয়ানক অন্যায় করেছ।

কানাই। (অবাক হইয়া) কিন্তু সার্—

অশনি। ওর মধ্যে কিন্তু নেই—অন্যায় করেছ। তুমি মনে কর, তোমরাই কেবল স্বাস্থ্যের চর্চ্চা করতে পার, আর মেয়েরা স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! মেয়েদের এমন আলাদা করে দেখবার প্রবৃত্তি কে তোমাদের দিলে?

কানাই। কিন্তু আপনিই তো বলেন সার্, যে মেয়েদের পুরুষ-ভাব আপনি পছন্দ করেন না—

অশনি। বাড়াবাড়ি আমি ভালবাসি না তা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িটা তোমাদেরই হচ্ছে। মেয়েরা অশিক্ষিত এবং রুগ্ন হয়ে থাকুক—এই উপদেশ কি আমি তোমাদের দিয়েছি?

কানাই। না সার্, তা নয়; কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে—

অশনি। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে উৎসব করলে তোমাদের জাত যাবে? ঐ ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে তোমার এক বোন পড়ে না? (কানাই ঘাড় নাড়িল) অর্থাৎ নিজের বোনকেও তুমি ঘৃণা কর, তার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতেও তোমার লজ্জা বোধ হয়! ছি কানাই!

কানাই। (অনুতপ্ত কণ্ঠে) আমাদের ভুল হয়ে গেছে সার্, কিন্তু এখন তো আর—

অশনি। সে জন্যে ভাবতে হবে না, তোমাদের উৎসব যাতে একসঙ্গে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। এখন তোমাদের চাঁদার খাতা দেখি। কত চাঁদা উঠল?

কানাই। কই আর বেশি উঠল সার্। এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মোটে পঞ্চাশটি টাকা উঠেছে। হেমন্তবাবুর বাড়িতে তিন দিন গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর দেখা পাই নি।

অশনি। দেখা পাও নি? কোথায় ছিল সে?

কানাই। কি জানি কোথায় বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ছিলেন না।

অশনি। কোন্ সময় গিয়েছিলে তোমরা?

কানাই। বিকালবেলা।

অশনি। বিকালবেলা বাড়ি ছিল না—হুঁ (চিন্তায় ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) যা হোক, তোমাদের চাঁদা আমি পাইয়ে দেব।

কানাই। (আগ্রহে) আপনি যদি হেমন্তবাবুকে একটু বলে দেন সার্, তা হলে তাঁর কাছ থেকে বেশি চাঁদা আদায় হয়। শ'খানেক টাকা তিনি দিলে আর আমাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

অশনি। একশো টাকা! সে কি! অত টাকা সে দেবে কেন?

কানাই। হেমন্তবাবুর তো অনেক টাকা, আপনি বললেই—

অশনি। কিন্তু আমিই বা এমন অন্যায় অনুরোধ তাকে করব কেন?

কানাই। অন্যায় অনুরোধ কেন হবে সার্? এটা তো দেশের কাজ।

অশনি। দেশের কাজই যদি হয়, তাহলে দেশের লোকের উচিত সে কাজের খরচ ভাগ করে নেওয়া। না না, কানাই, হেমন্ত ভালমানুষ বলে তার ওপর আমি তোমাদের উৎপাত করতে দেব না। তোমরা চাইলেই সে হয় তো একশো টাকা দিয়ে দেবে, কিন্তু আমি তা দিতে

দেব কেন? যা ন্যায্য চাঁদা তা অবশ্যই তোমরা পাবে, কিন্তু তার বেশি নয়।

কানাই। (ক্ষুব্ধ স্বরে) আচ্ছা সার্। আপনি যা ভাল বোঝেন।

অশনি। দমে যেও না। তোমাদের তো টাকা নিয়ে দরকার? তা তোমরা তুলতে না পার, আমি দশ জনের কাছ থেকে আদায় করে দেব। আর আমার নামেও দশ টাকা লিখে রাখ।

কানাই। আপনি দশ টাকা দেবেন সার্?

অশনি। হ্যাঁ—কেন, কম হয়েছে?

কানাই। না না, সার্, আমি ভাবছিলুম এত বেশি আপনি দেবেন—

অশনি। (সহাস্যে) বেশি নয়। আমি একশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু আমার খরচও তো তেমনই কম। দশ টাকা দিলে আমার গায়ে লাগবে না।

কানাই। (আবেগভরে) একশো টাকা দিলে হেমন্তবাবুরও গায়ে লাগত না সার্।

অশনি। হয় তো লাগত না। কিন্তু আমি তা পারব না কানাই। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, চাঁদার জন্যে ভেব না। আমি তোমাদের যা টাকা লাগে তুলে দেব; আর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা ঠিক করে রাখব।

কানাই। আচ্ছা, সার—

ঈষৎ ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থানোদ্যত

অশনি। হ্যাঁ—শোন কানাই, একটা কাজ করতে পারবে?

কানাই। কি কাজ সার্?

অশনি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমরা তো সর্ব্বদা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াও, হেমন্ত রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় যায় খোঁজ নিয়ে আমাকে খবর দিতে পারবে?

কানাই। (মহোৎসাহে) খুব পারব সার্। গোয়েন্দার কাজ আমরা খুব পারি। এই সেবার আমাদের পাড়ার গোপাল মিত্তিরের ছোট ভাই কমলাদের বাড়ীতে ঢিল ফেলতে আরম্ভ করেছিল, তাকে ধরে একদিন আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিলুম। হেমন্তবাবু কি আজকাল বদ্‌খেয়ালী সুরু করেছেন সার্? যদি বলেন তো তাঁকেও দু-চার ঘা—

অশনি। আরে না না, ওসব নয়। তোমরা শুধু খবরটা এনে দেবে সে কোথায় যায়। খবরদার তার গায়ে হাত দিও না।

কানাই। আচ্ছা, সার্—চল হে।

সদলবলে প্রস্থান করিল

অশনি। (পাদচারণ করিতে করিতে) তাই তো, ভাবিয়ে তুললে হেমন্তটা। কোথায় যায়? জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়িতে যায়, না আবার ব্যবসাবাণিজ্যের ফন্দি মাথায় ঢুকেছে? নাঃ, দেখতে হল। (পাঞ্জাবি ও চাদর পরিধান করিয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে) উর্ম্মিলারা হেমন্তর বাড়িতে আসবে বলেছিল; ইতিমধ্যে এসেছিল না কি?—গামা, তুই ঘর পাহারা দে—আমি বেরুলুম।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর গৃহের উর্ম্মিলার বিরাম কক্ষ। ঘরে দুইটি সোফা, ওয়ার্ডরোব, বড় বড় দুইটি ভিনিসীয় আয়না ও একটি পিয়ানো আছে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া বৈকালী রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিতেছে। জানালার দিকে ঈজেল ফিরাইয়া উর্ম্মিলা ছবি আঁকিতেছে; তাঁহার বাঁ হাতে প্যালেট, ডান হাতে তুলি। মন্দা অদূরে বসিয়া নীরবে একটা টেবিল-ক্লথে সূচিকার্য্য করিতেছে ও মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া উর্ম্মিলাকে দেখিতেছে

মন্দা। দিদি, কদিন থেকে তুই এমন মন-মরা হয়ে আছিস কেন বল তো?

উর্ম্মিলা। মন-মরা আবার কখন দেখলি?

মন্দা। কখন আবার! যখনই দেখছি, তখনই মনে হচ্ছে যেন তোর মনে সুখ নেই। কেমন ছবি আঁকলি দেখি?

উর্ম্মিলা ঘরের দিকে ঈজেল ফিরাইল

ওমা—এই বুঝি তোর 'প্রভাত অরুণিমা'র ছবি! আকাশ মেঘে ঢাকা, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে; মাঠের মাঝ দিয়ে একটি সরু পথ, একটি মেয়ে সেই পথ ধরে চলেছে। এ কি ছবি আঁকছিস দিদি?

উর্ম্মিলা। প্রভাতের দৃশ্য আঁকব ভেবেছিলুম, কিন্তু আরম্ভ করে আর ইচ্ছে হল না। আসন্ন দুর্য্যোগের ছবি আঁকছি।

মন্দা। চমৎকার হচ্ছে কিন্তু। কি নাম দিবি ছবিটার?

উর্ম্মিলা। 'দুঃখের বরষার চক্ষের জল যেই নামল।'

মন্দা। এই দেখ, নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেলি! তোর ছবি আঁকা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তোর মন খারাপ।

উর্ম্মিলা। (তুলি ইত্যাদি রাখিতে রাখিতে) মিছে নয় মন্দা, কদিন থেকে মনটা সত্যিই ভাল যাচ্ছে না। কেমন যেন একটা অতৃপ্তি একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছে।

মন্দার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল

মন্দা। এ রকম তো তোর কখনও হয় না। কেন বল দেখি এমন হল?

উর্ম্মিলা। তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন জীবনটা হেসে খেলেই কাটিয়ে দিলুম। কারুর কোনও কাজে লাগলুম না। ভেবে দেখ, কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, আজ পর্য্যন্ত এমন কি কাজ করেছি যাতে পরের উপকার হয়? স্কুল-কলেজে গেছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, থিয়েটার-সিনেমা-পার্টিতে গিয়ে আমোদ করেছি। নিজের সুখ-সুবিধের সন্ধান ছাড়া আর তো কিছুই করি নি।

মন্দা। (ভাবিতে ভাবিতে) তা হতে পারে। কিন্তু নিজের সুখের

দিকে দৃষ্টি রাখা কি অন্যায়? জীবনে কতটুকু সুখ ভোগ করবার সুযোগ পাব তা জানি না। তার ওপর যদি পরের উপকার করতে গিয়ে সেটুকুও বিলিয়ে দিই তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি দিদি? আর মনে করে দেখ, আমরা মেয়েমানুষ, কতটুকু আমাদের ক্ষমতা? স্বাধীনভাবে পরের উপকার করতে যাওয়া তো আমাদের পাগলামি।"

উর্ম্মিলা। (ব্যঙ্গস্বরে) স্বাধীনভাবে আমোদ-আহ্লাদ করাটা পাগলামি নয়, স্বাধীনভাবে পরের উপকার করতে গেলেই সেটা পাগলামি হয়ে পড়বে? অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার যত আরাম সব আমরা ভোগ করব, কেবল দায়িত্বটুকু ঘাড়ে নেব না—এই তো? মন্দা, তোর লজিক একটু একপেশে হয়ে পড়েছে।

মন্দা। আমি লজিক বুঝি না ভাই—

উর্ম্মিলা। তা জানি। সেইজন্যেই এবার লজিকে ফেল করেছিস। কত নম্বর পেয়েছিলি?

মন্দা। দুশোর মধ্যে সতেরো। আমি সত্যিই লজিক বুঝি না দিদি; আমি শুধু এইটুকু বুঝি, মেয়েমানুষ যাদের ভালবাসে তাদের সুখী করে যদি নিজে সুখী হতে পারে, তা হলেই তার কর্ত্তব্য শেষ হল, আর কোন দায়িত্ব তার নেই।

উর্ম্মিলা। কিন্তু তাই বা আমরা পারলুম কই? বাবাকে তো এত ভালবাসি, কিন্তু আঙুল নেড়েও তো তাঁর সাহায্য করি না।

মন্দা। জ্যাঠামশাইকে সাহায্য করা কি তোর-আমার কাজ? ওঁকে সাহায্য করতে চাওয়া আমাদের যে ধৃষ্টতা ভাই। তবে এমন লোক হয় তো একদিন পাব যে সত্যিই সাহায্য চায়, যাকে সাহায্য করে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

উর্ম্মিলা। ও—(ঈষৎ হাসিয়া) তার মানে তোর একটি বর চাই। বর

না পেলে আর কাউকে সাহায্য করবি না। তুই একেবারে সেকেলে মেয়ে মন্দা।

মন্দা। তা কি করব! মন যাকে চায় তার জন্যে আমি সব পারি, কিন্তু তাই বলে পরের জন্যে কেঁদে বেড়ানো আমার ভাল লাগে না।

উর্ম্মিলা। মন যাকে চায় তাকে পেয়েছিস নাকি?

মন্দা। দূর! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দিকে কে ফিরে তাকাবে বল, আমি তো আর তোর মত সুন্দর নই!

উর্ম্মিলা। তোর কথা শুনলে হাসি পায়। তুই কি কুচ্ছিৎ?

মন্দা। (মলিনহাস্যে) না, আমি বেহেস্তের পরী। থাক ভাই, তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চল, আজ একটা কিছু করি।

উর্ম্মিলা। কি করবি? সিনেমায় যাবি?

মন্দা। (ভাবিবার ভান করিয়া) না, তার চেয়ে চল হেমন্তবাবুর বাড়িতে যাই। তাঁকে কথা দেওয়া হয়েছিল, একদিন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হব, আজই যাওয়া যাক।

উর্ম্মিলা। হেমন্তবাবু তো তারপর একবারও এলেন না। তাঁর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?

মন্দা। তাঁকে নিশ্চয় সেই লোকটা আসতে দেয় নি।

উর্ম্মিলা। কোন লোকটা?

মন্দা। সেই যে ওঁর বন্ধু—অশনিবাবু।

উর্ম্মিলা। (ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে) তা হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে কি আমাদের গায়ে পড়ে যাওয়া উচিত?

মন্দা। কেন উচিত নয়? ওঁকে ঐ অসভ্য বন্ধুর হাত থেকে উদ্ধার করা তো আমাদের কর্ত্তব্য। উনি ভালমানুষ বলে ওঁর বন্ধুই বা ওঁর ওপর অত্যাচার করবে কেন?

ঊর্ম্মিলা। বন্ধুর অত্যাচার হয় তো হেমন্তবাবু হাসিমুখে সহ্য করেন, কিন্তু আমাদের উৎপাত তিনি সহ্য করবেন কেন? তাঁর ওপর আমাদের জোর কিসের?

মন্দা। জোর আছে। তুই লক্ষ্য করিস নি, উনি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান, কিন্তু বন্ধুর ভয়ে পারেন না।

ঊর্ম্মিলা। তা হলে হেমন্তবাবুকে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বলতে হবে।

মন্দা। তা নয়। বোধ হয় বন্ধুত্বের খাতির এড়াতে পারেন নি। কিন্তু দুর্ব্বলপ্রকৃতিই যদি হয়, তা হলে তো আমাদের আরও উচিত তাঁকে দুর্দ্দান্ত বন্ধুর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা। না দিদি, চল।

ঊর্ম্মিলা। (ক্লান্তভাবে) কিন্তু আজ আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না ভাই। কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

মন্দা। (সানুনয়ে) চল না ভাই, দিদি। হয় তো সেই অশনিবাবুর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।

ঊর্ম্মিলা। (সচকিতে) তাতে কি হবে?

মন্দা। সেদিন যে তিনি ভদ্রতা করে কতকগুলি মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে গেলেন—তার শোধ নিতে হবে না?

ঊর্ম্মিলা। না! যা বলেছেন বলেছেন, তার জের টেনে ঝগড়া করতে আমি পারব না।

মন্দা। তবে যে সেদিন বলেছিলি, সব তোলা রইল, এক মাঘে শীত পালায় না?

ঊর্ম্মিলা। সে রাগের মাথায় বলেছিলুম। আর সত্যিই তো আমাদের সমাজে ললি রায়, নীলিমা গুপ্তর মত ছ্যাবলা অপদার্থ মেয়েই তো বেশি চোখে পড়ে। তাদের দেখে যদি অশনিবাবু আমাদেরও সেই রকম মনে করে থাকেন, তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

মন্দা। ছি দিদি, তুই ললি-নীলিমার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারলি!

ওরা তো ডাক-সাইটে ফ্ল্যার্ট, কলেজের ছেলেদের মাথা-খাওয়া ওদের পেশা।

ঊর্ম্মিলা। তুলনা আমি করি নি। কিন্তু অন্যলোকে যদি করে, তার সঙ্গে তর্ক করব কোন মুখে?

মন্দা। তাই মুখ বুজে মেনে নিবি? (কিছুক্ষণ ঊর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) ও—বুঝেছি।

ঊর্ম্মিলা। কি বুঝেছিস?

মন্দা। অশনিবাবুর সঙ্গে তর্কে পাছে আবার হেরে যাস সেই ভয়ে যেতে চাইছিস না। বুঝেছি ভাই, তা হলে গিয়ে কাজ নেই।

ঊর্ম্মিলা। (উত্তপ্তকণ্ঠে) মন্দা!

মন্দা। কি দিদি!

ঊর্ম্মিলা। (উঠিয়া) তুই আমাকে কি মনে করিস? বেশ, যাব হেমন্তবাবুর বাড়িতে। অশনিবাবুকে আমি ভয় করি না।

প্রস্থানোদ্যতা

মন্দা। (হাসি চাপিয়া) দিদি, রাগ করলি ভাই?

ঊর্ম্মিলা। রাগ করি নি। কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন বাড়ির কাজগুলো সেরে রাখি গে—

প্রস্থান

মন্দা। (নিজমনে) খোঁচা দিয়ে দিদিকে তো রাজি করালুম! কিন্তু দিদির মনে কি আছে ঠিক বুঝতে পারছি না। দিদির মনও কি হেমন্তবাবুর দিকে ঝুঁকেছে? আশ্চর্য্য নয়, এ ক'দিন হেমন্ত বাবুকে দেখতে পায় নি বলেই হয় তো মনমরা হয়ে আছে। কিন্তু কেন? দিদিরও ওকেই চাই? আরও তো হাজার হাজার লোক রয়েছে! (উঠিয়া পাদচারণ করিল) দিদিকে নিয়ে হেমন্তবাবুর বাড়ীতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু একলাই বা যাব কি করে?

পাঁচজনে কথা কইবে, দিদিই বা কি মনে ভাববে। না, সে হয় না। কি যে করব বুঝতে পারছি না। কিন্তু হেমন্তবাবু বোধ হয় দিদির দিকে অতটা ঢলে পড়ে নি। বলাও যায় না, সুন্দর মুখ দেখলেই পুরুষের মন ভিজে যায়। (পাদচারণ) নাঃ, প্রথমটা এত আগ্রহ ছিল হেমন্তবাবুর বাড়িতে যাবার জন্যে, কিন্তু আগ্রহ ক্রমেই মিইয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগে না—কিচ্ছু ভাল লাগে না। কি যে করি—

নীলিমা প্রবেশ করিল। লম্বা শীর্ণ চেহারা, চুল রুক্ষ, দেহের বর্ণও ফর্সা করিবার চেষ্টায় খসখসে ও শ্রীহীন মুখে অপর্য্যাপ্ত রুজ-পাউডারের অভিযানে মুখ অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ ও শ্বেতাভা-চিহ্নিত। পায়ে হাই-হীল জুতা, হাতে ভ্যানিটী-ব্যাগ ঝুলিতেছে। চাহনিতে দেহভঙ্গিতে চপল স্বৈরাচার পরিস্ফুট। বয়স পনের কিংবা ত্রিশ অনুমান করা কঠিন

নীলিমা। কি রে মন্দা, কি হচ্ছে! উর্ম্মি কোথায়?

মন্দা। (শুষ্কস্বরে) নীলিমাদি যে! কি খবর?

নীলিমা। এই এলুম! (সোফায় বসিয়া) শুনলুম নাকি মস্ত শিকার ফাঁসিয়েছিস?

মন্দা। ও আবার কি কথা?

নীলিমা। নে নে—ন্যাকামো করিস নি। কে ফাঁসালে? তুই না উর্ম্মি?

মন্দা। নীলিমাদি, ও সব কথা আমার ভাল লাগে না।

নীলিমা। তা লাগবে কেন? তোরা যে ডুবে ডুবে জল খেতে ভালবাসিস। আমার ও সব নেই, যা করব খোলাখুলি করব। (আয়না ও রুজ বাহির করিয়া গালে ঘষিতে ঘষিতে) এই সেদিন পর্য্যন্ত কুমার বীরেন চৌধুরীকে খেলালুম—ললি ধীরা দেখে হিংসেয় ফেটে মরে। তারপর তার ওপর যখন অরুচি ধরে গেল, তখন তাকে বিদেয় করে দিলুম। এখন ক্যামাক ষ্ট্রীটের বিজন মিত্তিরকে নিয়ে পড়েছি। দিব্যি গান গায় আর পয়সাও খরচ করে খুব।

থিয়েটার, সিনেমা, পেলিটি, গ্র্যাণ্ড হোটেল লেগেই আছে—চল না, তোদেরও আজ নিয়ে যাই। একটা নতুন জায়গায় যাব।

মন্দা। আমাদের দরকার নেই।

নীলিমা। তোরা দিন দিন কুণো হয়ে যাচ্ছিস, যেন সেকেলে হিঁদুর ঘরের কনে বৌটি। আজকালকার এই আধুনিকতার যুগে যদি প্রাণ খুলে আমোদই না করলুম, তা হলে নারী-প্রগতি করে লাভ কি? সিগারেট আছে? দে একটা, বড় গলা শুকিয়ে গেছে।

মন্দা। সিগারেট নেই, আমরা তো কেউ সিগারেট খাই না। তবে জ্যাঠামশায় তামাক খান, যদি চাও তো এক কলকে সেজে এনে দিতে পারি।

নীলিমা। হরিড! তামাক খাব কি? তুই একেবারে হোপলেস, একটু সেন্স অব হিউমারও কি নেই—গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বসলে আমাকে কি রকম দেখাবে বল তো?

ভ্যানেটি-ব্যাগ হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইল

মন্দা। মন্দ দেখাবে না। সেকেলে বুড়ী বেগম বলে ভুল হবে।

নীলিমা। বুড়ী! আমাকে বুড়ী দেখাবে? আমার কত বয়স জানিস?

মন্দা। জানি। চিরকালই শুনে আসছি পনর পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছ।

নীলিমা। আমার বয়স এখন উনিশ বছর। তা সে যাক। তোদের নতুন শিকারের নাম বলবি না তো? বলিস নি; বললে আমি কিছু আর তোদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতুম না। আমার নিজের পিছনেই এত ইয়ং ব্লাড ঘুরে বেড়ায় যে তাদের সামলাতে পারি না। বরং তোদের দরকার হলে বলিস দু-চারটে পাঠিয়ে দেব। (রিষ্ট-ওয়াচ দেখিয়া) আজ উঠি, বিজনের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে।

(যাইতে যাইতে থামিয়া) সেদিন বিজন আমাকে লক্ষ্য করে একটা গান গাইলে, ওঃ, হাউ এক্সক্রুশিয়েটিংলি সুইট! শুনবি?

মন্দা। (অসহায়ভাবে) শোনাও।

নীলিমা পিয়ানোয় বসিয়া গাহিল

খুট খুট বুট পায়—কে গো তরুণী
রুজ পাউডার মেখে রাঙা-বরণী!
আঁচল লুটায়ে পড়ে গো—
বডিস পাগল করে গো—
লাবণ্যে টলমল হেম-তরণী।
ছল ছল বয়ে যায় রূপ বন্যা
কে গো তুমি যৌবন-বন-কন্যা।
কপোলে আপেল ফলে গো—
তনুমন চঞ্চলে গো—
আগুন লাগায় মনে ফুল-ধন্বা।

মন্দা গান শুনিতে শুনিতে কানে আঙুল দিয়া রহিল

নীলিমা। (গান শেষ করিয়া) ওকি! কানে আঙুল দিয়ে বসে আছিস যে? কেমন শুনলি? বিজন কি নটি বল তো?

মন্দা। তোমার ও বেহায়া গান আমি শুনি নি।

নীলিমা। বেহায়া গান! হাউ ফানি! তোর প্রাণে দেখছি একটুও রসকস নেই। পুওর থিং! চললুম। দেরি হয়ে গেল, তা হোক। একটু না ভোগালে পুরুষমানুষ বশে থাকে না। উর্ম্মিকে বলিস আমি এসেছিলুম।—টা টা!

প্রস্থান

মন্দা। বাবা, হাড়ে বাতাস লাগল। কি অসভ্য লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, ঘরটা যেন নোংরা করে দিয়ে গেল।

কয়েকটা ধূপের কাঠি জ্বালিয়া দিল। কিছু পরে উর্ম্মিলা প্রবেশ করিল

উর্ম্মিলা। কাপড়চোপড় পরলি না? এই বেশেই যাবি নাকি?

মন্দা। না, এই যে যাই দিদি। নীলিমা এসেছিল।

উর্ম্মিলা। পিয়ানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম বটে। তারপর?

মন্দা। কিছুতে কি যায়! স্নাব করলেও বোঝে না—গায়ে গণ্ডারের চামড়া। খুব খানিকটা চাল মারলে, তারপর গেল। দেখ না, ঘরে ধূপ জ্বেলে দিয়েছি, তবু যদি ঘরের হাওয়া একটু পরিষ্কার হয়।

উর্ম্মিলা। বেশ করেছিস। কিন্তু যদি যেতে চাস তো শিগগির কাপড়-চোপড় পরে নে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।

মন্দা। তোর যে হঠাৎ এত চাড় বেড়ে গেল? এই তো বলছিলি—ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, যেতে মন চাইচে না।

উর্ম্মিলা। (আনত মুখে) যেতে যখন হবে তখন সময়ে যাওয়াই ভাল। নে—আর দেরি করিস নি।

মন্দা। হুঁ। যাই—

সহসা জ্ঞানাঞ্জন প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। দেখ, কি একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম। মনে পড়েছে। সেই যে সেদিন এক ছোকরা এসেছিল, সে আর আসে-টাসে না?

উর্ম্মিলা। কার কথা বলছ বাবা?

জ্ঞানাঞ্জন। আরে সেই যে—কি নাম বললে—কৃতান্ত না কি—

মন্দা। কৃতান্ত! সে আবার কে?

জ্ঞানাঞ্জন। আহা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই যে যাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কি নামটা তার—হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীমন্ত।

উর্ম্মিলা। ও, তুমি হেমন্তবাবুর কথা বলছ!

জ্ঞানাঞ্জন। না না, হেমন্তবাবু হতে যাবে কেন, তার নাম শ্রীমন্ত। আমার খুব ভাল করে মনে আছে। তা—সে আর আসে না বুঝি?

উর্ম্মিলা। না, তিনি আর আসেন নি। কেন বাবা? আমরা আজ তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি, যদি কোনও দরকার থাকে তাঁকে, বলতে পারি।

জ্ঞানাঞ্জন। বেড়াতে যাচ্ছ? বেশ বেশ। দেখ, তার মাথাটা অবিকল খরগোশের মত, যদি কোনও রকমে তার খুলিটা—

মন্দা। জ্যাঠামশাই কি বলেন তার ঠিক নেই! খরগোশের মত মাথা কেন হতে যাবে—বেশ তো ভদ্রলোকের মত চেহারা—

জ্ঞানাঞ্জন। না না, হুবহু খরগোশ। আমার চেয়ে তুমি বেশি জান? ওর খুলিটা যোগাড় করতে হবে।

উর্ম্মিলা। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) তা বেশ তো, মাথাটা চেয়ে নিয়ে আসব। সকলেরই যখন ঐ সন্দেহ আর বাবারও যখন দরকার তখন দোষ কি? কি বলিস মন্দা? কিন্তু তিনি যদি রাজি না হন?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাজি হবে। শ্রীমন্ত বড় ভাল ছেলে, কখনই অমত করবে না। তার মাথাটা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার থিওরি ভাল করে প্রমাণ হচ্ছে না। মুখটা prognathic কি orthognathic তাও মাপজোক করে দেখতে হবে। জ্যান্ত মানুষ বলে একটু অসুবিধে হবে—তা আর উপায় কি? তা ছাড়া ওর ওপর থাস্ক-নির্য্যাসের একটা এক্সপেরিমেণ্ট করলে ভাল হয়—ওঃ—

হঠাৎ একটা অন্য কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন

উর্ম্মিলা। মন্দা, একটা তলোয়ার কিম্বা ভোজালি সঙ্গে নে।

মন্দা। কেন—কি হবে?

উর্ম্মিলা। শুনলি তো হেমন্তবাবুর মুণ্ডু বাবার চাইই—যেমন করে হোক আনতে হবে।

মন্দা। তার চেয়ে অশনিবাবুর মুণ্ডু কেটে আনলে কেমন হয় দিদি? জ্যাঠামশায়েরও কাজে লাগে, আমাদেরও গায়ের ঝাল মেটে। কি বলিস?

উভয়ের হাস্য

উর্ম্মিলা। সে ভাল। আয়—

উভয়ে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল

চতুর্থ দৃশ্য

হেমন্তর গৃহের একটি কক্ষ। হেমন্ত বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজপোষাক পরিয়া ঘরে পদচারণা করিতেছে ও সিগারেট টানিতেছে। বেলা অপরাহ্ণ

হেমন্ত। নাঃ, ভালবেসে ফেলেছি—এতে আর সন্দেহ নেই। মাথার মধ্যে দিন-রাত কেবলই তারই কথা ঘুরছে। রোজ ইচ্ছে করে তাদের বাড়িতে যাই, তাকে দেখি, তার মুখের দুটো কথা শুনি। কিন্তু ভরসা হয় না, অশনি হয়তো আবার গিয়ে হাজির হবে।—অশনিকে নিয়ে বড় মুস্কিলেই পড়েছি। প্রেমকুমারবাবুর সঙ্গে রোজ তাস খেলতে যাই যদি জানতে পারে, তা হলে আর রক্ষে রাখবে না। প্রেমকুমারবাবুদের ক্লাবটি বেশ উঁচুদরের ক্লাব, সভ্যরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আর বাজি রেখে তাস খেলা তো আধুনিক সভ্যতার একটা অঙ্গ। জুয়া কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু জুয়া কে না খেলে? শেয়ার মার্কেটে জুয়া চলছে, রেস-কোর্সে জুয়া চলছে—তাতে তো কেউ কিছু বলে না! জীবনটাই তো একটা জুয়া—কিন্তু অশনি তা বুঝবে না। তার মত অবুঝ লোক দুনিয়ায় নেই, যা গোঁ ধরবে তা আর ছাড়বে না।—আজ পর্য্যন্ত কতই বা হেরেছি, বড় জোর হাজার খানেক টাকা। কি আর এমন বেশি। কথায় বলে Lucky in love, unlucky in cards! (হাস্য) তা,

ছাড়া জুয়াতে হার-জিত আছেই, আজ হারছি, কাল আবার সব জিতে নিতে পারি। প্রথম দিন তো জিতেছিলুম।—কিন্তু অশনিকে জানতে দেওয়া হবে না, জানতে পারলেই হাঙ্গামা বাধাবে।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু এসেছেন।

হেমন্ত। কোন বাবু? অশনি?

নিধিরাম। না—প্রেমকুমারবাবু।

হেমন্ত। ও—যাক। মোটর বার করতে বল।—আর দেখ, আমি এখন বেরুচ্ছি; অশনি যদি এসে আমার খোঁজখবর নেয়, তাকে বলিস আমি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছি।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে।

নিধিরাম প্রস্থান করিল। হেমন্ত একটা দেয়াল-আলমারি খুলিয়া কয়েক কেতা নোট গণিয়া পকেটে লইল। নিধিরাম ফিরিয়া আসিল

গাড়ি সদরে এসেছে।

ছড়ি লইয়া হেমন্ত প্রস্থান করিল

(ঝাড়ন দিয়া আসবাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বাবু তো জুয়া খেলছেন। রোজ তিন-চারশো টাকা নিয়ে যান, আর খালি পকেটে ফিরে আসেন। বাবুর অঢেল টাকা, দু পাঁচ শো গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? কিন্তু আমার যে গা করকর করে। কতকগুলো চোরছ্যাচড় মিলে টাকাগুলো লুটেপুটে নেবে। আমার মত গরীব-গুর্বোর পেটে গেলেও কথা ছিল, গরীবের ছানা-পোনা খেয়ে বাঁচত। কি করি? চুপ করে থাকাও যায় না। অশনিবাবুকে বলে দেব? কিন্তু বাবু যে মানা করে গেলেন; যদি জানতে পারেন আমি অশনিবাবুকে কিছু বলেছি, আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। বাবু এত

ভাল লোক যে তাঁকে রাগাতেও মন চায় না! অথচ—; এই যে অশনিবাবু আসছেন। দেখি, যদি ইসারায় বুঝিয়ে দিতে পারি।

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। হেমন্ত কোথায়, নিধিরাম?

নিধিরাম। আজ্ঞে তিনি—

মাথা চুলকাইতে লাগিল

অশনি। চুপ করে রইলে যে! কোথায় সে?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি বেরিয়েছেন। বলে গেলেন, আপনি যদি আসেন আপনাকে বলতে যে তিনি জরুরী কাজে বেরিয়েছেন।

অশনি। (তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া) জরুরী কাজ! তার আবার জরুরী কাজ কি? ইদানীং রোজ বিকেলে বেরোয় শুনিছি, কোথায় যায় তুমি জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা তো জানি না। রোজ একজন ভদ্রলোক আসেন, তাঁর সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে বেরোন।

অশনি। টাকাকড়ি নিয়ে বেরোয়! কি করে টাকা নিয়ে?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা জানি না।

অশনি। হুঁ। টাকা ফিরিয়ে আনে কিনা জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে, ফিরিয়ে আনতে তো দেখি নি।

অশনি। কত টাকা রোজ নিয়ে যায় বলতে পার?

নিধিরাম। নোটের তাড়া দেখে মনে হয় চার-পাঁচশো টাকার কম নয়।

অশনি। বল কি? রোজ এত টাকা নিয়ে কি করে? আমি এই কদিন আসি নি, এরই মধ্যে টাকা ওড়াবার একটা নতুন ফন্দি বার করে ফেলেছে! কি করছে—জুয়াড়িদের পাল্লায় পড়েছে নাকি? আচ্ছা নিধিরাম, সেদিনের পর জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়িতে আর গিয়েছিল কিনা তুমি জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে, কেষ্ট ডেলেবর বলছিল সেদিকে আর যান নি। আজকাল জোড়াসাঁকোর দিকে যান।

অশনি। জোড়াসাঁকোর দিকে কি আছে! না, ভাবিয়ে তুললে, ও অঞ্চলটা তো সুবিধের নয়। যে বাবুটি আসেন বলছিলে, তিনি কে?

নিধিরাম। তাঁর নাম প্রেমকুমারবাবু। সিড়িঙ্গে চেহারা—কাবলি-আলা অনেকদিন খেতে না পেলে যে-রকম দেখতে হয়, সেই রকম দেখতে। কথাবার্ত্তাও এমন উলটো-পালটা বলেন যে কিছুই বুঝতে পারি না, বাবু।

অশনি। দুর্ভিক্ষপীড়িত কাবুলির মত চেহারা! এ রকম মূর্ত্তি আজ-কালকার তরুণদের মধ্যে দেখা যায় বটে! হেমন্ত কি শেষে তরুণদের দলে ভিড়ল নাকি?

বাহিরে মোটর হর্নের শব্দ হইল

ঐ বোধ হয় হেমন্ত ফিরল।

নিধিরাম। আজ্ঞে না, ও তো আমাদের গাড়ির 'হরেনে'র শব্দ নয়। আর কেউ এসেছেন।

অশনি। কে এসেছেন দেখ।

নিধিরাম প্রস্থান করিল

কানাইয়ের দলকে পেছনে লাগিয়ে ভালই করেছি দেখছি। না, হেমন্তর বিয়ে দেওয়া এবার দরকার হয়ে পড়েছে, বাড়িতে একজন শাসন করবার লোক না থাকলে ওকে সামলান যাবে না।

নিধিরামের পশ্চাতে উর্ম্মিলা ও মন্দা প্রবেশ করিল

এ কি!

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ নির্ব্বাক

উর্ম্মিলা। (নিধিরামকে) হেমন্তবাবু কোথায়?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি—

অশনি। হেমন্ত বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে। আপনারা বসুন। (উর্ম্মিলা ও মন্দা অনিশ্চিতভাবে রহিল) আপনারা সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন বলুন তো ? এটা হেমন্তর বাড়ী বটে, কিন্তু হেমন্তর বদলে আমি আপনাদের অভ্যর্থনা করলে শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি হবে না। আমি হেমন্তর বন্ধু।

উভয়ে উপবেশন করিল। উর্ম্মিলার অধরে একটু হাসির আভাস দেখা দিল

উর্ম্মিলা। আপনি বোধ হয় প্রকারান্তরে বলতে চান যে হেমন্তবাবুর অবর্ত্তমানে আপনিই এ বাড়ির গৃহস্বামী ?

অশনি। অবর্ত্তমানে! না, সে বর্ত্তমানে থাকলেও আমি এ বাড়ির গৃহস্বামী, কোনও তফাৎ নেই। উপস্থিত আমাকেই আপনারা হেমন্ত বলে মনে করতে পারেন।

মন্দা ভ্রূকুঞ্চন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। উর্ম্মিলার মুখের হাসি আর একটু পরিস্ফুট হইল

উর্ম্মিলা। ও—তা হলে কি আমরা আপনাকে হেমন্তবাবু বলেই ডাকব ?

অশনি। তা আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় ডাকুন, আমি আপত্তি করব না। মোট কথা আমার ব্যবহারটা আজ সব দিক দিয়ে হেমন্তবাবুর মতই হবে, অশনিবাবুর মত নয়।

উর্ম্মিলা। এরকম অভাবনীয় ব্যাপার ঘটবার কারণ কি ?

অশনি। কারণ আজ আমি হেমন্তর প্রতিভূ, তার মান্য অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ করাই আমার কাজ।—নিধিরাম, চায়ের ব্যবস্থা কর।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

উর্ম্মিলা। (হঠাৎ হাসিয়া) আচ্ছা অশনিবাবু—থুড়ি—হেমন্তবাবু, আপনি তো ইচ্ছে করলে বেশ মিষ্টি কথা বলতে পারেন।

অশনি। আমাকে কি আপনারা—থুড়ি—অশনিবাবুকে—কি আপনারা স্বভাবতই একটা কটুভাষী পাষণ্ড মনে করেছিলেন ?

উর্ম্মিলা। এরকম মনে করবার সুযোগ কি অশনিবাবু আমাদের দেন নি ?

অশনি। বোধ হয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পক্ষে সামান্য একটু সাফাই আছে এবং সেই সাফাইটুকু প্রকাশ করে আজ আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করব। দেখুন, হেমন্ত আর অশনি ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই দুজনে ঝগড়া করেছে—মারামারি করেছে—কিন্তু কেউ কাউকে বিপদে ফেলে সরে দাঁড়ায় নি। একবার ইস্কুলের কতকগুলো ছেলে একজোট হয়ে অশনিকে আক্রমণ করে। অশনি তখন একলা ছিল, কিন্তু হেমন্ত খবর পেয়ে একটা নদী সাঁতরে এসে অশনির সঙ্গে যোগ দেয়। শেষ পর্য্যন্ত দুই বন্ধুরই জয় হল। শত্রুপক্ষ হটে গেল। কিন্তু সে যুদ্ধের চিহ্ন এখনও হেমন্তর গায়ে বিদ্যমান আছে, তার বাঁ হাতখানি যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন, দেখবেন সেটা ভাঙা। যাক, আসল কথা, ওরা কেউ কাকে ছাড়তে পারে না, নিয়তি ওদের দুজনকে এক শিকড়ে বেঁধে দিয়েছেন। একজন যদি কূয়ায় পড়ে, আর একজনকেও সেই সঙ্গে কূয়ায় পড়তে হবে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল

উর্ম্মিলা। আপনার সাফাই কি শেষ হয়ে গেল ?

অশনি। না, আর একটু আছে। ভাগ্যক্রমে কূয়ায় পড়ার সুযোগটা অশনির চাইতে হেমন্তর বেশি; কারণ তার পিতৃপুরুষরা তার জন্যে অগাধ ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন এবং তার প্রকৃতিটা এতই সরল যে সে মানুষকে অবিশ্বাস করতে জানে না। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পৃথিবীতে যত লুব্ধ প্রবঞ্চক আছে সকলের মতলব কি করে ওকে ঠকাবে। অশনিকে তাই সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

অনেকবার অনেক অপ্রীতিকর কাজ তাকে করতে হয়েছে। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখুন, না করেও তার উপায় ছিল না।

উর্ম্মিলা। অশনিবাবু তা হলে আমাদেরও লুব্ধ প্রবঞ্চকের পর্য্যায়ে ফেলেছিলেন ?

অশনি। ভুল সকলেই করে, সেও করেছিল। সেজন্যে অশনিরই বকলমে আমি মাপ চাইছি, তাকে মাপ করতে হবে।

উর্ম্মিলা। মাপ করবার কিছু নেই। মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া এবং নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে পারা তো সৌভাগ্যের কথা অশনিবাবু।

অশনি। হেমন্তবাবু। অশনি এখানে নেই।

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেমন্তবাবু। (হাস্য)

চা ইত্যাদি লইয়া নিধিরামের প্রবেশ। অশনি এক পেয়ালা মন্দাকে দিল, মন্দা পেয়ালা হাতে লইয়া ঘরের আসবাবপত্র দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। অশনির কথাবার্ত্তা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

অশনি। (উর্ম্মিলাকে চায়ের পেয়ালা বাড়াইয়া দিয়া) নিন !

উর্ম্মিলা। (লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া) আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

অশনি। (বিস্মিত) ছেড়ে দিয়েছেন ? সে কি ! কেন ?

উর্ম্মিলা। অনাবশ্যক বলে। চায়ের বিষে সুস্থ সহজ শরীরকে বিষাক্ত করে তোলা দরকার মনে করি না।

অশনি। (আনন্দ-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া) আমার কথাটা তা হলে আপনার মনে আছে। সত্যি, কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে—

উর্ম্মিলা। আপনার আনন্দ হচ্ছে কেন ? হলে অশনিবাবুর হওয়া উচিত।

অশনি। ও—ঠিক তো ! (হাস্য) কিন্তু অশনির ঐ তুচ্ছ কথাটা যে আপনি মনে করে রেখেছেন—

উর্ম্মিলা। অশনিবাবুর কোনও কথাই তুচ্ছ নয়—প্রত্যেকটি কথা ছুঁচের

মত গায়ে বেঁধে। কিন্তু যাক, এর পর আর বোধ হয় অশনিবাবুর আমাদের বাড়ি যেতে কোনও বাধা নেই ?

অশনি। না, নেই। একটা কাজের জন্যে হয় তো সে শীঘ্রই যাবে আপনাদের বাড়িতে—

উর্মিলা। কি কাজ ?

অশনি। (মৃদুহাস্যে) চাঁদা। ছেলেদের একটা স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান আছে, আমি তার সভাপতি। তারা বার্ষিক উৎসব করবে, কিছু চাঁদা চাই।

উর্মিলা। কত চাঁদা আমাকে দিতে হবে ?

অশনি। আপনি খুশি হয়ে যা দেবেন। জোর তো কিছু নেই।

উর্মিলা। তা বটে। বেশ, চাঁদা দেব। আচ্ছা, আপনি স্কুলের ছেলেদের বড় ভালবাসেন, না ?

অশনি। তাদের নিয়েই তো আমার জীবন।

উর্মিলা। তাদের উপকার করতে, সাহায্য করতে আপনার খুব ভাল লাগে ?

অশনি। তা জানি না। তারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি, তাই উপকার করা বা সাহায্য করার কথা মনেই আসে না। যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে আর কিছুই দরকার হয় না; আর যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে দূর থেকে উপকার করবার চেষ্টা আমার তো মনে হয় ভস্মে ঘি ঢালা।

উর্মিলা। মনে করুন আমি যদি দেশের ছেলেদের কিছু উপকার করবার চেষ্টা করি তা হলে কি পারব না ?

অশনি। না, পারবেন না। কারণ ভালবাসা তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পর্য্যন্ত আপনার নেই। তাদের অভাব অভিযোগ না জানলে, তাদের মনের পরিচয় না পেলে, কি করে তাদের দুঃখ

দূর করবেন? তাদের দুঃখটা তো অন্নবস্ত্রের নয়। আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ঊর্দ্ধে থেকে ভিক্ষাই দেওয়া যায়, সহানুভূতি দেওয়া যায় না।

ঊর্ম্মিলা। তবে কি আমি দেশের কোনও কাজ করবার উপযুক্ত নই?

অশনি। সে কথা আমি বলি নি। আপনিও দেশের এবং দশের কাজ করতে পারেন, কিন্তু তা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে।

ঊর্ম্মিলা। ঠিক বুঝতে পারলুম না।

অশনি। দেখুন, মেয়েদের মনের গঠন এমনই যে তাঁরা ব্যাপকভাবে ভালবাসতে পারেন না, তাঁদের প্রেম সর্ব্বদা একটি ব্যক্তিবিশেষকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা আমি নিন্দা করবার অভিপ্রায়ে বলছি না; ভেবে দেখুন আমার কথা সত্যি কি না!

ঊর্ম্মিলা। এটা কি শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে বলছেন?

অশনি। না, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতার শ্রেণীবিভাগটা কৃত্রিম, আসলে নারীপ্রকৃতি সকল অবস্থাতেই এক।

ঊর্ম্মিলা। তারপর?

অশনি। মেয়েরা যাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রাণ দেওয়া তাদের পক্ষে কিছু শক্ত নয়, কিন্তু যেখানে তারা ভালবাসে না সেখানে কড়ে আঙুল নাড়তে তারা অনিচ্ছুক। এই তাদের প্রকৃতি। তাই কেবল তখনই তারা দেশের কাজ করতে পারে যখন তাদের ভালবাসার পাত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে দেশের সঙ্গে জড়িত, নচেৎ পারে না। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?

ঊর্ম্মিলা। বোধ হয় পেরেছি। আপনি বলতে চান, মেয়েমানুষ এক-জনকেই ভালবাসতে পারে, বহুকে নয়; এবং সেই একজন যদি দেশের কাজ করে তবেই তার ভালবাসার খাতিরে মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে

দেশের কাজ করতে পারে—না হলে নয়। পুরুষেরা কিন্তু ইচ্ছে করলেই বহুকে ভালবাসতে পারে ?

অশনি। তার দৃষ্টান্তও তো ইতিহাসে রয়েছে।

উর্ম্মিলা। (ঈষৎ হাসিয়া) তা জানি। ইতিহাসে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জোয়ান অব আর্কের মত মেয়ের দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু সে যাক্। তর্ক করলেই তর্ক বেড়ে যাবে। কিন্তু আপনার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার মতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে।

অশনি। হয়েছে, স্বীকার করছি। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। আপনারও তো পরিবর্ত্তন হয়েছে।

উর্ম্মিলা। আমার পরিবর্ত্তন কোথায় দেখলেন ?

অশনি। আপনি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি বলছি আমার যে কত আনন্দ হয়েছে তা কি বলব। ব্যাপারটা অতি সামান্যই, তবু দেখতে পেয়েছি সত্যের আলো আপনার বুকের মধ্যে জ্বলছে, —সেখানে অন্ধকার নেই, ফাঁকি নেই। আজ আপনার কাছে স্বীকার করছি যে আপনাকে দেখেই আমার চোখ খুলে গেছে। শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তনের জন্যে আপনিই প্রধানত দায়ী।

উর্ম্মিলা। (হৃদয়াবেগ লুকাইবার জন্য লঘুস্বরে) কিন্তু তবু আমি দেশের বা দশের কাজ করবার উপযুক্ত নই ? চাঁদা দেওয়ার বেশি অধিকার আমার নেই ?

অশনি। সে অধিকার হয় তো আপনার শীঘ্রই জন্মাবে।

উর্ম্মিলা। তার মানে ?

অশনি। তার মানে—(থামিয়া গিয়া) আগেই তো বলেছি, মানুষ যখন ভালবাসে তখনই সে কাজ করবার অধিকার পায়। কিন্তু তার আগে পদে পদে বাধা—লোকলজ্জা, স্বার্থ, মান-অপমানের ভয়

—হাজার রকম বিঘ্ন পথ আগলে দাঁড়ায়। আপনি হয় তো গল্প শুনে থাকবেন স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী প্রাণ দিয়েছে, কোনও বাধা মানে নি। কেন মানে নি বলতে পারেন ?

উর্ম্মিলা। ভালবেসেছিল—তাই।

অশনি। ব্যস্, ঐ এক কথা—omnia vincit amor! আপনিও যেদিন কোন এক ভাগ্যবানের পাশে সগর্ব্বে সগৌরবে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন সেদিন আপনারও আর কোন বাধা থাকবে না।

উর্ম্মিলা নত মুখে নীরব হইয়া রহিল, অশনিও আর কথা কহিল না। মন্দা উর্ম্মিলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল

মন্দা। দিদি, হেমন্তবাবু তো এখনও এলেন না ?

উর্ম্মিলা। (চমক ভাঙিয়া) হ্যাঁ, বড় দেরি হয়ে গেল। আজ আমরা তা হলে উঠি। (গাত্রোত্থান) চাঁদা আনতে যাবেন কিন্তু, অশনিবাবু—

অশনি। হেমন্তবাবু। আপনাদের সমুচিত অতিথি সৎকার করতে পারলুম না, অনেক ত্রুটি রয়ে গেল ; সেজন্য মার্জ্জনা করবেন।

কানাই ও তাহার কয়েকজন সহচর প্রবেশ করিল

কি খবর কানাই ?

কানাই। একটা খবর ছিল সার্।

অশনি। (কাছে গিয়া) কি কথা ?

কানাই। হেমন্তবাবুর সন্ধান পেয়েছি। তিনি জোড়াসাঁকোর এক জুয়ার আড্ডায় গিয়েছেন।

অশনি। যা ভয় করেছিলুম তাই। তোমরা দাঁড়াও, এখনই আমি তোমাদের সেখানে যাব। (উর্ম্মিলাকে) আমাকেও বেরুতে হল, কানাই একটা জরুরি খবর এনেছে।

উর্ম্মিলা। এরা কারা অশনিবাবু ?

অশনি। এরা আমার শিষ্য।

উর্ম্মিলা। বাঃ, চমৎকার শরীর তো এদের! আপনি বুঝি এদের ব্যায়াম শিক্ষা দেন?

অশনি। হ্যাঁ। কানাই, এদিকে এস। (কানাই কাছে গিয়া নমস্কার করিল) ইনি তোমাদের চাঁদা দেবেন স্বীকার করেছেন।

কানাই। (তৎক্ষণাৎ খাতা খুলিয়া) আপনার নামে কত লিখব?

অশনি। আরে অত তাড়াতাড়ি নয়, কত দেবেন সে পরে ঠিক হবে। কানাইয়ের ধৈর্য্য বলে কোন বালাই নেই।

উর্ম্মিলা। আমি দশ টাকা দেব, তোমার খাতায় লিখে নাও—উর্ম্মিলা দেবী। (অশনিকে) কেমন, হবে তো?

অশনি। একটু বেশি হল, তা কানাইয়ের বেশিতে অরুচি নেই। কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না, এবার আমাকে যেতে হবে।

উর্ম্মিলা। বেশ তো, আপনি যান না, আমরাও তো যাচ্ছি।

অশনি। আপনাদের আগেই আমার চলে যাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কর্ত্তব্য আগে! নমস্কার! দু-চার দিনের মধ্যেই চাঁদার খাতা নিয়ে হাজির হব।

দলবল লইয়া প্রস্থান করিল। উর্ম্মিলা কিয়ৎকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিল

উর্ম্মিলা। চল মন্দা, আমরাও যাই।

মন্দা। চল। আজ মিছেই আসা হল; হেমন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

উর্ম্মিলা। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ, আর থেকে লাভ নেই। কোথায় গেলেন অশনিবাবু কে জানে! মুখে যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখলুম। আয় মন্দা।

উভয়ে প্রস্থান করিল

পঞ্চম দৃশ্য

জুয়ার আড্ডা। রাত্রিকাল। কয়েকটি চতুষ্কোণ টেবিল ঘিরিয়া জুয়া চলিতেছে। খেলোয়াড়গণের মুখে একাগ্রতা ও সিগারেট জ্বলিতেছে; কথা বড় কেহ কহিতেছে না। মাঝে মাঝে টাকার ঝনৎকার শুনা যাইতেছে। কেহ 'আমার বাজি' বলিয়া টাকা টানিয়া লইতেছে। কেহ পকেট হইতে টাকা ও নোট বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিতেছে। একটা টেবিলে হেমন্ত, গজানন ও দুইজন খেলোয়াড় রানিং ফ্লাশ খেলিতেছে। গজানন ভিন্ন সকলের মুখেই তীব্র উত্তেজনা। হেমন্ত পুনঃ পুনঃ নোট বাহির করিয়া টেবিলে রাখিতেছে —কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

একটি টেবিলে একজন একাকী বসিয়া তাস ভাঁজিতেছে, সেখানে খেলোয়াড় জুটে নাই। প্রেমকুমার শরীরী প্রেতাত্মার মত খেলোয়াড়দের খেলা দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবলরাম ঘরের দ্বারের কাছে চেয়ারে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কানে পায়রার পালক দিতেছে।

মাড়োয়ারী প্রবেশ করিল

কেবলরাম। (নিম্নস্বরে) আসুন শেঠজি। আজ আপনার দেরি যে!

শেঠ। হোয়ে গেল কুছু দেরি। আপনার ঘর তো ভর্ত্তি!

কেবলরাম। একটা টেবিল খালি আছে, ঐ দিকে যান।

মাড়োয়ারী শূন্য টেবিলে গিয়া বসিল। কেনারাম প্রবেশ করিল

কেনারাম। (নিম্নস্বরে) অক্ষয়বাবু আসতে চায়।

কেবলরাম। আসতে দিও না। বলে দাও আজ নয়।

কেনারাম। যাচ্ছে না—চেঁচামেচি করছে।

কেবলরাম। (একটু চিন্তা করিয়া) এই দুটো টাকা দিয়ে তাকে মদের দোকানে পাঠিয়ে দাও। মদের পয়সা পেলেই চলে যাবে।

কেনারাম। (টাকা লইয়া) আচ্ছা—

কেনারাম চলিয়া গেল। কেবলরাম উঠিয়া হেমন্তর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল কিছুক্ষণ খেলা দেখিবার পর তাহার কানে কানে বলিল—

কেবলরাম। হেমন্তবাবু, এক গ্লাস সরবৎ ?

হেমন্ত। বেশ তো!

কেবলরাম বাহির হইয়া গেল ও এক গ্লাস সরবৎ আনিয়া হেমন্তর পাশে রাখিল

এ কিসের সরবৎ ?

কেবলরাম। ঘোলের।

হেমন্ত। কিন্তু এর রং যে সবুজ দেখছি।

কেবলরাম। (চুপি চুপি) একটু সিদ্ধি মেশানো আছে।

হেমন্ত। সে কি! সিদ্ধি আমি খাই না।

কেবলরাম। খুব সামান্যই আছে—নেশা হবে না। সিদ্ধি খেলে খেলায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুঝলেন না!

হেমন্ত। ও—আচ্ছা তবে থাক।

খেলা চলিতে লাগিল

সাহেববেশী বিজন ও তাহার কনুই ধরিয়া নীলিমা প্রবেশ করিল

প্রেমকুমার তাহাদের দেখিয়া ছুটিয়া আসিল

প্রেমকুমার। আসুন মিস্ নীলিমা।

নীলিমা। হেল্লো প্রেম। তুমিও এখানে যে!

বিজন। যেখানে মধু সেইখানেই ভোমরা—হাঃ হাঃ হাঃ!

প্রেমকুমার। (আবেগভরে) মিস্ নীলিমা, প্রকৃত আধুনিক প্রগতিশীলা নারী আপনি। আপনাকে পাওয়া সৌভাগ্য আমাদের।

বিজন। Not so fast, প্রেম। নীলিমাকে এখনও তুমি পাও নি! (কানে কানে) She is mine now. Don't you try to poach.

নীলিমা। Oh, you naughty youngmen! আমাকে নিয়ে ঝগড়া ক'র না। এস, খেলা যাক। বিজন, টাকা এনেছ তো?

বিজন। You bet, এনেছি বইকি !

কেবলরাম। আসুন, এই টেবিলে আসুন।

মাড়োয়ারীর টেবিলে লইয়া গিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল

হেমন্ত। আমার আর টাকা নেই। আজ আর খেলব না।

কেবলরাম। বিলক্ষণ! টাকা না থাকে আমি দিচ্ছি। কত চাই বলুন হেমন্তবাবু। এক হাজার দু হাজার—যা দরকার দিচ্ছি।

হেমন্ত। কিন্তু অত টাকা আমাকে বিশ্বাস করে দেবেন ?

কেবলরাম। সে কি মশায়! আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে টাকা ধার দেব না তো দেব কাকে ? আপনি তো আর এ ক'টা টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবেন না !

হেমন্ত। আচ্ছা, দিন কিছু। আশ্চর্য্য! আজ ভাল হাত পেয়েও হেরে গেলুম। মাথায় রোখ চড়ে গেছে—আর এক হাত দেখব।

কেবলরাম। বেশ তো, কত দেব বলুন। আমার পকেটেই টাকা আছে।

পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল

হেমন্ত। দিন পাঁচশো। কালই ফেরত পাবেন।

কেবলরাম। যখন ইচ্ছে দেবেন। সেজন্যে সঙ্কুচিত হবেন না হেমন্তবাবু। কিন্তু আমি বলছিলুম, একেবারে হাজার টাকা নিয়ে বসুন না; তাতে খেলার জুৎ হবে, ইচ্ছে করলে বড় দান দিতে পারবেন। বড় দান না দিলে বড় বাজি তো মারা যায় না।

হেমন্ত। আচ্ছা, হাজারই দিন। (টাকা লইতে লইতে) দেখুন, ধার নেওয়া আমার অভ্যেস নেই, তাই, বড় সঙ্কোচ বোধ হয়।

কেবলরাম। ও ক্রমে অভ্যেস হয়ে যাবে। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আপনাকে টাকা ধার দেওয়া আর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা দুই সমান।

কানাইয়ের দল সহ অশনি প্রবেশ করিল। পিছনে হতবুদ্ধি কেনারাম

অশনি। সে কথা ঠিক। বরং তার চেয়েও ভাল; কারণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এত মোটা সুদ দিতে পারবে না।

কেবলরাম। আপনারা কি চান এখানে? কেনারাম!

কেনারাম। আজ্ঞে, এঁরা জোর করে ঢুকে পড়লেন।

হেমন্ত। অশনি, তুমি—তুমি—

অশনি। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। এখন এ আড্ডার আড্ডাধারী কে? (কেবলরামকে) তুমি বোধ হয়?

খেলোয়াড়রা খেলা বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল

কেবলরাম। কি চান আপনি?

অশনি। আমি শুধু তোমাকে একটি কথা বলতে চাই? আর যাকে ইচ্ছে তোমার জুয়ার আড্ডায় ভুলিয়ে এনে ঠকিয়ে টাকা নাও, আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই হেমন্তবাবুটির দিকে নজর দিও না। তা হলে বিপদে পড়বে।

কেবলরাম। (ব্যঙ্গস্বরে) বটে!

কানে পালক দিতে লাগিল

হেমন্ত। তুমি এসব কি বলছ অশনি! কেবলরামবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এখানে সকলেই ভদ্রলোক, সখের জন্যে বাজি রেখে তাস খেলেন। এখানে ঠকানোর কথা উচ্চারণ করাও অভদ্রতা। খেলায় হার-জিৎ আছেই—

অশনি। অবশ্য। আজ পর্য্যন্ত কত হেরেছ শুনি?

হেমন্ত। বেশি নয়।

অশনি। তবু—হাজার খানেক?

হেমন্ত। তা হবে। কিন্তু তাই বলে—

অশনি। কিন্তু তাই বলে এঁরা যে তোমাকে ঠকাচ্ছেন সেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না—কেমন? কেবলরামবাবু মহাশয় ব্যক্তি, পরদ্রব্যকে উনি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেন—কি বল? তোমাকে টাকা ধার দিয়ে সৎকার্য্যে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে ঐ যে দেখতে পাচ্ছি—(গজাননকে নির্দ্দেশ) যিনি নিছক উদারতাবশত তোমাকে ঘোড়া বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। তোমাকে ঠকাবার চিন্তা এঁদের মনের কোণেও ছিল না, কেবল তোমাকে বিশুদ্ধ আনন্দ দেবার জন্যেই এঁদের প্রাণ কাঁদছিল। হেমন্ত, বুদ্ধি কি তোমার কোনও দিন হবে না? একদল জোচ্চোর জুয়াড়ীর পাল্লায় পড়েছ তা এখনও বুঝতে পারছ না?

হেমন্ত। না। আমি এ ক'দিনে হেরে গেছি তা ঠিক, কিন্তু সে আমার লাক্! কেউ জুচ্চুরি করে আমায় হারিয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না।

অশনি। আজ কত হেরেছ?

হেমন্ত। পাঁচশো।

অশনি। কার কাছে হেরেছ?

হেমন্ত। ঐ ওঁর কাছে—

গজাননকে দেখাইল

অশনি। কোন্ খেলায় হেরেছ?

হেমন্ত। রানিং ফ্লাশ।

অশনি। বেশ। কানাই, তোমরা ঐ লোকটার কাপড়-চোপড় খুঁজে দেখ তো।

গজানন। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া) খবরদার, আমার গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না।

কেবলরাম। আপনি বে-আইনি কাজ করছেন তা জানেন! জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকেছেন, তারপর—

অশনি। জানি বই কি—সব জানি। তোমার সাহস থাকে পুলিসকে খবর দাও। কানাই, যা বললুম কর।

কানাই ও তাহার সঙ্গিগণ গজাননকে ধরিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল

কানাই। এই যে সার্, আস্তিনের মধ্যে একটা হরতনের টেক্কা, আর জোকার রয়েছে।

অশনি। (হেমন্তকে) এবার বিশ্বাস হচ্ছে?

হেমন্ত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হইয়া রহিল

হেমন্ত। কেবলরামবাবু, আমি জানতাম না। আপনার টাকা ফেরত নিন, আর কখনও আমি এখানে আসব না।

কানাই। টাকা ফেরত দেবেন না হেমন্তবাবু, ও টাকা তো আপনারই, জোচ্চোরেরা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল।

হেমন্ত ইতস্তত করিতে লাগিল

অশনি। না, ও নোংরা টাকা নিয়ে কাজ নেই হেমন্ত, যা গেল সেটা তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জরিমানা—আক্কেল সেলামি। (হেমন্তর হাত হইতে নোট লইয়া কেবলরামের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল।) এই নাও। কিন্তু বলে গেলুম, ভবিষ্যতে আর কখনও হেমন্তকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করো না। এস হেমন্ত।

হেমন্ত। অশনি, আমি সত্যই আহাম্মক। ভেবেছিলুম এটা ভদ্রলোকের ক্লাব। আর কখনও আমি—

অশনি। আর কখনও যাতে এ রকম ভদ্রলোকদের পাল্লায় পড়বার সুযোগ না পাও তার ব্যবস্থা আমি করব। এখন এস।

অশনি হেমন্ত ও কানাইয়ের দল প্রস্থান করিল। একে একে অন্যান্য খেলোয়াড়েরাও উঠিয়া গেল। নীলিমা থিয়েটারি ভঙ্গিতে 'প্রেম! বিজন আমাকে বাইরে নিয়ে চ।' বলিয়া মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া এলাইয়া পড়িল। প্রেমকুমার ও বিজন তাহার দুই হাত ধরিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। ঘরে কেবলরাম, গজানন ও আড্ডার দুইজন ভৃত্য ছাড়া আর কেহ রহিল না

কেবলরাম। কেনারাম!

কেনারাম। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—

কেবলরাম। পিল্লু ওস্তাদকে খবর দাও।

গজানন। বাবা কেবলরাম, ও সেই শালা বন্ধু!

কেবলরাম। বুঝেছি। (ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া) সব চলে গেছে, বোধ হয় আর কেউ আসবে না। আমার আড্ডা ভেঙে দিয়ে গেল। আচ্ছা! কেনারাম, পিল্লু ওস্তাদকে ডেকে আন। কত বড় বন্ধু আমি একবার দেখব।

কেবলরাম কানে পালক দিতে লাগিল কিন্তু তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। কেনারাম নিষ্ক্রান্ত হইল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হেমন্তর বহিঃকক্ষ। হেমন্ত, অশনি ও বামনদাসবাবু আসীন। বামনদাসবাবু হেমন্তর বাপের আমলের ষ্টেটের প্রবীণ উকিল। দাড়ি ও চশমা আছে; তাঁহার হাতে দলিল ও পাশে একটি চামড়ার স্যাচেল; মুখ গম্ভীর।

১ বামনদাস। দলিলটা কি পড়ে শোনাব?

হেমন্ত। না না, অতবড় দলিল পড়ে শোনাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। যা যা বলে দেওয়া হয়েছিল সব লিখেছেন তো? তা হলেই হল।

বামনদাস। সবই লিখেছি। এটা খসড়া, তাই একবার পড়ে শোনাতে চাই। আপনারা দুজনেই উপস্থিত আছেন, যদি কিছু অদল-বদল করতে চান—

অশনি। অদল-বদল করবার কিছু আছে কি? কথা তো সামান্যই—হেমন্ত তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিঃসর্ত্তে আমাকে দান করছে। এ কথা লিখেছেন তো?

বামনদাস। হাঁ, লিখেছি।

হেমন্ত। বাস্—তা হলে আর অদল-বদলের দরকার নেই। আদালতের কাজ আপনি সব ঠিক করে রাখুন, কালই রেজিষ্ট্রি করে দেব।

বামনদাস। কিন্তু—দেখুন, আমি আগেও বলেছিলুম এখনও বলছি—

হেমন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন আমার মনে আছে। আপনি আমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, ভাল বুঝেই বলেছিলেন—সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি স্থির করে ফেলেছি বামনদাসবাবু, এখন আর মত বদলাতে পারব না। আপনি আজ তা হলে—

বামনদাস। দেখুন, আপনার বাবার আমল থেকে আমি আপনার ষ্টেটের

উকিল; তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না হোক, ঠিক উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক ছিল না, ঘনিষ্ঠতাই ছিল। সেই সম্পর্কের অধিকারে আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি কাজ ভাল করছেন না।

অশনি। আপনি আমার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ করছেন?

বামনদাস। অশনিবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না—কিন্তু আমি উকিল, বত্রিশ বছর এই কাজ করছি। মানুষ অনেক দেখেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মানুষের সদভিপ্রায়ের ওপর আমার বড় বেশি শ্রদ্ধা নেই। আপনার সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলতে চাই না—হয় তো আপনার অভিপ্রায় ভালই। কিন্তু চিরদিন আপনার মন যে এমনই থাকবে তার স্থিরতা কি আছে? সম্পত্তি হাতে পেয়ে আপনি নিজমূর্তি ধারণ করতে পারেন।

হেমন্ত। আপনিও কি বলছেন বামনদাসবাবু? অশনি আমার বন্ধু; নিজের টাকায় আর আমার টাকায় ও কোনও প্রভেদ দেখে না—আমিও দেখি না।

বামনদাস। খুব উচ্চ অঙ্গের বন্ধুত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, বন্ধুত্ব যত উচ্চই হোক, টাকার সম্পর্কে এলে আর তা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও আমার আশঙ্কা হচ্ছে—

হেমন্ত। (ঈষৎ রুক্ষস্বরে) আপনার আশঙ্কা অমূলক। এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোন আলোচনা করতে চাই না।

অশনি। বামনদাসবাবু, আপনি যা বলছেন তা খুবই সত্যি; আমি যে হেমন্তকে ঠকাব না, একথা এখন জোর করে আমিও বলতে পারি না। আমরা দুজনে জেনে শুনেই এ পথে নামছি; টাকার সম্পর্কে এসে আমাদের বন্ধুত্ব টেঁকে কি না একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক না! মনে করুন, এটা আমাদের বন্ধুত্বের অগ্নিপরীক্ষা।

বামনদাস। (শ্লেষপূর্ণস্বরে) কিন্তু ধরুন, অগ্নিপরীক্ষায় যদি আপনি উত্তীর্ণ হতে না পারেন, তা হলে আপনার কোনও কষ্ট নেই, কিন্তু হেমন্তবাবুর অবস্থাটা কি রকম হবে ?

অশনি। পথে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বামনদাসবাবু, কত বড় মানুষের ছেলে স্ফূর্তি করে পথে দাঁড়াচ্ছে, এ তো আপনি বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় দেখেছেন। হেমন্ত যদি বন্ধুত্ব যাচাই করতে গিয়ে পথে দাঁড়ায় তা হলে তার খুব বেশি নিন্দে বোধ হয় হবে না।

বামনদাস। আপনারও কি তাই মত! বন্ধুত্ব যাচাই করবার জন্যে পথে দাঁড়াতেও রাজি ?

হেমন্ত। হ্যাঁ—রাজি।

বামনদাস। বেশ। আমার কর্ত্তব্য আমি করলুম, এখন আপনার ইচ্ছে। নাবালক যখন নন তখন আপনার সম্পত্তি আপনি নয়-ছয় করে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কালই তো রেজিষ্ট্রি করে বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে যাবে— তারপর খাবেন কি ?

হেমন্ত। খাব কি ? যা খাচ্চি তাই খাব—ভাত ডাল—

বামনদাস। (চাপা ক্রুদ্ধস্বরে) ভাত ডাল আসবে কোত্থেকে ?

অশনি। সে ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে। আমি ওকে এই বাড়িতে থাকতে দেব আর মাসে পাঁচশো টাকা দেব—তাতেই ওর খরচ চলে যাবে।

বামনদাস। ও—মাসহারা দেবেন! (বিকৃত হাস্য) আপনি রসিক বটে! (চিন্তা) তা—এক কাজ করুন না। মাসহারা আর বাড়ির কথাটা দানপত্রে উল্লেখ করে দিন না! তাতে তো কোনও ক্ষতি হবে না। কি বলেন, খসড়াতে ওটা যোগ করে দিই ?

অশনি। (বামনদাসের পদধূলি লইয়া) আপনি সত্যিই মহাপ্রাণ

ব্যক্তি। আপনাকে সাধারণ উকিল মনে করেছিলুম, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যথার্থ হেমন্তর হিতৈষী বন্ধু।

বামনদাস। কি বলছেন—আমি তো—

অশনি। (মৃদুহাস্যে) আই সি এস্ পড়বার সময় আইনও কিছু কিছু পড়তে হয়। দানপত্রে সর্ত্ত থাকলে দানপত্র যে নাকচ হয়ে যায় তা আমি জানি, কণ্ডিসনাল গিফ্‌ট কথাটা এখনও মনে আছে। হেমন্ত, তুমিও এঁকে প্রণাম কর। আমার মতই তোমার বন্ধু যদি কেউ থাকে তো সে ইনি।

হেমন্ত প্রণাম করিল

বামনদাস। (হঠাৎ রাগিয়া) আপনারা কি আমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন ?

অশনি। ছি ছি, ও কথা বলবেন না বামনদাসবাবু। আমরা আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি যদি কোনও দিন হেমন্তকে ঠকাই, তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে তার আর একজন অকৃত্রিম বন্ধু এখনও আছেন।

বামনদাস। আমি চল্‌লুম। সম্পত্তির দলিল সব আমার কাছে আছে অশনিবাবু, আপনার উকিলের নাম বলুন, কালই তাঁকে সব বুঝিয়ে দেব।

অশনি। সে কি কথা! আমার উকিল আপনিই থাকবেন।

বামনদাস। আমি এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না, আমাকে মুক্তি দিন।

অশনি। মুক্তি আপনাকে কিছুতেই দিতে পারি না। আপনার মত এমন উকিল আর পাব কোথায় বলুন ? (বামনদাস মাথা নাড়িলেন) না না, আমি কোনও কথা শুনব না ; দোহাই বামনদাসবাবু, আমাদের জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না!

বামনদাস। (নরম হইয়া) কিন্তু এরকম ছেলেমানুষি কতদিন চলবে জানতে পারি? চিরজীবন ধরেই চলবে না কি?

অশনি। না। যে দিন হেমন্তকে একটি বুদ্ধিমতী সৎপাত্রীর হাতে সমর্পণ করতে পারব, সেই দিন ওর বিষয় ওকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে নয়। আচ্ছা, আজ আসুন তা হলে। কালই যাতে রেজিষ্ট্রি হয়ে যায় সে চেষ্টা করবেন। নমস্কার!

বামনদাস। নমস্কার!

গলা খাকারি দিয়া প্রস্থান

অশনি। একেবারে খাঁটি জিনিস—যাকে বলে আকাটা হীরে!

হেমন্ত। হ্যাঁ—বাবার মুখেও শুনেছিলুম, লোক ভাল। যাক, এখন তো আর আমার কোনও বাধা-নিষেধ নেই? যা ইচ্ছে করতে পারি তো?

অশনি। নিজের অবস্থা বুঝে যা ইচ্ছে করতে পার বই কি! স্মরণ রেখ, তোমার আয় পাঁচশো টাকার বেশি নয়।

হেমন্ত। সে আমার স্মরণ থাকবে। অর্থাৎ জুয়া কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আর যাচ্ছি না। আমার আক্কেল হয়ে গেছে।

অশনি। সেটা মস্ত সুলক্ষণ। এখন যদি নিজের সম্পত্তি চটপট ফিরিয়ে নিতে চাও, তা হলে একটি বুদ্ধিশ্রীমতী সৎপাত্রীকে বিয়ে করে ফেল।

হেমন্ত। সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমি মোটেই ব্যগ্র নই ভাই। তবে ঐ যে বললে বুদ্ধিশ্রীমতী—; হ্যাঁ, আজ এক জায়গায় যেতে হবে। নিধিরাম, গাড়ি বার করতে বল।

অশনি। হঠাৎ চললে কোথায়?

হেমন্ত। আবার বাধা দিচ্ছ?

অশনি। আরে না না, বাধা দিই নি। হঠাৎ বলা কওয়া নেই, চললে কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি!

হেমন্ত। কোথায় যাচ্ছি তা এখন বলব না।

অশনি। তাই তো, নানা রকম সন্দেহ হচ্ছে। লক্ষ্মীশ্রীমতী মেয়েটির সন্ধানে বেরুচ্ছ না তো?

হেমন্ত। বলব না।

অশনি। (হঠাৎ) তুমি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়ি যাচ্ছ?

হেমন্ত। অ্যাঁ—তুমি জান্‌লে কি করে?

অশনি। (হেমন্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে) কোন্‌টি।

হেমন্ত। কি বলছ—কোন্‌টি কি?

অশনি। তা বটে, জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। (ফিরিয়া গিয়া বসিল) হেমন্ত, সত্যি তাকে ভালবেসেছ, না ছেলেমানুষি?

হেমন্ত। ছেলেমানুষি নয় ভাই, সত্যিই ভালবেসেছি, আচ্ছা, তুমিই বল, ভালবাসার মেয়ে কি সে নয়? অবশ্য তোমার নানা রকম প্রেজুডিস আছে—

অশনি। প্রেজুডিস ছিল, এখন আর নেই। তুমি যাঁর কথা বলছ তিনি ভালবাসার যোগ্য পাত্রী—

হেমন্ত। (আনন্দিত) অ্যাঁ, অশনি! সত্যি বলছ, তোমার কোনও আপত্তি নেই? বাঁচা গেল, আমার মনে একটা অস্বস্তি লেগে ছিল। এখন তা হলে নির্ভয়ে-যেতে পারি?

অশনি। নির্ভয়ে। (কিছুক্ষণ নীরব) আচ্ছা, তিনিও নিশ্চয় তোমাকে—!

হেমন্ত। সেটা ভাই জোর করে বলতে পারি না; তবে ভাবে ইঙ্গিতে মনে হয়—। কাল তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন। ভেবে দেখ, এটা কি কম কথা?

অশনি। ঠিক। ওটা আমি ভেবে দেখি নি।

বাহিরে মোটর-হর্নের শব্দ

হেমন্ত। ঐ গাড়ি এল। চললুম তা হলে—তুমি থাকবে?

অশনি। হ্যাঁ—না—তুমি এগোও, আমি একটু পরে বেরুব। নিধিরামকে দু-একটা কথা বলতে হবে। (ঈষৎ হাসিয়া হেমন্তর পিঠ চাপড়াইয়া) বঁ ভোয়াজ্—গুড্ লাক্—শিবাস্তেসন্তু পন্থানঃ—

হেমন্ত। ওরে বাস্ রে, তিনটে ভাষায় শুভেচ্ছাজ্ঞাপন! এ মিথ্যে হবার নয়, আজ একটা কিছু হবেই।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু, জলখাবার তৈরি—

হেমন্ত। এখন আর সময় নেই, সেখানে গিয়ে হবে।

প্রস্থান

অশনি। উর্ম্মিলাকে হেমন্ত ভালবাসে! কি আশ্চর্য্য, একবারও কথাটা মনে আসে নি! অথচ এইটেই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক! দুজনের প্রকৃতি ঠিক পরস্পরের বিপরীত; বিপরীতের আকর্ষণ—খুবই স্বাভাবিক। ভালই হবে; হেমন্তকে যদি কেউ চালিয়ে নিয়ে চলতে পারে তো সে ঐ উর্ম্মিলা।

নিধিরাম। বাবু, আমাকে কিছু হুকুম আছে?

অশনি। (চমকিয়া) হুকুম! না, এখন তো কোন হুকুম মনে করতে পারছি না। (স্বগত) বিয়েটা যত শিগগির হয়ে যায় ততই ভাল; হেমন্তকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ল্যাবরেটারি। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। কয়েকটা কয়োটির ছাঁচ তাকের উপর সাজানো রহিয়াছে। জ্ঞানাঞ্জনবাবু বুনসেন বার্নার জ্বালিয়া একটা টেষ্টটিউব উত্তপ্ত করিতেছেন ও বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলিতেছেন। উর্ম্মিলা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে

জ্ঞানাঞ্জন। ভেবে দেখ, পৃথিবীতে সমস্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে খাদ্য! খাদ্য না হলে মানুষের চলে না। অথচ টাকা না হলে খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই টাকার জন্য মানুষ দিবারাত্র হাহাকার করে বেড়াচ্ছে —শান্তি নেই, আনন্দ নেই, সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা, আর তার আনুষঙ্গিক জাল জুচ্চুরি ফেরেব্বাজি; সুতরাং এমন আবিষ্কার যদি করতে পারা যায়, যে লজেঞ্জের মত একটি বড়ি খেলে সাত দিন আর ক্ষিদে পাবে না, তা হলে সংসারে আর দুঃখ থাকবে না।

উর্ম্মিলা। সে তো ঠিক কথা বাবা, কিন্তু আমি বলছিলুম—

জ্ঞানাঞ্জন। ঠিক কথা নয় তো কি? সেই জন্যেই তো রাতদিন এক্সপেরিমেণ্ট করছি। মানুষের আর দুঃখ থাকবে না, সর্ব্বদাই হেসে খেলে বেড়াবে। আফিস থাকবে না, আদালত থাকবে না, হাটবাজার থাকবে না, চাষারা চাষ করবে না, মেছোরা মাছ ধরবে না। সাত দিন পরে ক্ষিদে পাবে, অমনই শিশি থেকে একটি লবঞ্চুস বার করে খাবে—বাস্, আবার চাঙ্গা।

উর্ম্মিলা। কিন্তু—

জ্ঞানাঞ্জন। কিন্তু কি! শক্ত মনে করছ? কিছু না—প্রায় বার করে ফেলেছি। (সগর্ব্বে একটি বড়ি তুলিয়া ধরিয়া) এই যে বড়ি দেখছ—ইনিই হচ্ছেন তিনি। এইটুকু বড়ির মধ্যে এক টন খাদ্যের সারবস্তু ঠাসা আছে। একটি খেলে সাত দিনের মধ্যে পেট বলে

একটা অঙ্গ আছে তা মনেই আসবে না। যদি দুটি বড়ি খাও—উদরাময় কিম্বা অম্লশূল অনিবার্য্য। আর যদি কেউ হঠকারিতা করে তিনটি বড়ি একসঙ্গে উদরসাৎ করে তা হলে তাকে বাঁচানো শক্ত—

উর্ম্মিলা। বড় ভয়ানক বড়ি তো! কারুর ওপরে পরীক্ষা করে দেখেছ নাকি বাবা?

জ্ঞানাঞ্জন। (দুঃখিতভাবে) না। চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কেউ রাজি হল না। আমার সহকর্ম্মী জনার্দ্দনকে দিলুম, সে বললে তার বাড়িতে বড় ইঁদুর হয়েছে, তাদের দিয়ে দেখবে—মরে কি না! জনার্দ্দনটা একটা আস্ত ওরাংওটাং—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নেই।

উর্ম্মিলা। ভালই তো হল বাবা। বড়ি খেয়ে ইঁদুরের যদি ক্ষিদে মরে যায়, তা হলে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে; খাবার লোভেই না বাড়িতে ইঁদুর আসে! এ বেশ হল—প্রাণীহত্যাও হল না। অথচ ইঁদুরের উৎপাতও গেল।

জ্ঞানাঞ্জন। তা বটে, তা বটে। কিন্তু ইঁদুরের কল্যাণে তো আমি এই অমূল্য বড়ি আবিষ্কার করি নি—করেছি মানুষের কল্যাণে। মানুষের ওপর এর গুণাগুণ পরীক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—তুমি একটা বড়ি খাও।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) না বাবা, বড়ি তুমি আর কাউকে খাইও। এখন যা বলতে এসেছিলুম শোন—হেমন্তবাবুকে জান তো?

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্তবাবু! কই নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

উর্ম্মিলা। কি আশ্চর্য্য বাবা! কাল আমরা যাঁর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তুমি বললে তাঁর মাথাটা—

জ্ঞানাঞ্জন। ও—কৃতান্তবাবু! তাই বল। তার কথা মনেই ছিল না। খুলিটা এনেছ না কি?

উর্ম্মিলা। না, তিনি বাড়ি ছিলেন না তাই সুবিধে হল না।

জ্ঞানাঞ্জন। ঠিক হয়েছে। তাকেই বড়ি খাওয়াব।

ঊর্ম্মিলা। তা খাইও। কিন্তু আমি বলছিলুম, মন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ করলে ভাল হয়! খুব চমৎকার লোক, আর টাকাও যথেষ্ট— মন্দা সুখী হবে। আমার মনে হয় মন্দা মনে মনে তাঁর প্রতি—

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ বেশ, এ তো খুব ভাল কথা। ছেলেটি বড় সুবোধ, বড়ি খেতে আপত্তি করবে না। আর খুলির ছাঁচও সেই সঙ্গে—

ঊর্ম্মিলা। আসল কথাটা ভুলে যেও না যেন! কাল আমরা তাঁর বাড়ি গিয়েছিলুম, দেখা পাই নি, আজ নিশ্চয় তিনি আসবেন। প্রস্তাবটা তুলো, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হেমন্তবাবু এসেছেন।

ঊর্ম্মিলা। ঐ বলতে বলতেই এসেছে। এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

ভৃত্যের প্রস্থান

আমিও যাই। এখানে বেশ নিরিবিলি, তুমি প্রস্তাব ক'র। ভুলে যাবে না তো?

ঊর্ম্মিলার প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া হেমন্ত প্রবেশ করিল

হেমন্ত। এ যে দেখছি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ল্যাবরেটারি। ওঁরা বোধ হয় বাড়ি নেই। নমস্কার জ্ঞানাঞ্জনবাবু।

জ্ঞানাঞ্জন। এস এস, কৃতান্তবাবু।

হেমন্ত। আজ্ঞে, আমার নাম হেমন্ত।

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্ত! (নিকটে গিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন) কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক কৃতান্তবাবুর মত—এমন কি খুলি পর্য্যন্ত। তুমি তা হলে নিশ্চয় কৃতান্তবাবুর যমজ ভাই।

হেমন্ত। আজ্ঞে না, কৃতান্ত বলে আমার যমজ ভাই নেই।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য্য তো। তা—কোন ক্ষতি নেই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। এই গুলিটা খেয়ে ফেল।

হেমন্ত। গুলি?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ, খাদ্যনির্য্যাস গুলি নম্বর এক। এটি খেলে সাত দিনের মধ্যে আর ক্ষিদে পাবে না।

হেমন্ত। কি ভয়ানক।

জ্ঞানাঞ্জন। ভয়ানক কি বলছ? এ গুলি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ— পৃথিবীতে আর দুঃখ থাকবে না। নাও—টপ করে গিলে ফেল।

হেমন্ত। সেরেছে! বিষ-টিষ নয় তো! শেষে কি—কিন্তু বৃদ্ধকে চটানো ঠিক নয়। আজ্ঞে, দিন—বাড়ি গিয়ে খাব।

জ্ঞানাঞ্জন। আরে না না, বাড়ি যেতে যেতে এর অর্দ্ধেক গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। নাও—হাঁ কর, আমি মুখে ফেলে দিই।

হেমন্ত। কি বিপদেই পড়লুম! যা থাকে বরাতে—মন্দার জ্যাঠামশাই, চটালে চলবে না। দিন (গুলি ভক্ষণ)

জ্ঞানাঞ্জন। বাস্, সাত দিনের জন্যে নিশ্চিন্দি। তুমি রোজ এসে আমাকে খবর দিয়ে যাবে ক্ষিদে পায় কি না! ক্ষিদে পেলেই আর এক গুলি ঝাড়ব।

হেমন্ত। ঝাঁঝালো গুলি। আজ আমি তা হলে যাই।

জ্ঞানাঞ্জন। যাবে কি! তোমার সঙ্গে এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

হেমন্ত। কাজ?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ, ভয়ানক জরুরি কাজ। তুমি বস। (পিছনে হাত দিয়া পায়চারি) জীবজন্তু বুদ্ধির নিম্নস্তর থেকে যতই উচ্চস্তরে উঠতে থাকে, ততই তার মস্তিষ্কও উর্দ্ধে আরোহণ করে। জীবের

নিম্নাবস্থায়—মস্তিষ্ক—যাকে মাথার ঘিলু বলে—সেটা থাকে তার মুখের পেছনে—যেমন গাধা উট শূয়োর। কিন্তু মস্তিষ্কের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঘিলু চড়ে যায় ব্রহ্মতালুতে—যেমন মানুষের। মানুষের মধ্যেও সব জাতি সমান নয়—নিগ্রোর মস্তিষ্কভাণ্ড এখনও অনেকখানি পেছিয়ে ; আর আর্য্যজাতির—

হেমন্ত। কি কাজের কথা বলছিলেন ?

জ্ঞানাঞ্জন। মনে কর না—আর্য্যজাতির সকল মানুষের মস্তিষ্ক মুখের সমান সমান এগিয়ে এসেছে—মোটেই তা নয়। যেমন ধর তুমি। অবশ্য তুমি পরিপূর্ণ আর্য্য নও। তোমার চোয়ালের গড়নে মঙ্গোলিয়ন রক্তের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি ; তা ছাড়া আদিম মুণ্ডা জাতির প্রভাব যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না। হয় তো কাফ্রির রক্তও কিছু কিছু আছে।

হেমন্ত। সর্ব্বনাশ ! বলেন কি ?

জ্ঞানাঞ্জন। তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই এক জাতির লোক ছিলেন না। হয় তো কোনও আর্য্য যোদ্ধা কোন মুণ্ডাণী স্ত্রীলোককে হরণ করে এনেছিল, তার ফলে এক মিশ্র-রক্ত বালকের জন্ম হয় ; সেই বালক কালক্রমে বয়স্থ হয়ে কোনও মগ স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাদের সংযোগে হয় তো একটি কন্যা উৎপন্ন হয় ; কালক্রমে এক কাফ্রি দস্যু এসে সেই বালিকাকে বলপূর্ব্বক—

হেমন্ত। আজ্ঞে, ও কি কথা বললেন !

জ্ঞানাঞ্জন। এই হচ্ছে মোটামুটি তোমার বংশের ইতিহাস। আসল কথা, তোমার জন্মের ঠিক নেই—

হেমন্ত। অ্যাঁ—তবে তো—(হতভম্ব)

জ্ঞানাঞ্জন। কিন্তু সেজন্যে লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। আমার নিজের বংশানুক্রম খুঁজে দেখলেও—

হেমন্ত। আপনার বংশেও এই রকম কেচ্ছা আছে নাকি?

জ্ঞানাঞ্জন। আছে। আমার বিশ্বাস আমার রক্তে হূণ প্রভাবই বেশি। কিন্তু সে যাক, মূল কথা হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমেই উঁচুতে উঠছে বটে, কিন্তু তবু সে তার জন্তু-জীবনের প্রভাব এড়াতে পারছে না। যেমন ধর—তুমি। তোমার খুলির গড়ন অবিকল খরগোশের মত—

হেমন্ত। আমার? না না—

জ্ঞানাঞ্জন। আমি বলছি খরগোশের মত—আর আজই আমি তা প্রমাণ করে দেব।

দেরাজ খুলিয়া হাতড়াইতে লাগিলেন

হেমন্ত। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি খরগোশ! না, আর এখানে নয়। জ্ঞানাঞ্জনবাবু, আজ আমি উঠি—আমার একটা কাজ—

জ্ঞানাঞ্জন। কাজ! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার একটা ভারি জরুরি কাজ আছে, উর্ম্মিলা বলে গিয়েছিল। দাঁড়াও, ভেবে দেখি! মনে পড়েছে। (নিকটে আসিয়া) উর্ম্মিলা বলছিল, তুমি খুব চমৎকার লোক আর তোমার টাকাও আছে যথেষ্ট। অতএব তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

হেমন্ত। আজ্ঞে, বলুন।

জ্ঞানাঞ্জন। সে কাজ কেবল তোমার দ্বারাই সম্ভব। (অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে) উর্ম্মিলা তোমাকে বিয়ে করতে চায়, আর তার বিশ্বাস তোমার কোনও আপত্তি হবে না। সুতরাং তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

হেমন্ত। (দিগ্‌ভ্রান্ত) আজ্ঞে, আজ্ঞে, অর্থাৎ কি না—এ আপনি কি বলছেন? এ যে একেবারেই—মানে আমি—

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ বেশ, তোমার যে আপত্তি হবে না, এ আমি জানতুম।

কিন্তু ও কথা এখন থাক। তুমি বস, তোমার মাথার একটা ছাপ তুলে নিই।

আবার দেরাজের মধ্যে অনুসন্ধান

হেমন্ত। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম নাকি? না, জ্ঞানাঞ্জনবাবুই—? ঊর্ম্মিলা দেবী আমাকে বিয়ে করতে চান! আমি এখন কি করি! কি কুক্ষণেই আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম—ইঃ! পেটের মধ্যে এমন খামচে উঠল কেন? গুলি খেয়ে হল নাকি? আরে, এ যে ক্রমে বেড়েই চলেছে! ক্ষিদে পেলে যেমন পেটের মধ্যে ইঁদুরে আঁচড়ায় ঠিক তেমনই আঁচড়াচ্ছে! গেলুম—আজ সব দিক দিয়েই গেলুম! হাত-পা যেন এলিয়ে আসছে—

হেমন্ত শিথিল দেহে চেয়ারে বসিয়া পড়িল ; ক্ষুর লইয়া জ্ঞানাঞ্জন তাহার কাছে আসিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ। তুমি ঠিক এই ভাবে বসে থাক—আমি তোমার মাথাটা কামিয়ে দিই।

হেমন্ত। (চমকাইয়া) মাথা নেড়া করে দেবেন?

জ্ঞানাঞ্জন। বস—চুপটি করে বস, অমন চমকালে চলবে না। মাথা না কামালে ছাঁচ তুলব কি করে? তুমি যে খরগোশ তা প্রমাণ করা চাই তো!

হেমন্ত। তাও তো বটে। আমি যে খরগোশ তা তো প্রমাণ হয় নি, কেবল অনুমান মাত্র। (দীর্ঘশ্বাস) করুন প্রমাণ? আর দেখুন, যদি প্রমাণ হয়ে যায় তা হলে খরগোশকে দুটি ঘাস কিম্বা যা হোক কিছু খেতে দেবেন। পেটের মধ্যেটা বেজায় চুঁই চুঁই করছে।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু ক্ষুর চালাইতে লাগিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্কুলের বাড়ী ; সম্মুখে রাস্তা। উন্মুক্ত ফটকের ভিতর দিয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যায়ামভূমি ও ব্যায়ামনিরত বালকবালিকাদের দেখা যাইতেছে। অশনি তাহাদের শিখাইতেছে, পরিচালনা করিতেছে

পথে জন সমাগম হইয়াছে ; তাহারা বাহির হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছে ; পিল্লু ওস্তাদ ও প্রেমকুমার প্রবেশ করিল। ওস্তাদের মাথা নেড়া গজস্কন্ধ ; হাঁড়ির মত মুখে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ—গোঁফের অন্তরাল হইতে বড় বড় দাঁত সর্ব্বদাই বিকশিত। তাহার পরিধানে লুঙ্গি ও রঙীন গেঞ্জি

প্রেমকুমার। ওস্তাদ, আমি কেবল দূর থেকে লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে যাব! এসব ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না, নেহাৎ কেবলরাম-বাবু অনুরোধ করলেন—

পিল্লু। আরে দোস্ত, ভোয় কিসের? থোড়া খাড়া হোকে তামাসা তো দেখো।

প্রেমকুমার। না ওস্তাদ, তামাসা দেখবার আমার সময় নেই। আমাকে যেতে হবে নীলিমার সঙ্গে সিনেমায়।

পিল্লু। নীলিমা কৌন আছে? আওরাৎ?

প্রেমকুমার। হ্যাঁ, আওরাৎ। যেমন তেমন আওরাৎ নয় ওস্তাদ, ফ্রয়েডের বাণী বলতে না বলতে বুঝে নেয়—এমন আওরাৎ সে! একেবারে অতি-আধুনিক প্রগতি-প্রীতি-চটুলা ফ্রয়েড-রসিকা তরুণী। বাংলা দেশে তার জোড়া নেই।

পিল্লু। বহুৎ খুপ্‌সুরৎ আছে?

প্রেমকুমার। সুন্দরী! পুরুষের চোখে নারীর যৌবনই সুন্দর। সে যুবতী—সুতরাং সুন্দরী।

পিল্লু। (পিঠ চাপড়াইয়া) হেঃ হেঃ দোস্ত, তুমি তো বহুৎ বুধ্‌গম্‌ লোক

আছে, তোমার বোলিচাল্লি হামি সব বুঝে না—কুছু কুছু—বুঝে—হেঃ—হেঃ—

প্রেমকুমার। বুঝবে ওস্তাদ, তোমাকে আমি ফ্রয়েডের সমস্ত ফিলসফি দের বুঝিয়ে। ঐ আসছে, একটু আড়ালে সরে এসে দেখ। ঐ যে লোকটা—হাফ-শার্ট পরা, লম্বা-চওড়া চেহারা, ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে—ওই সে। ভাল করে চিনে নাও ওস্তাদ। চিনেছ তো? আমি তা হলে এবার—

পিল্লু। আরে ঠহরো, ইয়ার, আভি ভাগতা কঁহা?

কথা কহিতে কহিতে কানাই ও অশনি ফটকের কাছে আসিল

অশনি। তুমিই যাও কানাই, আমার যাবার দরকার হবে না। তুমি গেলেই তোমাকে তিনি চাঁদা দিয়ে দেবেন।

কানাই। কিন্তু সার্, তিনি বলেছিলেন আপনার যাওয়া চাই।

অশনি। সেটা মুখের শিষ্টাচার। যদি তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন—খুব সম্ভব করবেন না—তুমি ব'ল যে আমার ছুটি নেই তাই যেতে পারলুম না।

কানাই। আচ্ছা সার্।

অশনি। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল যে, সময় পেলে আমি নিশ্চয় যেতুম।

কানাই। আচ্ছা।

প্রস্থান

অশনি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল

পিল্লু। এহি বাবু আছে?

প্রেমকুমার। হ্যাঁ।

পিল্লু। আচ্ছা আদমি মালুম হোচ্ছে—বড়া তন্‌-দুরস্ত চেহ্‌রা।

প্রেমকুমার। কেবলরামবাবু বলে দিয়েছেন—

পিল্লু। হাঁ হাঁ, সো হামার খেয়াল আছে। কেবলরামবাবু রূপা দেবে, হাম কাম করবে। মগর, বাবুঠো আচ্ছা আদমি আছে।

প্রেমকুমার। চল এবার। দেখা হয়ে গেছে তো?

পিল্লু। হাঁ—চলো, মোকামাফিক কাম হাসিল করবে। আজ চলো।

উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। মন্দা উদাসভাবে অর্গানে গান গাহিতেছে

নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কি সুখ পেলি?
শাখাতে ফুটল যে ঐ যুঁই-চামেলি—
তারা তো ফিরবে না আর, কাননে মরণ-ছায়ার
মিলাবে পাখনা মেলি
ওরা যে কানন-বালা—ছল জানে না,
বুকেতে উছল মধু মন মানে না।
তুই কি তাদের মতই বিলাবি আপনাকে সই?
কেঁদে তোর জনম যাবে—নয়নের অশ্রু ফেলি?

ঘরের কোণে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মন্দা অলসভাবে উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল

মন্দা। কে?···হ্যাঁ, আমি মন্দা···আপনি? (মন্দার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল) হেমন্তবাবু!···আজকাল আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছেন···সেদিন আমি—আমরা—আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম··· আপনি তারপর এলেন না···ভেবেছিলুম—অ্যাঁ, আপনি এসেছিলেন? কই, আমি তো···জ্যাঠামশাইএর ল্যাবরেটারিতে···সে কি! না না —লাঞ্ছনা···অশেষ দুর্গতি···কি বলছেন আপনি? জ্যাঠামশাই আপনাকে—?···উঃ, আর বলবেন না হেমন্তবাবু, লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। জ্যাঠামশাই যে এমন ব্যবহার করতে পারেন···কি প্রস্তাব

করেছিলেন তিনি ?···বলতে পারবেন না ? একবার যদি আসতেন এখানে !···পারবেন না ? সঙ্কোচ ! কিসের সঙ্কোচ ?···কি বললেন ভাল শুনতে পেলুম না, মনে হল যেন বললেন—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে ···আছেন কি ? হেমন্তবাবু, আছেন কি ?···নাঃ, ছেড়ে দিয়েছেন···

মন্দা কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর টেলিফোন রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। এই সময় উর্ম্মিলা প্রবেশ করিল

উর্ম্মিলা। ও কি মন্দা! অমন করে মুখ ঢেকে বসে আছিস যে !

মন্দা। (মুখ তুলিয়া) দিদি, সেদিন হেমন্তবাবু এসেছিলেন ?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ এসেছিলেন, তা কি হয়েছে ?

মন্দা। আমাকে বল নি কেন ?

উর্ম্মিলা। সব কথাই তোকে বলতে হবে ! বলি নি একটা খুব গোপনীয় কারণ ছিল।

মন্দা। কি গোপনীয় কারণ ?

উর্ম্মিলা। তা এখন বলব না, সময় উপস্থিত হলেই জানতে পারবি।

মন্দা কাঁদিয়া ফেলিল

ও কি ! তোর হল কি মন্দা ?

মন্দা। আমি বুঝেছি।

উর্ম্মিলা। বুঝেছিস ! তবে কাঁদছিস কেন ? ও—হেমন্তবাবুকে তুই বিয়ে করতে চাস না ?

মন্দা। (চকিতে মুখ তুলিয়া) কি বললে ?

উর্ম্মিলা। বাবাকে বলেছিলুম তোর সঙ্গে হেমন্তবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। তা তোর যখন পছন্দ নয়—বেশ, সম্বন্ধ ভেঙে দেব।

মন্দা। (উর্ম্মিলার কণ্ঠলগ্না হইয়া) কি যে তুই বলিস্ দিদি ! (বুক হইতে মুখ তুলিয়া থামিয়া থামিয়া) আচ্ছা দিদি, তুই—আমি ভেবেছিলুম তুই—মনে মনে—ওঁকেই ভালবেসে ফেলেছিস।

উর্ম্মিলা। দূর পাগল! গলা ছাড়। তা হলে আপত্তি নেই তো? বাঁচলুম। বাবা সব ঠিক করে ফেলেছেন।

মন্দা। কিন্তু—কিন্তু দিদি, তিনি এখনই ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, জ্যাঠামশাই সেদিন তাঁকে ভারি অপমান করেছেন।

উর্ম্মিলা। অ্যাঁ, সে কি! তবে যে বাবা বললেন হেমন্তবাবু মত দিয়েছেন, খুব খুসি হয়ে রাজি হয়েছেন।

মন্দা। কি জানি দিদি, উনি বললেন, জ্যাঠামশাই ওঁর অশেষ লাঞ্ছনা করেছিলেন, সেই সঙ্কোচে উনি এ বাড়িতে আসতে চাইছেন না।

উর্ম্মিলা। তাই তো, কি হল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। দেখ, কৃতান্তর ঠিকানাটা মনে পড়ছে না। সেদিন বলেছিলে তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন নম্বর—

উর্ম্মিলা। বাবা, তুমি সেদিন হেমন্তবাবুকে অপমান করেছিলে?

জ্ঞানাঞ্জন। অপমান! নাঃ, কই মনে পড়ছে না তো।

উর্ম্মিলা। তবে কি হল! আচ্ছা, তোমাকে যে প্রস্তাব করতে বলেছিলুম, তা করেছিলে?

জ্ঞানাঞ্জন। নিশ্চয় করেছিলুম। প্রস্তাব না করে আমি ছাড়ি? প্রথমে তাকে একটি গুলি খাইয়ে তারপর প্রস্তাব করলুম।

উর্ম্মিলা। তিনি রাজি হয়েছিলেন?

জ্ঞানাঞ্জন। রাজি হবে না আবার! তার মাথা মুড়িয়ে মাথার ছাপ তুলে নিলুম, তবু একটি কথা বললে না। চুপটি করে বসে রইল।

উর্ম্মিলা। কি সর্ব্বনাশ! তাঁর মাথা মুড়িয়ে দিয়েছ! তা হলে আর তাঁর দোষ কি! মাথা মুড়িয়ে দিলে কার না রাগ হয়?

জ্ঞানাঞ্জন। আরে না না, সে রাগ করে নি। ওজর আপত্তির একটি কথাও বলে নি।

উর্ম্মিলা। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে। বাবা, তুমি ঠিক বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে তো? ভুলে যাও নি?

জ্ঞানাঞ্জন। ভুলি নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

উর্ম্মিলা। কি বলেছিলে বল তো?

জ্ঞানাঞ্জন। বলেছিলুম, তুমি চমৎকার লোক আর তোমার যথেষ্ট টাকা আছে; সুতরাং উর্ম্মিলা তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

উর্ম্মিলা। অ্যাঁ, তুমি—তুমি এই কথা তাঁকে বলেছিলে!

জ্ঞানাঞ্জন। শুধু কি তাই! আরও বলেছিলুম, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, কিছুতেই ছাড়ব না। তাই শুনে সে চুপ করে বসে রইল, আর আমি অমনই তার মাথা—

উর্ম্মিলা। উঃ! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। ছি ছি ছি বাবা, আমি যে মন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করতে বলেছিলুম।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই নাকি! মন্দার সঙ্গে? এ হে হে, তবে তো একটু ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতি আর এমন কি হয়েছে! যার সঙ্গে হোক বিয়ে হলেই তো হল।

উর্ম্মিলা। তুমি কিছু বোঝ না বাবা! কি লজ্জা! হেমন্তবাবু ভাবছেন —এখন আমি কি করি! মন্দা, তুই বল না, কি করি?

মন্দা। (লজ্জামৃদুকণ্ঠে) জ্যাঠামশাইএর ভুল বুঝিয়ে দিলে তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল। তাকে ডেকে পাঠাও, আমি সব ভাল করে বুঝিয়ে দেব। আর সেই সঙ্গে গুলি খেয়ে কেমন আছে তাও জানতে পারা যাবে।

উর্ম্মিলা। বাবা, তুমি ল্যাবরেটারিতে যাও, যা করবার আমরা করব। আর তোমাকে হেমন্তবাবুর কাছে যেতে দেওয়া হবে না; এখনই সব ভণ্ডুল করে দেবে।

জ্ঞানাঞ্জন। ভণ্ডুল! না না, ভণ্ডুল করব কেন? আমি ত সব ঠিক-ঠাক করে এনেছিলুম।

উর্ম্মিলা। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, ল্যাবরেটারিতে যাও।

জ্ঞানাঞ্জন। ল্যাবরেটারিতে! ও, হ্যাঁ, ঠিক তো, নম্বরটা তো লিখে রেখেছিলুম—

প্রস্থান

উর্ম্মিলা। বাবা যে জট পাকিয়েছেন, এখন কি করে ছাড়াই বল দেখি মন্দা?

মন্দা। ঐ তো বললুম বাড়িতে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বললে—

উর্ম্মিলা। তা তো বুঝলুম, কিন্তু বলবে কে?

মন্দা। কেন, তুমি?

উর্ম্মিলা। আমি? আমি আর হেমন্তবাবুকে মুখ দেখাতে পারব না। তার চেয়ে তোরই বলা উচিত, তুই তাঁকে ভালবাসিস, তিনিও তোকে ভালবাসেন।

মন্দা। তাঁর মনের কথা তুই জানলি কি করে?

উর্ম্মিলা। জানি, জানি। আমাকে বিয়ে করতে হবে শুনে তিনি যে রকম পালিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

মন্দা। তা হোক, কিন্তু আমিও বলতে পারব না। আমার বুঝি লজ্জা করে না?

উর্ম্মিলা। তোকে কিছু বলতে হবে না; তুই গেলে তিনি নিজেই সব বলবেন অখন।

মন্দা। কিন্তু আমি কি একলা যাব।

উর্ম্মিলা। তা—দোষ কি। যাকে বিয়ে করবি তাকে এত ভয় কিসের?

মন্দা। তাকে ভয় নয় দিদি, কিন্তু—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি স্কুলের ছেলে দেখা করতে এসেছে।

উর্ম্মিলা। স্কুলের ছেলে! ওঃ একলা এসেছে? সঙ্গে কেউ নেই?

ভৃত্য। না। হাতে খাতা আছে।

উর্ম্মিলা। এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্যের প্রস্থান

মন্দা। দেখি ভেবে।

প্রস্থান

কানাই প্রবেশ করিল

উর্ম্মিলা। তোমার নাম কানাই, না ?

কানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উর্ম্মিলা। এস, বস। (উভয়ে উপবেশন) হাতে খাতা দেখছি, চাঁদা নিতে এসেছ বুঝি ?

কানাই। (সহাস্যে খাতা দিয়া) হ্যাঁ।

উর্ম্মিলা। (খাতা নাড়িতে নাড়িতে) তোমাদের মাষ্টারমশাই অশনিবাবু বুঝি আসতে পারলেন না ?

কানাই। তিনি ভয়ানক কাজে ব্যস্ত, সব তো তাঁকেই করতে হচ্ছে কিনা, তাই কাজ ছেড়ে আসতে পারলেন না। আমাকে বললেন—

উর্ম্মিলা। আর এটা কাজ নয় ? আমার সামান্য চাঁদা না হলেও কাজ আটকাবে না, তাই নিজে না এসে তোমাকে পাঠিয়েছেন ?

কানাই। (লজ্জিতভাবে) তিনি—তিনি—আমি তাঁকে বলেছিলুম—

উর্ম্মিলা। তবু তিনি আসতে পারলেন না ?

কানাই ক্ষুব্ধ নিরুত্তর

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কানাই, তাঁকে ব'লো, আমার চাঁদা খুবই অকিঞ্চিৎকর, তবু তিনি নিজে না এলে চাঁদা পাবেন না। আর —আর ব'ল, তিনি যদি না আসেন তা হলে বুঝব তিনি এখনও আমাকে—আমাদের—ঘৃণা করেন।

সশব্দে খাতাটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। মন্দা বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে

মন্দা। আমি যাব। লোকে শুনলে নিন্দে করবে—তা করুক। নিজের কাজ নিজে না করলে কেউ করে দেয় না। আমি যাকে চাই তাকে যদি না পাই—'কার কি ক্ষতি! আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে পাবও না, আর একজন হয় তো ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যাবে! না, সে আমি পারব না। 'আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া'—কাব্যেই শুনতে মিষ্টি লাগে; নিজের হলে কারুর ভাল লাগে না।

উর্ম্মিলা প্রবেশ করিল

যাচ্ছি দিদি।

উর্ম্মিলা। যাচ্ছিস? হেমন্তবাবুকে ধরে আনতে হবে কিন্তু; পারবি তো?

মন্দা। তা এখন কি করে বলব?

উর্ম্মিলা। না পারলে চলবে কেন? সেকালে তেজস্বিনী আর্য্যনারীরা কি করতেন জানিস? স্বামীর গলায় বরমাল্য দিয়েই টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসতেন; সুভদ্রা তো অর্জ্জুনকে রথে তুলে রথ হাঁকিয়ে পালিয়েছিলেন। আর তুই, বরমাল্য না হোক, গলায় রুমাল দিয়ে টেনে আনতে পারবি না?

মন্দা। যাও, তুমি ঠাট্টা করছ!

উর্ম্মিলা। তা ঠাট্টার সম্পর্ক কি নয়? বেচারার যে দুর্দ্দশা বাবা করেছেন—আহা, ভাবলেও কষ্ট হয়। নেড়া মাথা নিয়ে বিয়ে করতে আসবে কি করে বল দেখি?

মন্দা। ঠাট্টা নয় দিদি, বড্ড ভয় করছে। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা।

উর্ম্মিলা। মন্দা, তুই হাসালি। তোর সমস্যা এখন খালি দিন স্থির করা; তা ভাবিস নি, এই অগ্রাণ মাসেই—

মন্দা। বড় থাকতে ছোটর তো হয় না দিদি! আগে তোমার হোক, তবে তো আমার।

ঊর্ম্মিলা। দূর, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। এখন তুই যা, আর দেরি করিস নি। সন্ধ্যের আগেই ফিরিস।

মন্দা প্রস্থান করিল

এরাই সুখী। দুজনেই দুজনকে মনে মনে পছন্দ করে—মিলনের কোনও অন্তরায় নেই। (দীর্ঘশ্বাস) কিন্তু যেখানে কেবল এক পক্ষ ভাল বাসে, অন্য পক্ষের মনের ভাব বোঝা যায় না—সেইখানেই বিপদ—

ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভৃত্য। চা আনব?

ঊর্ম্মিলা। চা—কি হবে? আমি তো ছেড়ে দিয়েছি, মন্দাও বাড়িতে নেই। আর—তিনি যদি আসেন—তিনিও চা খান না। না—চায়ের দরকার নেই। তুমি বামুনের মেয়েকে বল, ভাল করে সরবৎ তৈরি করে রাখুক, আর জলখাবারের রেকাবি সাজিয়ে রাখে যেন। হয় তো ভদ্রলোক আসতে পারেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে— প্রস্থান

ঊর্ম্মিলা। আজও কি আসবেন না? কানাই নিশ্চয় তাঁকে বলেছে। তবু আসবার সময় হল না! বেশ তো, তাতে আর ক্ষতি কি, কিন্তু কেন? না আসবার কোনও কারণ আছে কি? (চিন্তা) পুরুষমানুষের মন এক অদ্ভুত জিনিস, যতই বোঝবার চেষ্টা কর ততই জট পাকিয়ে যায়। সেদিন হেমন্তবাবুর বাড়িতে এমন ব্যবহার করলেন যেন আলাদা মানুষ—আবার এখন—কানাইকে ওকথা বলা আমার উচিত হয় নি; রাগের মাথায় বলে ফেললুম; উনি যদি সত্যিই না আসেন—তা হলে—এ তো আমাকে অপমান করা! আমাকে ঘৃণা করেন সেই কথা পরিষ্কার করে প্রকাশ করা। ছি

ছি, কানাইয়ের কাছেও আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল! ঘৃণা না ঔদাসীন্য! দুইই এক—বরং ঔদাসীন্যের চেয়ে স্পষ্ট ঘৃণাও ভাল। বেশ তো, তিনি যদি উদাসীন হতে পারেন, আমিই বা পারব না কেন? মাত্র তিন দিনের তো আলাপ! (চোখে জল) কিন্তু আমি কি এতই অবহেলার পাত্রী!

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

উর্ম্মিলা সহসা তাহাকে দেখিয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিল

ও কি?

উর্ম্মিলা। (মুখ তুলিয়া) কিছু নয়, চোখে কি পড়েছিল। (হাসিবার চেষ্টা) ক্ষমা চাইতে এসেছেন, না চাঁদা চাইতে এসেছেন?

অশনি। দুইই। তবে ক্ষমাটা আগে।

উর্ম্মিলা। ক্ষমা কিসের জন্যে?

অশনি। আপনি রাগ করেছিলেন বলে।

উর্ম্মিলা। কে বললে আমি রাগ করেছিলুম?

অশনি। কানাইয়ের কথা শুনে মনে হল—

উর্ম্মিলা। কানাই ভুল বুঝেছে।

অশনি। আচ্ছা বেশ, রাগ যদি নাও করে থাকেন তবু ক্ষমা চাইতে তো দোষ নেই।

উর্ম্মিলা। শুধু শুধু কেউ ক্ষমা চায় না। নিশ্চয় আপনার মনে পাপ আছে।

অশনি। (চমকিয়া) পাপ?

উর্ম্মিলা। হাঁ। নিশ্চয় আপনি মনে মনে আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন, তাই ক্ষমা চাইছেন।

অশনি। (একটু নীরব থাকিয়া) অন্যায়—হয় তো করেছিলুম। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে তা সংশোধন করে নিয়েছি।

উর্মিলা। (সাগ্রহে) সত্যি অন্যায় করেছিলেন? কি অন্যায় করেছিলেন, বলুন না অশনিবাবু?

অশনি। ও কথা যাক। আপনি শুনে সুখী হবেন ছেলেমেয়েদের উৎসবের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য সেজন্যে আমাকেই খাটতে হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

উর্মিলা। এবং সেই জন্যেই চাঁদা আদায় করতে আসতে পারেন নি।

অশনি। তা ঠিক নয়—হয় তো অন্য কারণও ছিল।

উর্মিলা। অন্য কারণটি কি?

অশনি। আপনি নাই শুনলেন।

উর্মিলা। (মুখ অন্ধকার করিয়া) যদি আপনার আপত্তি থাকে—

অশনি। আমার গোপনীয় কথা থাকতে পারে তো!

উর্মিলা। ও—তা হলে কাজ নেই। (সহসা আবেগভরে) কিন্তু আপনার গোপনীয় কথাটি আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি এখনও আমাদের প্রতি মন থেকে বিদ্বেষ দূর করতে পারেন নি।

অশনি। (শান্ত স্বরে) তা নয় উর্মিলা দেবী!

উর্মিলা। নিশ্চয় তাই। আপনি আমাকে—আমাদের ঘৃণা করেন।

অশনি। না। আমি তো সেদিন হেমন্তর বাড়িতে বলেছিলুম যে, আমার সে মনোভাব আর নেই। আপনাকে দেখেই আমার আজন্মের সংস্কার বদলে গেছে।

উর্মিলা। সেদিন আপনি হেমন্তবাবুর প্রতিভূস্বরূপ যে কথা বলেছিলেন সে আপনার মনের কথা নয়, হেমন্তবাবুর মনের কথা।

অশনি। আপনি যদি আমার মনটা দেখতে পেতেন তা হলে বুঝতেন আমার মনের কথা কি না। কিন্তু মন যে দেখা যায় না এটা ভগবানের একটা আশীর্ব্বাদ। যাক, আজ তা হলে উঠি। হেমন্তর ওখানে ক'দিন যাওয়া হয় নি— উত্থানোন্মুখ

উর্ম্মিলা। খেয়ে যেতে হবে—

উর্ম্মিলা উঠিয়া গেল ও অবিলম্বে জলখাবারের রেকাবি ও জলের গ্লাস আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল

নিন, আরম্ভ করুন।

অশনি। আমি একাই আরম্ভ করব! আপনি?

উর্ম্মিলা। আমার পরে হবে।

অশনি (খাইতে খাইতে) দেখুন, আমাদের দেশে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় ইতর ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন খাওয়াবার রীতি আছে। আমার ভাগ্যে মিষ্টান্নটা আগেই হয়ে গেল। কিন্তু পরে তাই বলে যেন বঞ্চিত না হই!

উর্ম্মিলা। অশনিবাবু, আপনি বড় ঝগড়াটে, এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করছেন।

অশনি। তাই নাকি! কই, আমি তো তা বুঝতে পারি নি। বরং আমার মনে হচ্ছিল যে আপনিই—

উর্ম্মিলা। আমি ঝগড়া করছি! তা তো বলবেনই।

অশনি। আমি তা বলি নি—

উর্ম্মিলা। বলেছেন। আবার কি করে লোকে বলে? বেশ, আমি ঝগড়াটে। আর কি কি দোষ আমার আছে বলুন তো! ও কি, সন্দেশটা খেলেন না! ভাল নয় বুঝি?

অশনি। না—ভাল। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি কিছুই ফেলব না। ভাল জিনিস অবহেলা করা আমার স্বভাব নয়।

উর্ম্মিলা। (ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া) ও—তার মানে, যা ভাল নয় তাকে আপনি অবহেলা করেন—যথা আমরা। এই কথাই ঘুরিয়ে বলতে চান তো?

অশনি। কি আশ্চর্য্য! ও ইঙ্গিত আমার মনের কোণেও—

উর্ম্মিলা। অশনিবাবু, পরের খুঁত ধরতে আপনার জোড়া নেই। আপনার মনে জিলিপির প্যাঁচ।

অশনি। বেশ, আমার মনে জিলিপির প্যাঁচ, আর আপনার মনে জিলিপির মাধুর্য্য। কেমন এবার খুশি হয়েছেন তো?

উর্ম্মিলা। কি করে খুশি হব। জিলিপির মাধুর্য্য আর এমন কি বেশি! তার চেয়ে সন্দেশ রসগোল্লা কি রসমালাই যদি বলতেন তা হলেও না হয়—

উভয়ে হাস্য করিল

অশনি। নাঃ, প্রশংসা করে মেয়েদের খুশি করা মানুষের সাধ্য নয়!

উর্ম্মিলা। তা বই কি! কিন্তু মেয়েদের আপনি যত উপহাসই করুন, তারা আপনাদের চেয়ে ভাল। তারা আপন-পর বোঝে।

অশনি। সে কথা সসম্ভ্রমে স্বীকার করছি। উর্ম্মিলা দেবী, আজ আমার বন্ধু হেমন্তর কথা ভেবে এই আনন্দ হচ্ছে যে, আমি তার সম্বন্ধে যা কায়মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলুম তা বিফল হবে না। তার প্রাণটা সমুদ্রের মত দরাজ, উন্মুখ; কিন্তু অত উন্মুক্ত বলেই বোধ হয় সে অত অসহায়। তাই যিনি তার গলায় মালা দেবেন তিনি যদি তাকে চালিয়ে নিয়ে না চলতে পারেন—

উর্ম্মিলা। আমার বিশ্বাস, আপনার বন্ধুর গলায় যে মহিলাটি মালা দেবেন তিনি তাঁকে সহজেই চালাতে পারবেন।

অশনি। আমারও তাই বিশ্বাস।

উর্ম্মিলা। কিন্তু ও কথাটা যে চাপা পড়ে গেল! ঝগড়াটে স্বভাব ছাড়া আমার আর কি কি দোষ আছে বললেন না তো?

অশনি। আর? রসুন, ভেবে দেখি। আর আপনি যার সঙ্গে ঝগড়া করেন তাকেই মিষ্টান্ন খাওয়াতে ভালবাসেন; আর—তাকে চাঁদা দিতে ভালবাসেন; আর—

উর্ম্মিলা। আর দরকার নেই, বুঝতে পেরেছি। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু

অশনিবাবু, কেবল চাঁদা দিয়েই কি আমার সমস্ত দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে? দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি কি আর কিছুই করতে পারব না?

অশনি। আর কি করতে চান?

ঊর্মিলা। তা জানি না। আপনি যা করেন তা যদি আমি করবার চেষ্টা করি তা হলে কি ধৃষ্টতা হবে?

অশনি। আমি কি করি?

ঊর্মিলা। আবার তর্ক করছেন! সত্যি বলুন—পারি না?

অশনি। সত্যি বলব? না, পারেন না।

ঊর্মিলা। কেন?

অশনি। এ আলোচনা তো একদিন হয়ে গেছে।

ঊর্মিলা। সে এলোমেলো আলোচনা আমি বুঝতে পারি নি।

অশনি। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি হঠাৎ পীড়িত হয়ে অসহায় অবস্থায় আমার বাসায় পড়ে থাকি, আপনি একলা গিয়ে আমার সেবা করতে পারবেন? (ঊর্মিলা নীরব) পারবেন না। হয়ত আমার অবস্থা দেখে আপনার দয়া হবে; তবু পারবেন না। কিন্তু মনে করুন, যাকে আপনি ভালবাসেন—তার অসুখের কথা শুনে আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন কি? না, আপনি ছুটে গিয়ে পড়বেন তার কাছে; লোকলজ্জা সঙ্কোচ কিছুই আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না। ভালবাসা এবং সেবা করবার ইচ্ছের মধ্যে এই প্রভেদ ঊর্মিলা দেবী। বুঝেছেন?

ঊর্মিলা। এই নিন আপনার চাঁদা—(নোট দিল)

অশনি। ধন্যবাদ! কিন্তু আপনি রাগ করলেন নাকি?

ঊর্মিলা। (অধর দংশন) রাগ করি নি; রাগ করবার আমার অধিকার কি? তবে আপনি যে ভুল করেছেন একথা হয় তো একদিন বুঝতে পারবেন।

অশনি। কি ভুল?

ঊর্ম্মিলা। (দুরন্ত আবেগভরে) সব ভুল—আগাগোড়া ভুল। কিন্তু আপনার মত অবুঝ লোককে বসে বসে তা বোঝাবার আমার ধৈর্য্য নেই।

অশনি। (আহতভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া) আচ্ছা, আজ আমি যাই। দেখুন, আপনি সত্যি কথা জানতে চাইলেন, তাই বললুম, নচেৎ আপনাকে উত্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। নমস্কার—

অশনি চলিয়া গেল। ঊর্ম্মিলা হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিল। অশনি আবার ফিরিয়া আসিল

অশনি। একটা কথা। ও কি! আবার চোখে কিছু পড়ল নাকি?

ঊর্ম্মিলা। হ্যাঁ, ফিরে এলেন যে?

অশনি। একটা কথা বলা হয় নি। হেমন্ত তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করে দিয়েছে, নিশ্চয় আপনি জানেন। কিন্তু সেজন্যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই; তার বিয়ের রাত্রেই তার স্ত্রীর হাতে আমি দলিলখানা ফেরত দেব।

ঊর্ম্মিলা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল

আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যার হাতে দায়িত্ব পড়বে তিনি সর্ব্বতোভাবে তার যোগ্য। তাই আজ আমার কোনও ক্ষোভ নেই, বরং মুক্তির আনন্দই আমি অনুভব করছি। নমস্কার।

অশনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঊর্ম্মিলা তেমনই বসিয়া রহিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্কের নির্জ্জন অংশ

বাউলের গান

মন, তুই পাতলি আসন ধুলায় রে
এই ভাল—এই ভাল!
গেছে তোর তরুর শিরে শাখার ভিড়ে
পাতায় ঢাকা কুলায় রে—
এই ভাল—এই ভাল।

মন, তোর সজ্জা যা ছিল,
ওরে লোকলজ্জা যা ছিল
হল সব জীর্ণ মলিন ধূলাতে লীন
কাঁটায় ছিঁড়িল।
এখন বসলি নেমে—
পথের পরে মাটির প্রেমে ;
মন-গড়া তোর গরব-মালা
গেল সে কোন্ চুলায় রে—
এই ভাল—এই ভাল।

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। 'সব ভুল—আগাগোড়া ভুল'—মানে কি? তবে কি আমি ভুল করেছি! হেমন্তকে কি উর্ম্মিলা—? না, তাই বা কি করে হবে? আমি তো স্পষ্টই ইঙ্গিত করলুম, কই, অস্বীকার করলে না তো? (বেঞ্চিতে উপবেশন) কানাইকে এখানে আসতে বলেছি, একটু বসি। কে একটা ভিখিরি গান গাইছিল না—'মন গড়া তোর গরব-মালা গেল সে কোন্ চুলায় রে'—ঠিক বলেছে। এই ভাল—এই ভাল। আমার পক্ষে ওসব ভাবতে যাওয়াও পাগলামি। ইচ্ছে করে ভাবি নি, তবু সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছিল—যাক, এই ভাল এই ভাল। বিদ্যুতের আলো রাজপ্রাসাদেই শোভা পায়। কিন্তু মনটাকে ভেঙে পিষে নতুন করে গড়তে হবে—বন্ধুপত্নীর প্রতি যেন তিলমাত্র আকর্ষণ না থাকে।

পিছনে পিল্লু গুণ্ডার আবির্ভাব

কানাই এখনও এল না?

পিল্লু আক্রমণ করিল ; কিছুক্ষণ উভয়ের যুদ্ধ ; তারপর পিল্লু অশনির বুকে ছুরি মারিয়া প্রস্থান করিল, অশনি মাটিতে পড়িয়া গেল

অশনি। (বেঞ্চি ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল) বুকে মেরেছে। বোধ হয় সাংঘাতিক আঘাত ; বাঁচব না। কানাই যদি আসত—

কানাই প্রবেশ করিল

কানাই। মাষ্টারমশাই—(কাছে গিয়া) এ কি! কি সর্ব্বনাশ। কে এমন করলে?

অশনি। গুণ্ডা। কানাই, শোন একটা ভয়ানক জরুরি কাজ করতে হবে। হয় তো বাঁচব না—কিন্তু সে কাজ না করে যদি মরি, বিষম অবিচার হবে—হেমন্ত পথে বসবে। তুমি একটা কাজ কর—

কানাই। আগে আপনাকে ডাক্তারের হাতে দিয়ে তবে অন্য কাজ করব সার। ফার্স্ট এড দিতে জানি—দেখি আগে—(ফার্স্ট এড দিতে প্রবৃত্ত)

অশনি। না, না, কানাই, তুমি আগে উর্ম্মিলা দেবীকে খবর দাও—

কানাই। পরে হবে সার্। আগে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাই।

অশনি। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই—আমাকে নিয়ে যাবে কি করে?

কানাই। তুলে নিয়ে যাব সার্। তা যদি না পারি, এতদিন আপনার সাকরেদি করলুম কি জন্যে?

অশনি। কিন্তু—কিন্তু তাঁকে খবর না দিলেই যে নয় কানাই—

অশনিকে তুলিয়া লইয়া কানাই প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

হেমন্তর গৃহের একটি কক্ষ। হেমন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভোজন করিতেছে
চারিদিকে টেবিলে নানাবিধ ভোজনপাত্র রহিয়াছে

হেমন্ত। যা খাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে হজম—আবার ক্ষিদে! বাপ—কি সাংঘাতিক বড়ি!—নিধিরাম, রসগোল্লা নিয়ে এস।

নিধিরাম রসগোল্লার হাঁড়ি রাখিয়া গেল

এই বড়ি যদি দেশের সবাই খায় তা হলে সাত দিনের মধ্যে দেশে মন্বন্তর। বুড়োকে গুমখুন করা উচিত—বললে কিনা গুলি খেলে সাত দিনে আর ক্ষিদেই পাবে না। বাবা, একে যদি ক্ষিদে না

পাওয়া বলে তা হলে ক্ষিদে পাওয়া কি জিনিস? পাঁচ মিনিট মুখ কামাই দিয়েছি কি অমনই পাকস্থলী একেবারে হাহাকার করতে থাকে।—নিধিরাম! পাস্তুয়া যে রেটে খাচ্ছি তাতে পাঁচশো টাকা আর কদ্দিন! না, বরাদ্দ বাড়িয়ে নিতে হবে। অশনির পায়ে কেঁদে পড়ব; বলব—আরও টাকা দাও, নইলে শুকিয়ে মরে যাব। অশনি হয় তো ভাববে, আবার জুয়াখেলার মতলব আঁটছি—না একবার খাওয়ার বহর দেখলেই বুঝে যাবে। নিধিরাম, বাড়িতে আর কিছু আছে? যা আছে নিয়ে এস—লজ্জা ক'রো না। মুড়ি মুড়কি? তাই সই। নিয়ে এস এক ধামা। একটা নির্লজ্জ জীবন্ত রাক্ষসে পরিণত হয়েছি (মুড়ি মুড়কি ভক্ষণ) বিয়ের কল্পনাও মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মন্দা কি একটা পেটসর্ব্বস্ব রাক্ষসকে বিয়ে করবে? সব গেল, আমার সব গেল। নিধিরাম—

মন্দা প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল

কে—মন্দা দেবী! এসেছেন! আসুন—(হৃদয়বিদারক স্বরে) স্বচক্ষে দেখে যান, আমি কত বড় হতভাগ্য!

মন্দা। কি হয়েছে হেমন্তবাবু!

হেমন্ত। কি হয়েছে? বলছি—(রাজভোগ ভক্ষণ) মন্দা দেবী, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কখনও দেখেছেন? বিরাট শূন্যতা দেখেছেন? অতলস্পর্শ গভীর গহ্বর দেখেছেন? দেখুন—আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনির্ব্বাণ ক্ষুধার মূর্ত্তিমান অবতার আমি; রাক্ষস আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু—আমি খোক্কোসের পিতামহ। (কাটলেট ভক্ষণ)

মন্দা। কিন্তু এ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হেমন্ত। আপনার জ্যাঠামশাই আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।

মন্দা। সে কথা শুনেছি—আর শুনে অবধি—

হেমন্ত। শুনেছেন—এখন চোখে দেখুন। তাঁর একটি গুলিতে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। অহর্নিশি কেবল খাচ্ছি—ক্ষিদের শেষ নেই। রাত্রে ঘুমুতে পারি না, পেটের জ্বালায় ঘুম ভেঙে যায়। এমন হৃদয়বিদারক ক্ষিদে আর কখনও দেখেছেন?

মন্দা। সত্যি? জ্যাঠামশায়ের গুলি খেয়ে এই রকম হয়েছে?

হেমন্ত। হ্যাঁ। ওষুধের গুলি নয়—সে কামানের গোলা, আমাকে ধনে প্রাণে মেরেছে। তিনি আমার মাথা নেড়া করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর তুলনায় সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। (বিমর্ষভাবে ভোজন)

মন্দা। জ্যাঠামশায়ের এ ভারি অন্যায়। কেন আপনি গুলি খেতে গেলেন।

হেমন্ত। না খেয়ে উপায় ছিল। তিনি নাছোড়বান্দা, তাঁকে চটাতে সাহস হল না। তা ছাড়া গুলির যে এমন মারাত্মক ফল তা তো তখন জানতুম না।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু, টেলিফোন বাজছে—

হেমন্ত। বাজুক, আমার সময় নেই। আবার নিয়ে এস। বাড়িতে না থাকে বাজার থেকে নিয়ে এস। যাও, দেরি ক'রো না, সব ফুরিয়ে এসেছে।

নিধিরামের প্রস্থান

মন্দা। (কোমল স্বরে) হেমন্তবাবু—

হেমন্ত। মন্দা দেবী, আমার কি হবে? চিরজীবন ধরে কি আমি এমনই খেতে থাকব?

মন্দা। না না, তা কখনও হয়? ও সেরে যাবে?

হেমন্ত। কিন্তু আমি যে সারবার কোনও লক্ষণই দেখছি না।

মন্দা। আপনি ভাববেন না—নিশ্চয় সেরে যাবে।

হেমন্ত। (আশান্বিত হইয়া) সত্যি বলছ সারবে?

মন্দা। সারবে বই কি! গুলির তেজ কি চিরদিন থাকে?

হেমন্ত। (আনন্দবিহ্বলভাবে) সারবে ? সারবে ? মন্দা, আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—(সহসা থমকিয়া) কিন্তু—

ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া আহার করিতে লাগিল, মন্দা আনন্দোজ্জ্বল মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হেমন্তর পিছনে গিয়া তাহার বাহু স্পর্শ করিল

মন্দা। কিন্তু কি ?

হেমন্ত। কিন্তু—তোমাকে বিয়ে করতে পারি না—না, কিছুতেই নয়।

মন্দা। (মৃদু কণ্ঠে) কারণটি জানতে পারি না ?

হেমন্ত। বুঝতে পারছ না ? বিয়ে করে তোমাকে খাওয়াব কি ? নিজেই তো সব খেয়ে ফেলব।

মন্দা। এই ? (হাস্য) বললুম না সেরে যাবে !

হেমন্ত। (ফিরিয়া) যদি না সারে ? যদি সারা জীবন এই রকম খেতে থাকি ! পাঁচশো টাকা তো একলারই নস্যি—তুমি খাবে কি ?

মন্দা। আমি কিছু খাব না। কিন্তু পাঁচশো টাকা কেন ?

হেমন্ত। ধর হাজার ; অশনিকে কাকুতি মিনতি করলে সে হয় তো আরও পাঁচশো টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবে ! কিন্তু তাতেই কি কুলোবে ?

মন্দা। এ যে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। অশনিবাবু বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবেন, তার মানে কি ?

হেমন্ত। ও—তুমি জান না। অশনিকে আমি আমার সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছি। সে তোমাকে মাসে মাসে—

মন্দা। (রাগিয়া) কিন্তু এ কি অত্যাচার ! তিনি বন্ধু বলে তোমার সম্পত্তি দখল করবার তাঁর কি অধিকার আছে ? এ আমি কিছুতেই হতে দেব না !

হেমন্ত। মন্দা, মন্দা, তবে কি তুমিও আমাকে ভালবাস ? এই নেড়া মাথা, এই বিরাট ক্ষিদে দেখেও আমাকে বিয়ে করবে ? বল—বল—(নতজানু হইয়া)

মন্দা। ওঠ—তা কি এখনও বুঝতে পারছ না? কিন্তু ঐ রক্তচোষা বন্ধুর হাত থেকে আমি তোমায় উদ্ধার করব।

হেমন্ত। অশনি রক্তচোষা নয়—সে বন্ধু। কিন্তু মন্দা, তুমি—তুমি আমার (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল)

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। রসগোল্লা—

হেমন্ত। অ্যাঁ—রেখে যাও—

নিধিরাম। আবার টেলিফোন বাজছে—

হেমন্ত। বাজতে দাও—(নিধিরামের প্রস্থান) শানাই তো নেই, টেলিফোনই বাজুক। বস মন্দা, আমার পাশে বস।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল

তোমার দিদিকে বিয়ে করতে হবে শুনে কি ভয়ই সে দিন হয়েছিল।

মন্দা। (চটুল কণ্ঠে) কেন দিদি কি বাঘ না ভাল্লুক?

হেমন্ত। না না, তিনিও খুব চমৎকার মানুষ। কিন্তু তোমার কাছে তিনি—(বিগলিত হাসি)—আচ্ছা, তিনি কি সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, না তোমার জ্যাঠামশাই আমার মাথাটি কামাবার মতলবে ক্লোরোফর্মের বদলে ঐ কথাটি বলে আমাকে অসাড় করে দিয়েছিলেন?

মন্দা। জ্যাঠামশাই ভুল করেছিলেন। সে সব মজার কথা পরে বলব। কিন্তু এখন আমি তোমার ঐ বন্ধুটির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

হেমন্ত। অশনির সঙ্গে? তা বেশ তো—সে হয় তো এখানেই আসবে। চল মন্দা, তুমি যে বাড়ি দেখবে বলেছিলে, দেখবে না?

মন্দা। কিন্তু তাঁকেও আজই আমি দেখব।

হেমন্ত। (উঠিয়া) আরে, ভারি আশ্চর্য্য! আর তো কই তত ক্ষিদে পাচ্ছে না! মানে—তোমাকে পেয়ে অবধি ক্ষিদে অনেক কমে গেছে—

মন্দা। (মৃদুহাস্যে) ভয় নেই—ক্রমে আরও কমে যাবে।

হেমন্ত। নিধিরাম! (নিধিরাম আসিল) আমরা বাড়ির ভিতর চললুম; যদি কেউ আসে বা ডাকাডাকি করে, বলবে—আমি বাড়ি নেই!

নিধিরাম। যদি জানতে চায় কোথায় গেছেন?

হেমন্ত। যেখানে ইচ্ছে বলে দেবে। আচ্ছা, ব'লো আমি অশনির বাসায় গেছি।—এস মন্দা। মন্দার হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

নিধিরাম। ইনিই দেখছি আমাদের মাঠাকরুণ হবেন! তা—বেশ মানাবে। আর যদি ভালমানুষের মেয়ে হন তা হলে আমাদের কারুর দুঃখু থাকবে না।

সহসা জ্ঞানাঞ্জন প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। এইটেই তো কৃতান্তর বাড়ি! হ্যাঁ—নিশ্চয়, ঠিকানা যখন মিলে গেছে তখন তার বাড়ি হতে বাধ্য।—ওহে কৃতান্ত!

নিধিরাম। আজ্ঞে, বাবু বাড়ি নেই।

জ্ঞানাঞ্জন। বাড়ি নেই? তাই তো—কথাটা জানা বিশেষ দরকার ছিল।—তুমি কে?

নিধিরাম। আমি এ বাড়ির চাকর।

জ্ঞানাঞ্জন। ও—তা হলে তুমি জানতে পার। আচ্ছা, বল দেখি, তোমার বাবু কি খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন?

নিধিরাম। আজ্ঞে, কি বললেন? ছেড়ে দিয়েছেন?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলি, গত তিন-চার দিন তিনি কোনও খাদ্য মুখে দিয়েছেন কি?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা মুখে দিয়েছেন। যা সামনে পেয়েছেন তাই মুখে দিয়েছেন। দশ জনের খাদ্যি একাই মুখে দিয়ে ফেলেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। বল কি! কিন্তু এরকম হবার তো কথা নয়।

নিধিরাম। আজ্ঞে, নিজের চোখেই দেখুন না—(শূন্য পাত্রগুলি দেখাইল) এগুলি সব বাবুই শেষ করেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো। এ তো ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু—না, বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার দীর্ঘ সাধনার ফল ঐগুলি—নিষ্ফল হবে! কখনই না—বাপু, তোমার মালিক কোথায় গেছে বল তো?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি অশনিবাবুর বাসায় গেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। সে কোথায়?

নিধিরাম। আসুন, বাৎলে দিচ্ছি— উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। উর্ম্মিলা বসিয়া ফুলদানি হইতে একটি একটি ফুল লইয়া ছিঁড়িতেছে ও মাঝে মাঝে অনাহূত অশ্রু অধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতেছে। ললি রায় প্রবেশ করিল। বেঁটে শীর্ণ কুৎসিত, কিন্তু পরিচ্ছদের চটক দেখিয়া সহসা সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়—চোখে চশমা।

ললি। ওরে উর্ম্মিলা, নতুন খবর শুনেছিস?

উর্ম্মিলা। (অপ্রসন্ন মুখে) ললি, কি মনে করে?

ললি। চারিদিকে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে—খবর শুনিস নি?

উর্ম্মিলা। না—পরচর্চ্চা করবার আমার সময় নেই।

ললি। তোরা এখন নিজেদের চর্চ্চাতেই ব্যস্ত আছিস—তাও শুনেছি। (হাস্য) তা পরের খবরও একটু আধটু রাখতে হয়। জানিস, নীলিমা ইলোপ করেছে!

উর্ম্মিলা। সে কি! কার সঙ্গে?

ললি। আন্দাজ কর দেখি। পারবি না? প্রেমকুমারের সঙ্গে। (হাস্য)

উর্ম্মিলা। অ্যাঁ। কিন্তু সে যে নীলিমার চেয়ে বয়সে ছোট।

ললি। যার সঙ্গে যার মজে মন—নীলিমা সেই মড়াখেগো ছোঁড়াকে

নিয়েই পালিয়েছে—(অপরিমিত হাস্য) শুনে তো আমি হেসে মরি ! কি ঘেন্নার কথা বল দেখি ? চাল নেই চুলো, একটা হাঘরে ছোঁড়া তার সঙ্গে ইলোপমেণ্ট ! ছি-ছি-ছি, নীলিমার গলায়দড়ি জুটল না !

উর্ম্মিলা। এইবার হয় তো জুটবে।

ললি। আর প্রেমকুমারটাই বা কি ! শেষে নীলির সঙ্গে ! ঐ তো নীলির চেহারা, বয়েসের গাছ-পাথর নেই—তাকে নিয়ে এই ঢলাঢলি ! শুনলুম দেওঘরে না মধুপুরে গিয়ে তুজনে আছে ! পুরুষমানুষ জাতটাই ঐ—ঘেন্নাপিত্তি নেই ; যা হোক একটা হলেই হল—

উর্ম্মিলা। (অর্দ্ধ স্বগত) নিষ্ঠুর—পুরুষজাতটা নিষ্ঠুর !

ললি। যা বলেছিস ! দেখ না, তুদিন পরেই নীলিকে ফেলে পালাবে অখন। নীলির তখন শ্যাম কুল তুই যাবে ! (হাস্য) আর বসব না ভাই, এখনও অনেক যায়গায় যেতে হবে ! (যাইতে যাইতে) তোরাও একটু সাবধান হ'স উর্ম্মি, তোদের নামে যা সব শুনছি তার সিকিও যদি সত্যি হয় তা হলে—(হাস্য) দেখিস, নীলির মত কেলেঙ্কারি করিস না যেন !

উর্ম্মিলা। (বিরক্তস্বরে) আমাদের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ললি। না হলেই ভাল। চললুম— মুখভঙ্গি করিয়া প্রস্থান

উর্ম্মিলা। নীলিমার দোষ কি ! পুরুষজাতটাই নিষ্ঠুর—ওদের ছোট-বড় ইতর-ভদ্র নেই। সবাই সমান। মেয়েমানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ওদের জাত-ব্যবসা। (ফুল ছিঁড়িল) আমি কারুর কোনও কাজে লাগব না, কারুর উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই ! উদাহরণ দেওয়া হল—উনি যদি অসুখ করে বাসায় পড়ে থাকেন, আমি ওঁর সেবা করতে পারব না। (অধর স্ফুরিত হইল) পারবই না তো। কেন পারব ? উনি আমার কে যে আমি ওঁর সেবা করতে যাব ?

কানাই দ্রুত প্রবেশ করিল

ঊর্ম্মিলা। (চমকিয়া) কানাই! তুমি এ সময়ে? কি হয়েছে কানাই? তোমার মুখ অত শুকনো কেন?

কানাই। মাষ্টারমশাই এখান থেকে ফিরে যাবার পথে একটা গুণ্ডা তাঁর বুকে ছুরি মেরেছে। তিনি আপনাকে খবর দিতে বললেন।

ঊর্ম্মিলা। ছুরি মেরেছে? (ব্যাকুল বিস্ফারিত চক্ষে) কেন?

কানাই। মাষ্টারমশাই হেমন্তবাবুকে জুয়ার আড্ডা থেকে উদ্ধার করে-ছিলেন, সেই আক্রোশে তারা গুণ্ডা লাগিয়েছিল! কিন্তু আমি যাই, আমাকে এখনই সেখানে ফিরতে হবে।

ঊর্ম্মিলা। (উঠিয়া) কানাই, তিনি কি—তিনি কি বেশি আহত হয়েছেন? (গলা কাঁপিয়া গেল)

কানাই। তা জানি না। (প্রস্থানোদ্যত)

ঊর্ম্মিলা। (ছুটিয়া গিয়া কানাইয়ের হাত চাপিয়া ধরিল) কানাই, তিনি বেঁচে আছেন তো?

কানাই। হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন—

ঊর্ম্মিলা। সত্যি বলছ তিনি বেঁচে আছেন? মিথ্যে বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ না?

কানাই। না, এখনও বেঁচে আছেন, তবে—আমাকে ছেড়ে দিন।

ঊর্ম্মিলা। কোথায় আছেন তিনি?

কানাই। তাঁকে বাসায় নিয়ে গেছি; কিন্তু সেখানে আর কেউ নেই। ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি—

ঊর্ম্মিলা। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

কানাই। আপনি যাবেন? কিন্তু—

ঊর্ম্মিলা। আর দেরি ক'রো না কানাই। তিনি আমাকে ডেকেছেন —শিগগির—একটা ট্যাক্সি।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অশনির বাসা ; অশনি বিছানার উপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় শয়ান। ডাক্তার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া হাত ধুইতেছেন। তাঁহার একজন সহকারী ব্যাগ গুছাইতেছে। অশনির বিছানার পাশে দুইটি কাগজ পড়িয়া আছে।

ডাক্তার। সিকি ইঞ্চির জন্যে হার্ট বেঁচে গেছে, আপনিও বেঁচে গেছেন। কিন্তু নড়াচড়া মানসিক উত্তেজনা একেবারে নিষিদ্ধ। চললুম, আমার আবার একটা জরুরি অপারেশন আছে। আপনার শিষ্য এখনই এসে পড়বে বোধ হয় ; প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা আনিয়ে নেবেন। তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ চলবে। আর বিষয়সম্পত্তির কথা ভেবে মনকে উদ্বিগ্ন করবেন না। উইল করেছেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু না করলেও ক্ষতি ছিল না। আচ্ছা—চললুম— সহচরসহ প্রস্থান

অশনি। উইল করা হয়ে গেছে, এখন আমি নিশ্চিন্ত। হয় তো মরব না, কিন্তু সাবধানের মার নেই। উর্ম্মিলা বোধ হয় এতক্ষণ খবর পেয়েছে। তাকে খবর না দিলেই ভাল হত। কিন্তু তখন, কেন জানি না মনে হল, খবর পাঠানো একান্ত দরকার। সে অবশ্য আসবে না, আসা উচিতও নয়। তবু এলে বোধ হয় ভাল হত, তার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। ঘুমের মধ্যে ডুবে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে—এমনই ভাবে মহাসুপ্তি যদি আসে, মন্দ কি! কাজ তো কিছু বাকি নেই—

তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া উর্ম্মিলা ও কানাই প্রবেশ করিল। অশনিকে সুপ্ত দেখিয়া উর্ম্মিলা কানাইকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কানাই চলিয়া গেল। উর্ম্মিলা অশনির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, নিজের চোখের জল মুছিল, তারপর লঘুহস্তে অশনির মস্তক স্পর্শ করিল।

অশনি। (অর্দ্ধমুদিত নেত্রে) কে—কানাই!

উর্ম্মিলা। না, আমি উর্ম্মিলা।

অশনি। (ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া) উর্ম্মিলা—তুমি এসেছ এখানে ?

উর্ম্মিলা। (অবরুদ্ধ স্বরে) আমি আসব না তো কে আসবে ?

অশনি। তুমি—তুমি আসবে তা ভাবতে পারি নি।

উর্ম্মিলা। তবে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন ?

অশনি। কেন—তা জানি না—

উর্ম্মিলা। জান। আমাকে ডাকবার তোমার অধিকার আছে তাই ডেকেছিলে; আর আমার আসবার অধিকার আছে তাই আমি এসেছি। আজই কি উদাহরণ আমাকে শুনিয়ে এসেছ মনে নেই! (চোখ মুছিয়া কম্পিত স্বরে) ডাক্তার কি বললেন ?

অশনি। ভাল—বোধ হয় বাঁচব! কিন্তু তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। হয় তো মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

উর্ম্মিলা। এখন বোঝবার দরকার নেই, সেরে উঠে বুঝো।

পাশে উপবেশন

অশনি। সেরে উঠে ? আচ্ছা। (কিয়ৎকাল পরে) এই নাও।

কাগজ তুলিয়া ধরিল

উর্ম্মিলা। কি এগুলো ?

অশনি। তুমি তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, থাকা উচিতও নয়। যাবার সময় দলিলগুলো নিয়ে যেও। বলা তো যায় না—

উর্ম্মিলা। কিসের দলিল ?

অশনি। আমার উইল আর হেমন্তর দানপত্র। তাকে তার সম্পত্তি ফেরত দিলুম। তুমি নিয়ে যাও, নিজের কাছে রেখ—

উর্ম্মিলা। এসব আমি রাখব কেন ?

অশনি। তোমার রাখাও যা হেমন্তর রাখাও তাই—বরং তোমার কাছে নিরাপদ থাকবে।

উর্ম্মিলা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) ও—কিন্তু আমি তো এখন যাব না —তোমার কাছে থাকব।

অশনি। থাকবে?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ—যতদিন না তুমি সেরে ওঠ ততদিন এখানেই থাকব।

অশনি। কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে? হেমন্ত—

উর্ম্মিলা। আর হেমন্তবাবুর দলিল মন্দাকে ফেরত দেব।

অশনি। মন্দাকে? (সংশয় আকুল দৃষ্টিতে চাহিল)

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ—কিন্তু আর কথা নয়, একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর। আমি তোমার পাশে বসে রইলুম।

অশনি। (কাতর স্বরে) কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। পারছ না—বুঝতে পারছ না? (অশনির বুকের উপর মাথা রাখিল) এখনও বুঝতে পারছ না?

কিছুক্ষণ উভয়ের এইভাবে অবস্থান

অশনি। পেরেছি। উর্ম্মি, আর আমি মরব না। ডাক্তার বলেছেন সিকি ইঞ্চির জন্যে হার্ট ফস্কে গেছে। (হাস্য) শরীরে যেন নতুন বল সঞ্চার হচ্ছে। আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেবে?

উর্ম্মিলা। পারবে?

অশনি। পারব।

উর্ম্মিলা অতি যত্নে তাহাকে পিঠে বালিস দিয়া বসাইয়া দিল

অশনি। (উর্ম্মিলার হাত ধরিয়া) উর্ম্মি, সত্যি?

উর্ম্মিলা। সত্যি।

অশনি। কবে থেকে?

উর্ম্মিলা। প্রথম যেদিন চোখোচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে তখন থেকে।

অশনি। আমি ঝগড়া করেছিলুম, না তুমি ঝগড়া করেছিলে?

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) সে মীমাংসা আর একদিন হবে। আজ আর ঝগড়া ক'রো না।

অশনি। ঝগড়া কই করলুম।

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, করেছ। এখন চুপটি করে থাক, নইলে আমি ঘর থেকে চলে যাব।

অশনি। না না, এই চুপ করলুম।

উর্ম্মিলা অশনির গায়ে ভাল করিয়া চাদর ঢাকা দিয়া দিল

উর্ম্মিলা। জল দেব?

অশনি। দাও।

ঘরের কোণে জলের কুঁজো হইতে উর্ম্মিলা কাচের গেলাসে জল ঢালিয়া আনিয়া দিল, অশনিকে পান করাইয়া গেলাস লইয়া গিয়া আবার জল ঢালিয়া নিজে আলগেছে পান করিল।

দ্রুত মন্দা প্রবেশ করিল; পশ্চাতে ব্যস্ত কানাই

মন্দা। অশনিবাবু, এ আপনার কি রকম ব্যবহার! আপনি—

উর্ম্মিলা। মন্দা!

মন্দা। একি! দিদি, তুমি এখানে?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, আমি এখানে, চেঁচামেচি ক'রো না, উনি অসুস্থ।

মন্দা। (বিস্মিতভাবে উভয়ের দিকে তাকাইয়া) দিদি, কি হয়েছে? তুমি এখানে কেন?

উর্ম্মিলা। তুই এখানে কেন?

মন্দা সহসা উত্তর দিতে পারিল না

অশনি। মন্দা, আমার কাছে এস। হেমন্তর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে? (মন্দা নতমুখী) বেশ, তা হলে এই দলিল নাও—তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন থেকে তুমিই তার রক্ষক হলে। কিন্তু সে গাধাটা কোথায়? তার সঙ্গে আমারও বোঝাপড়া আছে যে!

মন্দা। তিনি আমাকে নাবিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

হেমন্ত প্রবেশ করিল

হেমন্ত। না না, যাই নি। গিয়েছিলুম খানিক দূর, আবার ফিরে আসতে হল। তোমাকে ছেড়ে—(অশনিকে দেখিয়া লাফাইয়া তাহার পাশে গেল) এ কি অশনি?

অশনি। কিছু নয়—একটু চোট লেগেছে।

হেমন্ত। (উর্ম্মিলাকে দেখিয়া) আপনি! এ সব ব্যাপার কি? অশনি, কি হয়েছে তোমার? বিছানায় শুয়ে কেন?

উর্ম্মিলা। আপনাকে জুয়ার আড্ডা থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই তারা গুণ্ডা লাগিয়ে ছুরি মেরেছে।

হেমন্ত। অ্যাঁ! অশনি—ভাই—। ডাক্তার! ডাক্তার! আমি এখনই যাচ্ছি নীলরতন— প্রস্থানোদ্যত

অশনি। হেমন্ত, আমার কাছে এসে বসো—মন্দার পাশে বসো। ডাক্তার এসেছিলেন, ভয় নেই—তিনি ড্রেস করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছেন। একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনও দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা দরকার হয় নি—উর্ম্মিলা আসার পর ওষুধ আর দরকার মনে হচ্ছে না—

উর্ম্মিলা। অ্যাঁ—প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের কথা বল নি তো? কি মানুষ তুমি? তোমাকে নিয়ে—; কানাই, এক্ষুনি ওষুধ তৈরী করিয়ে নিয়ে এস, আর আউন্স চারেক ব্র্যাণ্ডি—

হেমন্ত। টাকা নাও— টাকা লইয়া কানাইয়ের প্রস্থান

অশনি। তুমি মাথায় রুমাল বেঁধেছ কেন?

হেমন্ত। সে অনেক কথা, পরে বলব। অশনি, তা হলে ভয়ের কোন কারণ নেই?

অশনি। ভয়ের একটা কারণ এই যে, শিগগির হয় তো আমাদের বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে।

হেমন্ত। কেন?

অশনি। বিয়ে করলে শুনেছি বাল্যবন্ধুত্ব আর থাকে না।

হেমন্ত। কে বলে থাকে না? মন্দা আমাকে বিয়ে করবে বলে তুমি যদি মনে কর—

অশনি। শুধু তাই নয়। আমাকেও যে একজন বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। (উর্ম্মিলার দিকে তাকাইল)

হেমন্ত। অ্যাঁ! উর্ম্মিলা দেবী! সত্যি?

মন্দা। দির্দি, সত্যি? (জড়াইয়া ধরিল)

হেমন্ত। (মহানন্দে) আমি এখন কি করি! আমার—, মন্দা, আনন্দের উত্তেজনায় আবার যে আমার ক্ষিদে পাচ্ছে? অশনি তোমার ঘরে কিছু খাবার আছে?

জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। এই যে কৃতান্ত! ঠিক ধরেছি।

হেমন্ত। আজ্ঞে আজ্ঞে—দোহাই জ্ঞানাঞ্জনবাবু, আমাকে আর গুলি খেতে বলবেন না। উর্ম্মিলা দিদি, আপনার বাবাকে সামলান।

উর্ম্মিলা। বাবা!

মন্দা। জ্যাঠামশাই!

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো! উর্ম্মিলা, মন্দা এরা এখানে এল কি করে ভারি আশ্চর্য্য! তা সে যাক, ও-কথা পরে ভাবলেই হবে। কৃতান্ত, গুলি খেয়ে তুমি কেমন আছ বল দেখি?

হেমন্ত। আজ্ঞে, ভাল নয়, অবস্থা যায় যায় হয়ে উঠেছিল!

জ্ঞানাঞ্জন। মানে ক্ষিদে আর পাচ্ছে না তো?

হেমন্ত। আজ্ঞে সত্যি কথা বললে স্বীকার করতে হয় যে ক্ষিদে পাচ্ছে, এত বেশি পাচ্ছে যে সে আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না। যা খাচ্ছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে হজম হয়ে যাচ্ছে; আবার খাচ্ছি, আবার হজম।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো! এ কি রকম হল? ভারি আশ্চর্য্য! আমার এতদিনের দীর্ঘ গবেষণা ব্যর্থ হয়ে গেল!

অশনি। আজ্ঞে না, ব্যর্থ হয় নি। আমাদের দেশে ঐ রকম হজমি গুলিই দরকার। দেশ থেকে যদি অজীর্ণ আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া তাড়াতে পারেন তা হলে আমাদের দুঃখ থাকবে না। আপনি ও গুলিটা পেটেণ্ট করে নিন।

উর্ম্মিলা। মন্দা, আয় বাবাকে প্রণাম করি।

উভয়ের প্রণাম

জ্ঞানাঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) বেশ বেশ—কিন্তু গুলিটা।

উর্ম্মিলা। বাবা, হেমন্তবাবুর সঙ্গে মন্দার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

জ্ঞানাঞ্জন। বাঃ—বেশ বেশ, আমি ত প্রায় ঠিক করেই এনেছিলুম—বেশ বেশ।

মন্দা। আর দিদির সঙ্গে অশনিবাবুর—

জ্ঞানাঞ্জন। অশনিবাবু? তিনি কে?

হেমন্ত। এই যে অশনি—আমার বন্ধু।

জ্ঞানাঞ্জন। (নিকটে গিয়া) তাই তো! এ যে একেবারে সিংহের খুলি! বাঃ চমৎকার! (ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শন) এ রকম আশ্চর্য্য খুলি আমি আর কখনও দেখি নি! অশনিবাবু, আপনার খুলি আমার চাই—

হেমন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, চাই বই কি! সে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। (উর্ম্মিলার কানে কানে) দুই বন্ধুরই এক ক্ষুরে—কি বলেন উর্ম্মিলাদিদি?

মন্দা। (হেমন্তকে) জ্যাঠামশাই এখনও কিছু বুঝতে পারেন নি, ওঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

জ্ঞানাঞ্জন। বুঝিয়ে দেবে! (সচেতন ভাবে চারিদিকে চাহিয়া) বুঝেছি—বুঝেছি, আর বোঝাতে হবে না! প্রেম! ভালবাসা! The primordial instinct! একদিকে পুরুষ, আর একদিকে নারী—

আর তাদের হৃদয় নিয়ে প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলা বিলাস! তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া—তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া—এই লীলা চলেছে!

উর্ম্মিলা। বাবা, তুমি বস।

জ্ঞানাঞ্জন। না না—এখানে prognathic নেই, orthognathic নেই, আর্য্য অনার্য্য হূন—মোঙ্গল—দ্রাবিড় নেই—সব সমান। মিশরের পিরামিড্ যখন মানুষের কল্পনায় আসে নি, মহেঞ্জোদারোর নগর যখন—

জ্ঞানাঞ্জন বক্তৃতা দিতে লাগিলেন **যবনিকা** পড়িয়া গেল

ঔষধ লইয়া কানাইয়ের প্রবেশ *

কানাই। স্কুলের ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে আপনাকে দেখতে এসেছে সার।

উর্ম্মিলা। (ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে) না কানাই, এখানে হট্টগোল হবে না —তাদের বরং বলে দাও—

অশনি। আহা, আসুক না। হট্টগোল আমার বেশ ভাল লাগছে।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা—আসুক। কিন্তু দু মিনিট।

কানাই কয়েকটি বালকবালিকাকে লইয়া আসিল, তাহারা অশনিকে ঘিরিয়া ধরিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল

একটি মেয়ে। মাষ্টারমশাই, আপনি না গেলে কে আমাদের শেখাবে?

উর্ম্মিলা ও অশনির চোখোচোখি হইল

উর্ম্মিলা। উনি যতদিন সেরে না ওঠেন, আমি তোমাদের ভার নেব। কেমন তাতে হবে তো?

সকলে আসিয়া উর্ম্মিলাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

একটি বালিকা। হ্যাঁ—হবে।

অশনি। তোমরা সেই গানটা গাও—

---

* অভিনয়কালে এই অংশ পরিত্যক্ত হয়।

উর্মিলা। এখন গান নয়—

অশনি। আমার বড্ড তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে করছে উর্মিলা।

উর্মিলা। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

অশনি। একটুও না।

উর্মিলা। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না!

অশনি। একটুও না।

উর্মিলা। বেশ—তবে গাও।

উর্মিলা অশনির শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানাঞ্জন, মন্দা ও হেমন্ত ঘরের এক কোণে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন

বালকবালিকাগণ গাহিল

দেহে বল, চিত্তে বল!
চল্ পথিক, এগিয়ে চল্!
নাই পিছন, নাই নীচু, বিঘ্ন নাই, পথ ঋজু
বক্ষে বল, মন উছল
চল্ পথিক এগিয়ে চল্।
পিছল পথ অন্ধ রাত? বন্ধু তোর ধরবে হাত
ধরার গায়, তোদের পায়
এগিয়ে চলা চরণ যায়
ফুটবে লাল থল-কমল
চল্ পথিক এগিয়ে চল্।

যবনিকা ৩২৩৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬